দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৬৮ ॥ ০৬ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ২১ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা ॥ ২ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

তিন দিনে পালিয়েছে আ. লীগের নেতারা : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত সরকারের নেতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকাল শনিবার (০৫ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর উত্তরা এপিবিএন সদর দপ্তরে শহীদ মীর মুগ্ধের স্মরণ সভা, মিলাদ মাহ-ফিল, মীর মুগ্ধ ভবন ও এপিবিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রবেশ তোরণ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিগত সরকারের নেতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট পালিয়ে গেছেন।

১৮ জেলায় ঝড়ের শঙ্কা হতে পারে বজ্রবৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকাসহ দেশের ১৭ অঞ্চলের ওপর দিয়ে রাত ১টার মধ্যে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শনিবার (০৫ অক্টোবর) রাত ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য দেওয়া এক পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদের সই করা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলগুলোর ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এদিকে শনিবার (৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের

বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণ হতে পারে। এ সময়ে সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। রোববার (৬ অক্টোবর) আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। সোমবার (৭ অক্টোবর) আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রতিদিনই বিপুল টাকা গচ্চা গুনছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিদিনই বিপুল টাকা গচ্চা গুনছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে সাড়ে ১০ হাজার কোটিরও বেশি টাকায় নির্মিত ওই টানেল দিয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী যানবাহন চলাচল করছে না। বিগত ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত রয়েছে। নির্মাণের আগে করা সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল, টানেল চালুর প্রথম বছরে দিনে গড়ে ১৭ হাজারের বেশি যানবাহন চলাচল করবে। কিন্তু বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে, যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে টানেল দিয়ে চলাচল করছে দৈনিক চার হাজারের মতো যানবাহন। আর বর্তমানে যে পরিমাণ যানবাহন টানেল দিয়ে চলাচল করছে তা থেকে দৈনিক ১২ লাখ টাকার মতো টোল বাবদ আয় হয়। কিন্তু টোল আদায়ের টাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের তিন ভাগের এক ভাগ উঠছে। টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজে গড়ে প্রতিদিন ব্যয় হচ্ছে সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে একটি অংশ ব্যয় হয় টানেলে কৃত্রিম অক্সিজেন ও আলো সরবরাহ ছাড়াও সামগ্রিক

২-এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের জন্য ২ সপ্তাহের মধ্যেই বিমানবন্দরে বিশেষ লাউঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য বিমানবন্দরে বিশেষ লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হবে। শনিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার সম্প্রসারণ বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং মালয়েশিয়ার পারকেসোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যেসব বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিক রয়েছেন, তাদের জন্য দুই সপ্তাহের মধ্যে স্পেশাল (বিশেষ) লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, এটি তাদের প্রতি আমাদের উদারতা নয়, বরং দায়বদ্ধতা। তিনি জানান, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নয়, মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর রিক্রুটিং এজেন্সি খোলা হবে। আসিফ নজরুল বলেন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তারা বাংলাদেশ থেকে ১৮ হাজার কর্মী নেবেন। বিষয়টি কিছু জায়গায় ভুলভাবে উপস্থাপন হয়েছে। আমরা জানি গত ৩১ মের মধ্যে যে ১৭ হাজারের বেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় যাওয়ার কথা ছিল, তারা দুর্ভাগ্যবশত যেতে পারেননি। মালয়েশিয়া সরকার তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা। এটা যতদ্রুত সম্ভব কার্যকর করার চেষ্টা করব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিন। চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক

২-এর পাতায় দেখুন

সরকারি কর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ কাজে না লাগলেও বাড়ানো হয়েছে প্রকল্পের মেয়াদ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের কাজে লাগছে না বিপুল টাকা খরচে সরকারি কর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ। মূলত প্রশিক্ষণ অনুযায়ী বেশির ভাগ কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়নি। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য নেই কোনো কর্মপরিকল্পনা ও সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার। বিগত সরকার বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণের নামে গত ১৫ বছরে ব্যয় করেছে ৪৭৫ কোটি ১৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। কিন্তু প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা দেশের কাজে আসেনি। তারপরও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মেয়াদ আবারো বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অতিসম্প্রতি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়।

২-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারঃ মূলধন কমেছে ২৫ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে (২২ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর) প্রধান সূচকেরে পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধন কমেছে ২৫ হাজার ৬১৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। একইসঙ্গে আলোচ্য সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই-সিএসই) টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। শনিবার (৫ অক্টোবর) ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৭৬.৫৫ পয়েন্ট বা ৩.১৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৬২ পয়েন্টে। অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ৭৪.০৮ পয়েন্ট বা ৩.৫৯ শতাংশ কমে ১ হাজার ৯৯০ পয়েন্টে, ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৪০.৬৭ পয়েন্ট বা ৩.২২ শতাংশ কমে ১ হাজার ২২১ পয়েন্টে এবং ডিএসএমইএক্স সূচক (এসএমই ইনডেক্স) ৫৮.৩৩ পয়েন্ট বা ৪.৭৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৭২ পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৭২ হাজার ১১৫ কোটি ৫৭ টাকা।আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৮৫ হাজার ৬২১ কোটি ২৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ১৩ হাজার ৫০৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ২ হাজার ১৩১ কোটি ৯ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৩ হাজার ৩৯৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন কমেছে ১ হাজার ২৬৫ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৫৭টির, দর কমেছে ৩৩১টির ও দর অপরিবর্তিত রয়েছে ১৭টির। আর লেনদেন হয়নি ১৭টির। অন্য

২-এর পাতায় দেখুন

বাস্তবায়নে ১১ উন্নয়ন সহযোগী স্বাস্থ্য-পুষ্টি উন্নয়নে আসছে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার : সাধারণ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবার দক্ষতা ও সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুরু হচ্ছে 'পঞ্চম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'। এর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা, যা দেশের ইতিহাসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারি খাত থেকে আসবে ৮০ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। মেগা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রকল্প ঋণ হিসেবে ২৫ হাজার ৪১৪ কোটি টাকা দেবে ১১ উন্নয়ন সহযোগী। এরই মধ্যে প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। প্রকল্পটি অনুমোদন পাওয়ার পর ছয় বছরে দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে

২-এর পাতায় দেখুন

বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শোক বার্তায় তিনি বলেন, জাতি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদকে হারালো। আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান- জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। বার্তায় শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি শোক জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। চিকিৎসক ও জনসেবক হিসেবে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সুদীর্ঘ ও বহুল সম্মানিত কর্মজীবনের কথা স্মরণ করেন তিনি। ডা. বদরুদ্দোজা দেশের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিটিভিতে তার 'আমার ডাক্তার' অনুষ্ঠানটি কোটি দর্শকের কাছে জনপ্রিয় ছিল। 'রাজনীতিতেও একই

২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ওরফে বি. চৌধুরী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টা ১৫ মিনিটে নিজের প্রতিষ্ঠিত উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রেস সচিব জাহাঙ্গীর আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া ছেলে মাহী বি. চৌধুরী তার ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়ে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে দুই মেয়ে এবং নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ফুসফুসে সংক্রমণ হওয়ায় গত ২ অক্টোবর সকালে বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে উত্তরা মহিলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেদিন তার মেয়ে ডা. শায়লা

২-এর পাতায় দেখুন

শনিবার রাজধানীর খিলগাঁও শিপাহীবাগ মধ্যপাড়া এলাকায় বৃষ্টির পানিতে ডুবে আছে সড়ক পথ মানুষের চরম ভোগান্তি।

দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা সারাদেশে ২ লাখ আনসার মোতায়েন হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারাদেশে দুই লাখ আনসার সদস্য মোতায়েন করা হবে। শনিবার (৫ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদরদপ্তরে মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, পূজা উপলক্ষে আগামী ৬ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশের ৩২ হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে ২ লাখ ১২ হাজার ১৯২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হচ্ছে। সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, অধিক গুরুত্বপূর্ণ পূজামণ্ডপে আটজন এবং গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে ছয়জন ও সাধারণ মণ্ডপে ছয়জন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য

২-এর পাতায় দেখুন

ঝুম বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা

স্টাফ রিপোর্টার : গত কয়েকদিন ধরেই রাজধানীসহ সারা দেশে বৃষ্টি ঝরছে। কখনো ঝিরি-ঝিরি, তো কখনো মুষলধারে। এতে তাপমাত্রা কমে নগর জীবনে স্বস্তি মিলেছে ভোগান্তি বেড়েছে। তবে রাজধানীতে ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ডুবে গেছে অনেক সড়ক। যে কারণে সড়কে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। অফিস যাওয়ার পথে অনেককেই দোকানের ভেতরে, যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিতে দেখো গেছে। ফ্লাই ওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিচেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে বহু মোটরসাইকেল চালককে। রেইনকোট পরে কেউ কেউ ঝুম বৃষ্টিতেই রওনা দিয়েছেন অফিসের উদ্দেশ্যে। ভ্যানচালকদের এই বৃষ্টিতে ভিজেই পণ্য পরিবহন করতে দেখা গেছে। গাড়িতে থাকা পণ্য যেন বৃষ্টিতে না ভিজে যায়, সেজন্য পলিথিন মুড়িয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় পণ্য নিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে অনেক চালককে। এদিকে ফুটপাতের দোকানিরা নিজেদের ব্যবসার পসরা মিলিয়ে বসতে পারছেন না। অনেকে ত্রিপল ও ছাতা দিয়ে ব্যবসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তবে বৃষ্টির কারণে ক্রেতা মিলছে না অন্যান্য দিনের মতো। সব মিলিয়ে ভারী বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী। শুক্রবার রাতে ও ভোরে বৃষ্টির পর শনিবার (৫ অক্টোবর) বেলা ১১টার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঝুম বৃষ্টি জয়েছে। এতে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দুই ঘণ্টার ঝুম বৃষ্টিতে নগরীর বংশাল, পুরান ঢাকা, সেগুনবাগিচা, পান্থপথ, তেঁজকুনিপাড়া, তেজতুরি বাজার, গ্রিনরোডসহ বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়? কোথাও কোথাও হাঁটু পানি জমে যায়। এতে

২-এর পাতায় দেখুন

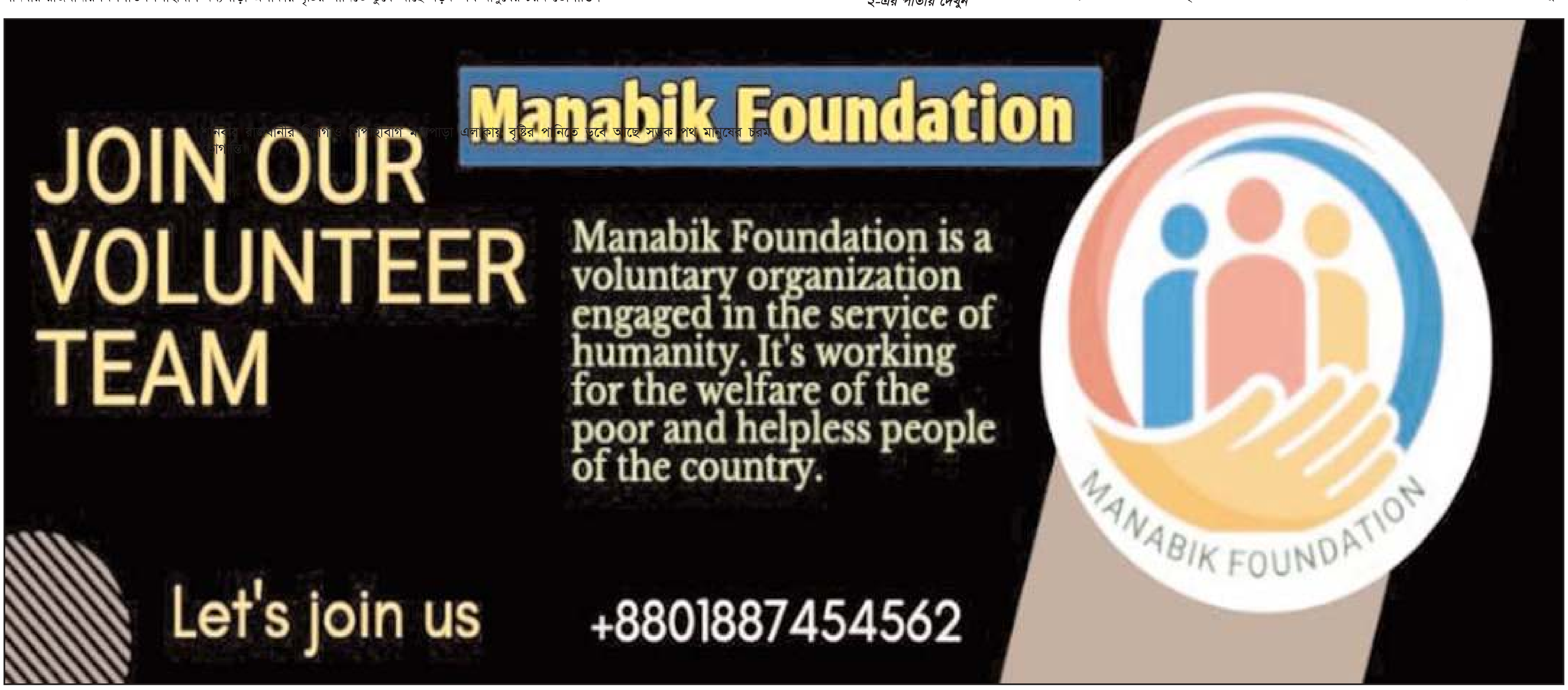

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ০৬ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ২১ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা

বিশ্বের ১৩০টিরও বেশি দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের ১৩০টিরও বেশি দেশে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক ও শীর্ষ নির্বাহী তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় ডেঙ্গু এবং মশাবাহিত অন্যান্য ভাইরাসজনিত রোগের বিস্তার রোধে বৈশ্বিক পরিকল্পনা ঘোষণা নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, এখনও এটি স্থানীয় পর্যায়ে থাকলেও আক্রান্ত-মৃত্যুর হার প্রতি বছরই বাড়ছে। একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মশাবাহিত অপর দুই রোগ জিকা এবং চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রেও। বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গু মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের মাধ্যমে আর্বোভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন ডব্লিউএইচও মহাপরিচালক। গেব্রিয়েসুস বলেন, গত কয়েক বছরে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ ডেঙ্গু ও আর্বোভাইরাসজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এবং এখন এসব রোগে আক্রান্ত-মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। এই ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন দেশকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাটির এই মহাপরিচালক বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধের ব্যাপারটির সঙ্গে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা থেকে শুরু করে এই রোগে আক্রান্তদের সঠিক সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সবারই সক্রিয়

ভূমিকা প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিকসহ বিভিন্ন কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা শত শত কোটি মানুষের সুরক্ষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যই ডেঙ্গুর বিস্তার রোধ করতে হবে। এ সময় অপরিকল্পিত নগরায়ন, দূষিত পানি, ত্রুটিযুক্ত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রভৃতিকে ডেঙ্গুর বিস্তারের জন্য সরাসরি দায়ী করেন সংস্থাটির গ্রীষ্মকালীন রোগ বিভাগের প্রধান এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. রমন ভেলাইউধান। ডব্লিউএইচও'র রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছরই দ্বিগুণ হারে বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার।
চলতি ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ কোটি ২৩ লাখ মানুষ এবং তাদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৬ হাজারেরও বেশি জনের। পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার জলবায়ু ডেঙ্গু ভাইরাস এবং এর বাহক এডিস মশার বিস্তারের জন্য উপযোগী। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে তাই বরাবরই এই রোগের বিস্তার ছিল। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছরই নতুন নতুন দেশে ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু।বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গুর অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় সবচেয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েলের সব জ্বালানি স্থাপনা ধ্বংসের হুমকি ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) ডেপুটি কমান্ডার মেজর জেনারেল আলী ফাদাভি বলেছেন, ইসরায়েল ইরানে আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সব জ্বালানি স্থাপনা একসঙ্গে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। লেবাননের আল-মায়াদিন টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আইআরজিসির ডেপুটি কমান্ডার মেজর জেনারেল আলী ফাদাভি এ হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, ইরানে হামলা চালালে নিজের অস্তিত্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে ইসরায়েল। তার কথায়, দখলদার সরকার যদি কোনো ভুল করে তাহলে আমরা তাদের জ্বালানির সব উৎস, সবগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং সব তেল

৭-এর পাতায় দেখুন

ইলিশ সম্পদ রক্ষায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে : মৎস্য উপদেষ্টা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা মিজ ফরিদা আখতার বলেছেন, ইলিশ আমাদের জাতীয় সম্পদ। ইলিশ রক্ষায় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হব। প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ মিঠা পানিতে ডিম ছাড়তে আসে। এসময় যদি ইলিশ মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা যায় তাহলে ইলিশের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। শনিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর লঞ্চঘাটে মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষে সচেতনতা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে আগামী ১৩ অক্টোবর

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের মাটিতেই গণহত্যার নির্দেশদাতাদের বিচার করতে হবে: নাসিরউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : যাদের নির্দেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়েছে, তাদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী। গতকাল শনিবার শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত এক নাগরিক সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন, আহতদের চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে এ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশ থেকে জানানো হয়, হত্যাকারীদের বিচার ও মামলা পরিচালনার জন্য সারা দেশে সাত সদস্যের আইনজীবী প্যানেল গঠন করা হয়েছে। নাসিরউদ্দীন পাটয়ারী বলেন, বাংলাদেশের ছাত্ররা আরেকটা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেসব দলের নেতাকর্মীরা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, তারাও নিজেদের দল গোছাতে ব্যস্ত। আওয়ামী সরকারের সংবিধান বাতিল করে দ্রুত নতুন

৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়েছে। শনিবার ৫ অক্টোবর সকাল দশটায় উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়। "শিক্ষকের কণ্ঠস্বর : শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার "এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা চত্বর থেকে একটি র‌্যালি বের হয়ে রহনপুর শহরের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মুসাহাক আলী। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইসাহাক আলী, রহনপুর পিএম আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ইমতিয়াজ মাসরুর, মাওলানা মুঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকি,রহনপুর আহম্মদী বেগম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত)প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান, হুজরাপুর মডেল একাডেমীর প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,বোয়ালিয়া বিএল উচ্চবিদ্যালয়ের এনামুল হক প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আসমা খাতুন।

বিচার না করে আ. লীগকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগকে বিচারের সম্মুখীন না করে তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যতদিন পর্যন্ত মাফ না চায়, যতদিন পর্যন্ত তাদের অপকর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন না হয়, ততদিন তাদের রাজনীতি সুযোগ দেওয়া হবে না। শনিবার (৫ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানী রাওয়া কনভেনশন সেন্টারে 'বৈষম্যমুক্ত সশস্ত্র বাহিনী: বাংলাদেশ ২.০ বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় রূপরেখা' শীর্ষক এক সেমিনারে এ কথা বলেন হাসনাত আব্দুল্লাহ।
সেমিনারে ছাত্র-আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেন, ফ্যাসিস্টদের দোসরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে এই সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। সেমিনারে রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার সাবেক সামরিক অফিসাররা

৭-এর পাতায় দেখুন

হজের প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন ১০৮৭ জন

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র হজের প্রাথমিক নিবন্ধন গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এ নিবন্ধন চলবে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। সরকারি-বেসরকারি দুই মাধ্যমে হজে যেতে এক মাসে প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন এক হাজার ৮৭ জন হজযাত্রী। প্রাথমিক নিবন্ধনের সময়ের পর আর সময় বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। পর্যন্ত হজ পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী- সরকারি মাধ্যমে ৬৩৪ জন ও বেসরকারি মাধ্যমে ৪৫৫ জনসহ মোট এক হাজার ৮৭ জন হজযাত্রী প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, চলতি অক্টোবর মাসের মধ্যেই হজের প্যাকেজ

ঘোষণা করবে ধর্ম মন্ত্রণালয়। ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা, সচিব এবং হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব বর্তমানে সৌদি সফরে রয়েছেন। তারা সেখানে আগামী বছর হজে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া এবং সৌদি প্রান্তের খরচের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। সৌদি হজ মন্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন একটি বৈঠকও করবেন। উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি আগামী ৭ অক্টোবর সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরবে। এরপর চলতি মাসের শেষ নাগাদ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। ২০২৫ সালের সাধারণ হজ প্যাকেজের মূল্য চলতি বছরের চেয়ে কমানোর চেষ্টা করা হবে বলে এরইমধ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। হজ এজেন্সি মালিকরা বলছেন, হজ প্যাকেজ চূড়ান্ত না হওয়ায় হজের প্রাথমিক নিবন্ধনের সাড়া নেই। অনেকেই পরিস্থিতি দেখছেন। প্যাকেজ ঘোষণার পর হয়তো সিদ্ধান্ত নেবেন। হজের প্রাথমিক নিবন্ধনের বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছিল, আগের কিংবা নতুন প্রাক-নিবন্ধিত যেকোনো ব্যক্তি তিন লাখ টাকা জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন করতে পারবেন। হজ প্যাকেজ মূল্যের বাকি টাকা প্যাকেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের প্রাক-নিবন্ধন ফি ৩০ হাজার টাকা। আগামী বছর বাংলাদেশের জন্য হজযাত্রীর কোটা এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। এই কোটা পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাথমিক নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে সাধারণ প্যাকেজে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা খরচ ধরা হয়েছিল। বিশেষ হজ প্যাকেজের মধ্যমে হজ পালনে খরচ হয় ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা। অন্যদিকে বেসরকারিভাবে এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে সাধারণ প্যাকেজে হজ পালনে সর্বনিম্ন খরচ হয় ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮০০ টাকা। বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে হজ পালনে খরচ হয়েছিল ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৩০০ টাকা। এর আগে, ২৬ আগস্ট ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ

৭-এর পাতায় দেখুন

'জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের' দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে শনিবার নাগরিক কমিটির আয়োজনে নাগরিক সমাবেশ করা হয়।

ঢাকা থেকে উপকূলের ৬ রুটে নৌযান চলাচল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ঢাকা থেকে উপকূলীয় ছয় রুটের নৌযান চলাচল আজ শনিবারও বন্ধ থাকছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। শনিবার (৫ অক্টোবর) বিআইডব্লিউটিএ'র জনসংযোগ কর্মকর্তা এহতেশামুল পারভেজ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলে বৈরী আবহাওয়া, সমুদ্রবন্দরগুলোতে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত জারি করায় এবং উপকূলীয় অঞ্চলের নদী উত্তাল থাকার কারণে যাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা-হাতিয়া, ঢাকা-বেতুয়া, ঢাকা-খেপুপাড়া, ঢাকা-চরমোন্তাজ, ঢাকা-রাঙ্গাবালী, ঢাকা-মনপুরাগামী উপকূলীয় অঞ্চলের নৌপথের নৌযান চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে এই ছয়টি রুটে নৌযান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

আট মাসে বজ্রপাতে মৃত্যু ২৯৭, বেশিরভাগই পুরুষ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের আট মাসে সারাদেশে বজ্রপাতে ২৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর এর মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ বলে জানিয়েছে সেভ দ্যা সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরাম। শনিবার (০৫ অক্টোবর) রাজধানীর তোপখানা রোডে সংগঠনটির কার্যালয়ে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

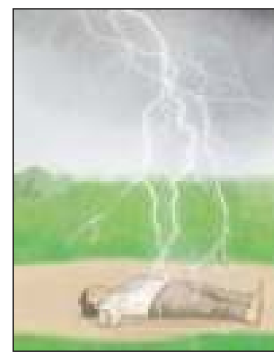

সংগঠনটি জানায়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে বজ্রপাতে ২৯৭ জন মানুষ মারা গেছে। এছাড়া এই আট মাসে বজ্রাঘাতে আহত হয়েছেন ৭৩ জন মানুষ। নিহতদের মধ্যে ১১ শিশু, ৫৫ জন নারী রয়েছে। নারীর মধ্যে ৬ জন কিশোরী। এছাড়া, মোট মৃত্যুর মধ্যে ২৪২ জনই পুরুষ। পুরুষের মধ্যে কিশোরের সংখ্যা ১৭ জন। সংগঠনটি আরও জানায়, ফেব্রুয়ারি মাসে বজ্রপাতে মারা গেছে ১ জন। মার্চ মাসে মারা হয়েছে ৯ জন। এর মধ্যে ৮ জন পরুষ ও ১ নারী রয়েছে। মার্চে আহত হয়েছেন ৬ জন। এর মধ্যে ৬ জনই পুরুষ। এপ্রিল মাসে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২০ জন পুরুষ, ১১ নারী ও ১ শিশু এবং ২ জন কিশোরী রয়েছে। এপ্রিলে আহত হয়েছেন ১ জন পুরুষ। মে মাসে মৃত্যু হয়েছে ৯৬ জনের। এর মধ্যে পুরুষ ৭৯ জন, নারী ১৭, শিশু ২ এবং কিশোর ২ ও কিশোরী ১ জন। মে মাসে ২৮ জন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে পুরুষ ২৩, নারী রয়েছে ৫ জন। জুন মাসে মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। এর মধ্যে পুরুষ ৬১ জন, নারী ১৬ জন, শিশু ৫, পুরুষের মধ্যে কিশোর রয়েছে ৭ জন। এ মাসে আহত হয়েছেন ১৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১২, নারী ২ জন।

৭-এর পাতায় দেখুন

আদানি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে

— অধ্যাপক ড. মইনুল

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেছেন, রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাবেক সরকারের সব থেকে বড় সাদা হাতি। আদানি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদে 'গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংলাপ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কারের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে দেশের প্রতিটি বিভাগে ধারাবাহিক সংলাপ করছে। ড. মইনুল ইসলাম বলেন, বিগত সরকার দেশকে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত করেছে, যার কারণে রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। দুদককে সংস্কার এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান করতে হবে। নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন বরাদ্দ রাখতে হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের প্রায় সব নদীর পানি বাড়ছে, কিছু জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : ভারী বৃষ্টির কারণে ময়মনসিংহের ভুগাই নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ বিভাগের আরও চার নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উপরে উঠতে পারে। এর ফলে নদী সংলগ্ন শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা, জামালপুর জেলার কিছু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। বর্তমানে ভুগাই নদীর পানি বিপদসীমার ১৭২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম বিভাগসহ ঢাকা জেলার নদীগুলোর পানি বাড়লেও তা বিপদসীমার উপরে উঠবে না বলে জানা যায়। বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ময়মনসিংহ বিভাগের ভুগাই-কংস, সোমেশ্বরী ও জিঞ্জিরাম নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভুগাই নদী শেরপুর জেলার নাকুয়াগাঁও পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায়, ভুগাই-কংস, সোমেশ্বরী ও জিঞ্জিরাম নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং শেরপুরের ভুগাই নদীর

৭-এর পাতায় দেখুন

এক সপ্তাহে তেলের দাম বেড়েছে ৯ শতাংশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে ৯ শতাংশ। তার মধ্যে শুধু বৃহস্পতিবারই এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ। গতকাল শনিবার বাজার বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স। এতে বলা হয়েছে, গত এক সপ্তাহে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে দুই ব্র্যান্ড ব্রেন্ট ক্রুড এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই)- উভয়েরই। শতকরা হিসেবে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ এবং ডব্লিউটিআইয়ের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ১ অংশ। চলতি বছর এই প্রথম মাত্র এক সপ্তাহে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম এই পরিমাণ বাড়ল। জ্বালানি তেলের বাজার

বিশ্লেষণকারী বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাজারে অপরিশোধিত তেলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে ইরান থেকে। ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যকার সাম্প্রতিক উত্তেজনা ইরানের তেল খনিগুলোতে ইসরায়েলের হামলার হুমকি বাজারের এই আকস্মিক দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। যুক্তরাজ্যের বাজার বিশ্লেষক সংস্থা স্টোনএক্সের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইসরায়েল যদি সত্যিই ইরানের তেল অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ৩ থেকে ৫ ডলার বাড়বে।
গত বৃহস্পতিবার জ্বালানি তেল উত্তোলন ও রপ্তানিকারী দেশগুলোর জোট ওপেক প্লাস এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরাইল যদি ইরানের তেল ক্ষেত্রেগুলোতে হামলা করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ ১৭ কারখানা ছুটি ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে কারাখানা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রমিকদের দাবি না মানা এবং ১৬ দফা দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা-নবীনগর অংশের জিরানী এলাকায় আইরিশ ফেব্রিক্স লিমিটিড এবং আইরিশ নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা আবারও অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের উভয়পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন ওই সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও পথচারীরা। আন্দোলনের মুখে বিশৃঙ্খলা ও কারখানায় ভাঙচুর এড়াতে আশপাশের প্রায় ১৭টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকেরা। বিকেলে এ প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি চলছিল। শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো, প্রশাসন বিভাগের (জিএম) হালিম হোসেন, উৎপাদন সেকশনের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মাহাবুব আলম, আই ই ম্যানেজার জাকির হোসেন, নিরাপত্তাপ্রহরী

৭-এর পাতায় দেখুন

সাত বছরে খেলাপি ঋণ বেড়ে তিনগুণ হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ব্যাংকগুলোতে গত সাত বছরে খেলাপি ঋণ বেড়ে তিনগুণ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চিত্র ধরা পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০১৭ সালের জুন শেষে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৪ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। সাত বছরে তা এক লাখ ৩৭ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা বেড়ে দুই লাখ ১১ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা হয়েছে।

খাত হিসাবে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। এরপরই রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর। আর তুলনা কম খেলাপি ঋণ বিদেশি ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ১ জুলাই বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৯৯ হাজার ৯২২ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে এসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার ৭২৯ কোটি টাকা। সাত বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৮ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ বা ২১৫ শতাংশ। সাত বছর আগে বেসরকারি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার ছিল ৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ। বর্তমানে খেলাপি ঋণের হার ৮ শতাংশ। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে পাঁচটি ব্যাংকের অবস্থা খুবই খারাপ। যাদের খেলাপি ঋণের হার ৩০ থেকে ৮৯ শতাংশ পর্যন্ত। এর মধ্যে আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ ছিল, এখনো খারাপ। বাকি চারটি ব্যাংকের অবস্থাও খারাপ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দেওয়ার কারণে খেলাপি হয়েছে এসব ঋণ। ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আরও খারাপ হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ দুই হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা। সাত বছর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৪ হাজার ৫৮১ কোটি টাকা। সাত বছর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণের হার ছিল ২৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ। বর্তমানে এ হার ৩২ দশকিক ৭৭ শতাংশ

৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে ব্যাপক সংঘর্ষ, মোতায়েন হচ্ছে সেনাবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাজধানী ইসলামাবাদে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এরপর সেখানে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। এরমধ্যে আজ শনিবার পাঞ্জাবের লাহোরেও উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় সেখানেও সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হচ্ছে। ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন জানিয়েছে, গতকালের পর আজ শনিবারও ইসলামাবাদে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী রাওয়ালপিন্ডিও উত্তপ্ত হয়ে আছে। এসবের মধ্যে সেখানে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া বড় বড় সড়কগুলো কনটেইনার দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ইসলামাবাদের বিভিন্ন জায়গায় ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের সমর্থকরা জড়ো হন। যদিও সেখানে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সারাদেশে ২ লাখ আনসার মোতায়েন

মোতায়েন করা হবে। তিনি বলেন, দেশের ৬৪টি জেলায় যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আনসারদের ৯২টি টিম মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটি টিমে ৬ জন করে সদস্য থাকবেন।
আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এরই মধ্যে সদস্যদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দেশের সব বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটি এবং সর্বস্তরের নাগরিক কমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সম্পন্ন হয়েছে।

পাঠ্যবই সংস্কারে তাড়াহুড়ায় কিছু

পূর্ণাঙ্গ কমিশন করবে। আমরা কিছু সংস্কার করবো। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষকদের বেতন অনেক কম। এটা শিক্ষকতায় মনোযোগের অন্তরায়। প্রতিটি পর্যায়ে নিয়োগ বাণিজ্য হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দূর-দূরান্তে গিয়ে চাকরি করছেন। এটা পুরোপুরি সমাধান না হলেও আংশিক সমাধানে কাজ করা হবে। অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছেন। শিক্ষকরা বঞ্চিত এটা ঠিক, তেমনি অন্যান্য পেশার মতো তাদেরও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, উন্নত মানব সম্পদ ছাড়া কোনো দেশ উন্নতি করতে পারেনি। আমাদের অপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির নামে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়ন করা হয়নি। এত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি, কিন্তু কর্মসংস্থানের যোগসূত্র তৈরি করিনি। এজন্যই শিক্ষিত বেকার তৈরি হয়েছে। শিক্ষার বৈষম্যই অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রধান কারণ। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, তরুণ প্রজন্ম রাজনীতির নামে শিখেছে দুর্বিত্তায়ন, দখলদারি। এটাতো আসলে রাজনীতি না। বিভিন্ন আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের কারণে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল। ছাত্ররাতো ভোটার। তাদের সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নিজস্ব অ্যাডভাইজরি তৈরি করা যেতে পারে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান ড. সুজান মারি ভাইজ।

জাহাজে আগুন জাতীয় জ্বালানি

লাগার ঘটেনি। এ ছাড়াও যখন জাহাজে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে, ঠিক একইসময়ে পাশ দিয়ে একটি স্পিডবোটও যায়। তাই আমরা ধারণা করছি, এটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। এরপরও সবকিছু তদন্তের পরেই জানা যাবে। এ ঘটনা তদন্তে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমডোর মাহমুদুল মালেক বলেন, জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের সময় সমুদ্র খুব উত্তাল ছিল। বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাতটি টাগবোট এখানে অপারেশন পরিচালনা করে। পরবর্তী সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাতীয় জ্বালানির জন্য ব্যাংক টু ব্যাংক (পর পর) এ ধরনের দুটি ঘটনা জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে এটি কোনো নাশকতা কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বাংলার সৌরভ জাহাজে তেল ছিল ১১ হাজার ৫৫ টন। জাহাজে জনবল ছিল ৪৮ জন। আগুনের পর কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সবাইকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া জাহাজের স্টুয়ার্ড পদে কর্মরত সাদেক মিয়া (৬০) নামে একজন মারা গেছেন। উদ্ধারের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে গত শুক্রবার) দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে 'বাংলার সৌরভ' জাহাজে বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় নৌ-বাহিনী, কোস্টগার্ড ও বন্দর কর্তৃপক্ষ মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় মারা যাওয়া স্টুয়ার্ড সাদেক মিয়া (৬০) কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট এলাকায় মৃত ইউসুফ মিয়ার ছেলে। বিএসসির এমডি বলেন, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে নাশকতার বিষয় নিশ্চিত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বছরে বিপিসির ১২-১৪ লাখ টন অপরিশোধিত তেল পরিবহন করে বিএসসি। বড় জাহাজে বিদেশ থেকে এসব তেল আমদানি করে বহির্নোঙরে আনা হয়। এরপর সাগরে বিএসসির বাংলার জ্যোতি ও বাংলার সৌরভে লাইটারিং করে কর্ণফুলী নদীর ডলফিন জেটিতে ইস্টার্ন রিফাইনারিকে দেওয়া হয়।

সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাংগীর

আগস্ট রাজধানীর ধানমন্ডি থানা এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেয় কিশোর আবদুল মোতালিব (১৪)। আন্দোলনে থাকা অবস্থায় তার বুকে ও গলায় গুলিবিদ্ধ হয়। এতে মারা যায় সে। এ ঘটনায় গত ২৬ আগস্ট নিহত কিশোরের বাবা আবদুল মতিন বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১৭৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাত ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গডফাদার ও অর্থ পাচারকারীদের

যে গণতন্ত্রের জন্য কথা বলেছে তাকে খুন-গুম-হত্যা করতে, আয়নাঘরে আটকে রাখতে আপনার মনে এতটুকু বিবেকবোধ কাজ করেনি। এখন আপনি উসকানি দিচ্ছেন। একটা রক্তাক্ত বাংলাদেশের আবহ তৈরি করে আপনি মনে করেছেন সেই সুযোগে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন। তা এ দেশের মানুষ হতে দেবে না। রিজভী বলেন, ওবায়দুল কাদেরের সড়ক বিভাগ থেকে ১৫ বছরে কত হাজার কোটি টাকা চুরি, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে তা এখন প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হচ্ছে। সুতরাং এ ধরনের লুণ্ঠন ও টাকা পাচারের দেশ তৈরি করার জন্য তিনি কাজ করেছেন। এ সময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীমসহ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

উৎপাদন বাড়লেও বিক্রি নেই, সুগন্ধি

গেছে। বিয়ের অনুষ্ঠানও খুব একটা নেই। বিদেশিরাও কম আসছে, এতে করে চাইনিজ ও বিরিয়ানির হোটেলগুলোতেও ক্রেতা কমেছে। আবার গত সরকার বিদেশে সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে খোলা এবং প্যাকেটজাত উভয় সুগন্ধি চালের দাম কমেছে। চালের মোকাম পুলহাটে সুগন্ধি চালের ব্যবসা করেন আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, মিলে সব ধরনের সুগন্ধি চাল রয়েছে। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না। চাহিদা নেই। এবার তাকে লোকসান গুনতে হবে। আবার এক মাসের মধ্যে চাল বিক্রি করতে না পারলে নতুন চাল চলে আসবে। তখন হয়তো বাজার আরও খারাপ হয়ে যাবে। লোকসান গুনে বাকিতেও বিক্রি হচ্ছে না চাল।
জানা যায়, কয়েক বছরে জেলায় সুগন্ধি ধানের আবাদে বড় পরিবর্তন এসেছে। এসব ধান-চালের ভালো দাম পাওয়া যায়। ফলনও হয় বেশি। এ কারণে দিনাজপুরে সুগন্ধি ধানের আবাদ ১০-১১ বছরের ব্যবধানে ১৫০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। দিনাজপুরের সদর, বিরল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী ও বিরামপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি ধান-চাল আবাদ ও উৎপাদন হয়। উৎপাদন বাড়লেও বিক্রি নেই, সুগন্ধি চাল নিয়ে বিপাকে ব্যবসায়ীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে দিনাজপুরে সুগন্ধি ধানের আবাদ বাড়তে শুরু করে। ওই অর্থবছরে জেলায় ৪১ হাজার হেক্টর জমিতে সুগন্ধি ধান আবাদ হয়। উৎপাদন হয় ৮৬ হাজার ৯৯৪ টন সুগন্ধি চাল। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবেই প্রতি বছর সুগন্ধি ধানের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন বেড়েই চলেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জেলায় ৯০ হাজার ৪৪০ হেক্টর জমিতে সুগন্ধি ধানের আবাদ হয়। আর সুগন্ধি চালের উৎপাদন ২ লাখ ১৬ হাজার টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জেলায় ১ লাখ ৬ হাজার হেক্টর জমিতে সুগন্ধি ধানের আবাদ হয়েছিল। উৎপাদন হয়েছিল ২ লাখ ২৩ হাজার টন। গত বোরো মৌসুমে আবাদ হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার হেক্টর জমিতে। উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি চাল। এবার আমন মৌসুমেও সুগন্ধি ধানের ব্যাপক চাষ হয়েছে। এবার চালের হিসাবে ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মিলার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের জুলাইয়ে ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় সরকার। আবার ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি বন্ধও করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অনুমতি দিলেও সরকার ২০২৩ সালের জুন থেকে আবারো এই সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এতে করে ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন লোকসান গুনছে। আর কৃষকরাও চিকন সুগন্ধি ধানের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। চালকল মালিক সমিতির সভাপতি মোসাদ্দেক হুসেইন বলেন, অনেক মিলার-চাল ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন। চাল বিক্রি করতে না পারলে ঋণের দায়ে দেউলিয়া হবে মিলগুলো। ব্যবসায়ীদের এই সংকট কাটাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে রপ্তানির অনুমতি চান শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন দিনাজপুর চেম্বারের সভাপতি রেজা হুমায়ুন ফারুক চৌধুরী। তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ নুরুজ্জামান জানান, দ্বিগুণ দাম পাওয়ায় কৃষকরা সুগন্ধি ধানের আবাদে ঝুঁকেছেন। সারা দেশের সুগন্ধি চালের চাহিদার সিংহভাগ দিনাজপুর জেলা থেকে মেটানো হয়। তবে সরকার দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ রেখেছে। তিনি বলেন, এখনও জিআই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সুগন্ধি (চিনিগুড়া) চালসহ অন্যান্য সুগন্ধি চাল উৎপাদন হবে ২ লাখ ৫০ হাজার টনের বেশি।

অধিভুক্তি থেকে মুক্তি চাচ্ছেন

মুহূর্তেই ঢাবির অধিভুক্তি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেই মুক্তি দেখছেন তারা। সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের তৎপরতার অভাব বাড়িয়েছে সংকট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাত কলেজে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যা সামনে এসেছে তা সমাধানে প্রশাসনের তৎপরতার অভাব আরও সংকট বাড়িয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে সেই সমস্যা জিইয়ে রেখে কালক্ষেপণ করার ফলে আরও নতুন সমস্যা যুক্ত হয়েছে। ফলে এসব বিষয় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জীবনে ফেলেছে বিরূপ প্রভাব। এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কার্যক্রমে বিলম্ব হওয়ার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ করেছেন। তারা বলেন, সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সেশনজটের সম্মুখীন হচ্ছেন। সেমিস্টার পদ্ধতি না হওয়া এবং পরীক্ষাগুলো যথা সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের স্নাতক শেষ করতে বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। যা তাদের ক্যারিয়ার এবং উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আবার ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা শিক্ষার্থীদের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব। সাত কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পর্যাপ্ত একাডেমিক সুবিধার অভাব রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের সংকট, পর্যাপ্ত গবেষণাগারের অভাব এবং লাইব্রেরি সুবিধা সীমিত পরিসরে হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান বাড়ানোও দুরূহ হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে সহজ প্রশাসনিক কাজগুলোকে করা হয়েছে জটিল। পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ, ফল প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যার দ্রুত সমাধানে প্রশাসনের অদক্ষতা শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ বাড়িয়েছে বহুগুণ। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী ফাহিম মুনতাসির বলেন, কার্যত সাত কলেজের শিক্ষার মান বাড়েনি। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনাও শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি। শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়া আর ফল প্রকাশ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব শেষ করেছে। উল্টো মাঝে মধ্যে ব্যাপক আকারে ফল বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কী কারণে এমন ফল বিপর্যয় হয়েছে সেই কারণ বের করতে ঢাবি কিংবা সাত কলেজ প্রশাসন কারোরই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। এভাবে একটি শিক্ষা কার্যক্রম চলতে পারে না। আমরা সব সময়ই একটি ধোঁয়াশার মধ্য দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। এমনকি অনেক সময় আমাদের শিক্ষকরাও বলতে পারেন না কোন প্যাটার্নের প্রশ্নে পরীক্ষা হবে। আবার সাত কলেজ প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নির্বিকার মনোভাবের কারণে সংকট বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী সুমাইয়া ইসলাম মীম। এই শিক্ষার্থী বলেন, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি বা পড়াশোনার মান বাড়ানোর ব্যাপারে কলেজ প্রশাসনও অনেকটা নির্বিকার। অথচ সবচেয়ে বেশি মেকানিজম এই সাতটি কলেজের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বরাবরই তারা শিক্ষার্থীদের চাহিদার তুলনায় নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছেন। এটি আরও সংকট বাড়িয়েছে।ূলত, সাত কলেজের প্রশাসনিক অভিভাবক কে সেটিও অনেকের কাছেই অজানা। সেজন্য কোন বিষয়ে অভিযোগ বা মতামত জানাতে শিক্ষার্থীরা কার কাছে যাবেন সেটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যের শিকার সাত কলেজ এরই মধ্যে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এসময় তারা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। তারা বলেন, প্রতিটি কলেজেই বিভাগ ভিত্তিক শিক্ষকের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। অথচ দীর্ঘ সাত বছরেও এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঢাবি কোন উদ্যোগ নেয়নি। আবার ঢাবির শিক্ষার্থীরা গবেষণার সুযোগ পায়, কিন্তু সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা গবেষণার সুযোগ পরের কথা একাডেমিক পড়াশোনার জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত ক্লাসের সুযোগও পাচ্ছেন না। ঢাবির শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পাঠ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সাত কলেজের সুনির্দিষ্ট কোনো একাডেমিক ক্যালেন্ডার নেই। ফলে একপ্রকার ধোঁয়াশা নিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। আবার শিক্ষার্থী অনুপাতে রয়েছে চরম শিক্ষক সংকট। রয়েছে অবকাঠামোগত সংকট। যথাসময়ে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। আবার গণহারে অকৃতকার্যও হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু আজ পর্যন্ত গণহারে অকৃতকার্য হওয়ার কারণ বের করতে কোন কমিটি গঠন করা হয়নি। শিক্ষার্থীরাও জানেন না কেন অকৃতকার্য হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী জাফরিন আক্তার বলেন, সাত কলেজে আমরা সবাই ভর্তি পরীক্ষা দিয়েই চান্স পেয়েছি? তারপরও প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে। খোদ ঢাবির শিক্ষার্থীরাই প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড (মান), পড়ার মান, উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা না হওয়া, নির্দিষ্ট সিকুয়েন্সে ক্লাস না হওয়া নিয়ে কটূক্তি করেন। তারপর সারা বছরই নানা ঝামেলা পোহাতে হয়। সাত কলেজে পুরো সময়জুড়েই এসব ভোগান্তি নিয়েই পড়ালেখা শেষ হচ্ছে। ঢাবি যদি আমাদের যত্ন করে সামলাতে না পারে তবে ছেড়ে দিক। ব্যয়ের চেয়ে আয়েই মনোযোগ বেশি ঢাবির সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ঢাবি কর্তৃপক্ষ সাত কলেজ থেকে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা আয় করছে। কিন্তু সাত কলেজের উন্নয়নে তারা কোন ব্যয় করে না। শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, সাত কলেজকে ঢাবির ব্যবসা কেন্দ্র বানানো হয়েছে। ভর্তি, ফরম পূরণে বিভিন্ন ফি নেওয়া হচ্ছে অথচ সাত কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবগুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন বরাবরই বেশ পিছিয়ে আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাত কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, বিভিন্নভাবে ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিষয়ে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা প্রয়োজন হয় সেখানে সাত কলেজে লাগে ২০০০ টাকা। আর ৪টি বর্ষেই নম্বরপত্রের জন্য টাকা দিতে হচ্ছে। আচ্ছা আপনারাই বলুন, অনার্স প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ষে নম্বর পত্র দিয়ে আমাদের কাজ কী? টাকা নেওয়া হলেও কিন্তু এই নম্বরপত্র আমরা হাতে পাই না। শিক্ষার্থীদের কোনো যৌক্তিক দাবি এখন পর্যন্ত প্রশাসন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভেবে দেখেনি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা সেমিস্টার পদ্ধতি দাবি করে আসছিলাম। তারও কোনো সুরাহা হয়নি। তাহলে কোন ভরসায় আমরা ঢাবির দিকে তাকিয়ে থাকব? কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী জাকারিয়া বারী সাগর বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। কবি নজরুল সরকারি কলেজ দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত ছিল। পরে ২০১৭ সালে ঢাবির অধিভুক্ত হওয়ার পর শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা আশা করেছিল কলেজের সার্বিক উন্নয়নের। কিন্তু তার কোন ছিটেফোঁটাও লাগেনি। আপনারা শুনে অবাক হবেন, কলেজে ইতিহাস এবং অর্থনীতি বিভাগের জন্য ১টি কক্ষ বরাদ্দ। ওই বরাদ্দকৃত কক্ষে সপ্তাহের প্রথম তিনদিন অর্থনীতি এবং বাকি তিনদিন ইতিহাস বিভাগ ব্যবহার করে। ইতিহাস বিভাগে প্রথম বর্ষে ১২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। কিন্তু ওই কক্ষে বসতে পারেন সর্বোচ্চ ৭০-৮০ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাকি ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীর বসার জায়গার ব্যবস্থা না করেই ভর্তি করেছে। এমন অবস্থা প্রতিটি বিভাগের। চরম শিক্ষক সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, শিক্ষক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছ। গণিত বিভাগে ৫৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ৫ জন। আর আমরা কলেজ প্রশাসনের কাছে এসব কথা বলতে গেলে তারা বলেন, শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যার কথা ঢাবিতে গিয়ে বলো। সংকট নিরসনের জন্য গেলে কলেজ প্রশাসন আমাদের ঠেলে পাঠায় ঢাবিতে আর ঢাবি পাঠায় কলেজ প্রশাসনের কাছে। এভাবেই চলছে। তবে বর্তমানে দেশে যে সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে, তারই অংশ হিসেবে রাজধানীর এই সাতটি কলেজকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় নতুন গতিপথ তৈরি সম্ভব। যা বলছেন সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর টিমের ফোকাল পার্সন কেন অধিভুক্ত সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা প্রয়োজন এমন প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলছেন, এ মুহূর্তে শিক্ষার প্রকৃত মান বাড়ানোর জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাত কলেজের আত্মপ্রকাশ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। বিষয়টি নিয়ে সাত কলেজ সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং ঢাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান বলেন, সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ একমাস আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে একটি চূড়ান্ত সমাধানের পথ খুঁজেছি। সেখানে সবাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে, এই মুহূর্তে সাত কলেজকে নিয়ে আলাদা ভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করতে হবে। এর আগে সাত কলেজ নিয়ে অনেক খেলা হয়েছে। ফলে নতুন কোনো পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তে যাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কোনোপ্রকার কলেজিয়েট বা অন্য পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। সাত কলেজের মুক্তির পথ এখন শুধুমাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচনা করে সমাধানের পথ বের করতে চান প্রতিষ্ঠান প্রধানরা সাত কলেজের সেশন জট, ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতাসহ বর্তমান বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে আলোচনার ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প দেখছেন না সাত কলেজের প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। তারা বলছেন, শিগগিরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। সেখানেই শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত বৈষম্যের বিষয়গুলো স্থান পাবে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের যে দাবি সেটি বিবেচনা করবে রাষ্ট্র। আমরা বর্তমান সময়ে যেসব বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ শিক্ষার্থীরা তুলেছেন সেগুলো নিরসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার বিকল্প নেই। এরই মধ্যে সাত কলেজের প্রধানরা মিটিং করে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। আশা করছি, শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। সেখানে এসব বিষয়ের সমাধানে জোর তৎপরতা চালানো হবে।তিনি আরও বলেন, সাত কলেজের প্রতিটিতেই অবকাঠামোগত সংকট চরম পর্যায়ে রয়েছে। যেগুলো শিগগিরই সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রয়োজন। আমাদের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করছি, আলোচনার মাধ্যমেই সেশনজট, ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন করা সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান করে দ্রুত পরীক্ষাসহ অন্যান্য একাডেমিক কাজের গতিশীলতা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সরকারি বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কামরুল হাসান। তিনি বলেন, আমরা সাত কলেজ প্রধানরা একটি মিটিংয়ে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাছাড়া ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গেও একটি মিটিং হয়েছে। যেখানে দ্রুত পরীক্ষা নেওয়ার কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এখন আবারও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিগগিরই আলোচনায় বসার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া সমস্যা সমাধানে সাত কলেজ প্রশাসনের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই।

ঝুম বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন

ভোগান্তি পড়তে হয় সেসব সড়কে চলাচল করা মানুষদের। সচিবালয়ের সামনে আব্দুল গণি রোড, প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা, নাইটিঙ্গেল মোড়, বংশাল, সেগুনবাগিচা এলাকায় নিম্নাঞ্চলে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। সেগুনবাগিচার আব্দুল গণি রোডে কথা হয় রিকশাচালক আবুল হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, বৃষ্টিতে সড়ক ডুবে গেলে রিকশা চালানো যায় না। অনেক কষ্ট হয়। আবার গর্তে পড়ে রিকশা উল্টে যাওয়ারও শঙ্কা থাকে। অনেকেই এভাবে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং হচ্ছেন। মোটরসাইকেল চালিয়ে অফিসগামী যুবক মো. সোহেল জানালেন, এই ঝুম বৃষ্টিতে রেইনকোটেও লাভ হয় না। বৃষ্টিতে ভিজে যেতে হয়। আর কতটা সময় দাঁড়িয়ে থাকব ফ্লাই ওভারের নিচে। অফিসে তো অনেক কাজ পড়ে আছে। তাছাড়া অফিসে পৌঁছতে লেট হলে বেতন কাটার শঙ্কাও রয়েছে। রাজধানীর শ্যামপুর,কদমতলী, ধোলাইপাড়, জুরাইন এলাকার মুরাদপুর, মেডিকেল হাইস্কুল রোড,পোকারবাজার,বৌবাজার,মাদ্রাসা রোডসহ কিছু কিছু রাস্তা সারা বছরেই পানিতে ডুবে থাকে। কিন্তু গত দুইদিনের প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তার পানি উপচে দোকানপাট ও বাসা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ফলে দোকানের অনেক মালামাল ভিজে নষ্ট হয়ে যায় এবং ঘরে হাটু পানি হওয়ায় ঘরের আসবাবপত্র সব ভিজে যায়। এলাকাবাসী জানান, দীর্ঘ ১৫ বছর রাস্তা সংস্কার না হওয়ার কারণে ড্রেনেজগুলে ময়লায় ভরে গেছে। সিটি কর্পোরেশন ও এলাকার কাউন্সিলরসহ লোকজনের গাফলতির কারণে আজ আমরা পানিতেই বসবাস করছি অনেক বছর। আর এই ভারী বৃষ্টিপাতে আমাদের যা ক্ষতি হবার তো হচ্ছেই। উল্লেখ্য, দেশের ওপর মৌসুমী বায়ু সক্রিয় রয়েছে। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টিরও আভাস রয়েছে। এর প্রভাবে কয়েক দিন ধরে রাজধানীতে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, বৃষ্টির তীব্রতা কমে এলেও আগামী অন্তত এক সপ্তাহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে। আর রাজধানীতে আজ শনিবার বিকেলের পর থেকেই বৃষ্টির তীব্রতা কমে আসতে পারে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী

চৌধুরী জানান যে, তার বাবা আগে থেকেই স্কিমিক হার্ট ডিজিজে ভুগছিলেন। আগেও একাধিকার অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৯৪ বছর বয়সী বদরুদ্দোজা চৌধুরী বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায়ও ভুগছিলেন বলে তথ্য দিয়েছেন তার চিকিৎসকরা। এর আগে, রাতে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেয়ার তথ্য জানিয়েছিলেন ছেলে মাহী বি চৌধুরী। তিনি বাবার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন। নিজগ্রাম মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর স্টেডিয়ামে জানাজা শেষে তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। খ্যাতিমান চিকিৎসক ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ১৯৩০ সালের ১১ অক্টোবর কুমিল্লা শহরে (প্রখ্যাত 'মুন্সেফ বাড়ি) নানাবাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা অ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন চৌধুরী কৃষক প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি, যুক্তফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। বি. চৌধুরী একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকার বিখ্যাত সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে করেন মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৯ ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করেন। তিনি ১৯৫৪-৫৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী লন্ডনে অবস্থিত কারফিউ এন্ড এডিনবার্গ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জীবনের সব পরীক্ষাতেই মেধা তালিকায় তাঁর স্থান ছিল প্রথম দিকে। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ লন্ডন, এডিনবার্গ ও গ্লাসগো থেকে নির্বাচিত ফেলো-এফআরসিপি এবং বাংলাদেশের (সম্মানিত) এফসিপিএস। তিনি রোগ বিজ্ঞানে দেশের একজন শীর্ষ অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ষাটের দশকের শেষের দিকে রোগ বিজ্ঞান নিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) 'আপনার ডাক্তার' অনুষ্ঠানের রেকর্ডঅর্জনকারী সফল উপস্থাপক। সফল পার্লামেন্টেরিয়ান অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী জাতিসংঘে তিনবার বক্তৃতা দেন। তিনি একজন লেখক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, উপস্থাপক এবং সুবক্তা ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। জনাব চৌধুরী রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৩ সালে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে শ্রেষ্ঠ টিভি উপস্থাপক হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন পুরস্কারও লাভ করেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী চিকিৎসক থেকে ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের ডাকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে রাজনীতে নামেন। তিনি দলটির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব হন। জিয়াউর রহমানের সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। বি. চৌধুরী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ডাকে ১৯৭৮ সালে রাজনীতি শুরু করেন। তিনি মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থেকে ১৯৭৯ সালে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং কেবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী ও পরে সংসদ উপনেতা হন। ১৯৯৬ সালে তিনি সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতার দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ ২০০১ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং একই বছরের অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের দ্বাদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক কারণে ২০০২ সালের ২১ জুন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। ২০০৪ সালের ৮ মে বি. চৌধুরী বিকল্পধারা বাংলাদেশ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দলটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। স্ত্রী হাসিনা ওয়ার্দা চৌধুরী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে ছিল বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সংসার। তার বড় মেয়ে মুনা চৌধুরী পেশায় আইনজীবী, ছোট মেয়ে শায়লা চৌধুরী চিকিৎসক। তিনি উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর একমাত্র ছেলে মাহী বি.চৌধুরী, বিকল্পধারা বাংলাদেশের নেতা। তিনি মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রধান

নিষ্ঠা নিয়ে এসেছিলেন ডা. বদরুদ্দোজা। পাঁচবারের সংসদ সদস্য হিসেবে নব্বইয়ের দশকে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। সংসদে তার বক্তব্য সব মতের রাজনীতিবিদদের কাছে প্রশংসনীয় ছিল,' প্রধান উপদেষ্টা বলেন। ডা. বদরুদ্দোজা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী হিসেবে দেশের সেবা করেছেন। তিনি তার উদারতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ডা. বদরুদ্দোজার জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সবাইকে জনগণ ও গণতন্ত্রের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

স্বাস্থ্য-পুষ্টি উন্নয়নে আসছে দেশের

এই বড় অংকের টাকা ব্যয় করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন (পিইসি) কমিটির সভা করেছে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ। প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে বেশকিছু পর্যবেক্ষণ পাঠিয়েছে কমিশন। এছাড়া কিছু খাতের ব্যয় কমানোর সুপারিশ করেছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রকল্পটি সংশোধন করে পাঠালে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে কমিশন। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মো. আব্দুর রউফবলেন, ''স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ 'পঞ্চম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি' প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের এটা বিশাল প্রকল্প। আমরা যাচাই-বাছাই করছি, আমাদের কিছু কোয়েরি আছে, তাদের (স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ) কাছে পাঠিয়েছি। তারা সংশোধন করে পাঠাবে। কিছু সভা করেছি, সামনে আরও সভা করবো। সভা শেষ করেই আমরা চূড়ান্ত অনুমোদনের পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো।'' মেগা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পাশে ১১ উন্নয়ন সহযোগী প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা বা প্রকল্প সাহায্য বাবদ আসবে ২৫ হাজার ৪১৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা বা ২৩১ কোটি মার্কিন ডলার। এ ব্যয়ের মধ্যে বিশ্বব্যাংক থেকে ৪৭ দশমিক ৯ কোটি মার্কিন ডলার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ৫০ কোটি ডলার, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) থেকে ৭ দশমিক ৬ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ মিলবে। এছাড়া গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাসিলিটি (জিএফএফ) থেকে ২৫ মিলিয়ন, এডিবি থেকে ৩ মিলিয়ন, জাইকা থেকে ৬ মিলিয়ন, গ্লোবাল ফান্ড থেকে ১৬৯ মিলিয়ন, সুইডেন থেকে ১২ মিলিয়ন, কানাডা থেকে ৩.৬৯ মিলিয়ন, ইউনিসেফ থেকে ৬৯.৬০ মিলিয়ন, গ্যাভী থেকে ১৯৯ দশমিক ৬০ মিলিয়ন, ইউএনএফপিএ থেকে ১০ মিলিয়ন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) থেকে ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানসহ মোট ৫২৯.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) ড. শাহ্ মো. হেলাল উদ্দীন বলেন, 'স্বাস্থ্য-পুষ্টিখাতে সব থেকে বড় প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। আমরা প্রকল্পের প্রস্তাবনা কমিশনে পাঠিয়েছি। সংস্থা ও দেশসহ ১১টি উন্নয়ন সহযোগী আমাদের এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ ও অনুদান দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট পাওয়া।' স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ জানায়, বর্তমানে বাস্তবায়ন-াধীন চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি (চতুর্থ এইচপিএনএসপি) জুন ২০২৪-এ সমাপ্ত হয়। পঞ্চম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পঞ্চম সেক্টর কর্মসূচির প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানের (পিআইপি) খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সেক্টর কর্মসূচি মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলেও কর্মসূচির প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত সার্বিক সমন্বয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ সম্পন্ন করছে। কর্মসূচির খসড়া পিআইপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে যাচাই কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পিআইপি পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। বিগত চারটি কর্মসূচি ও প্রস্তাবিত পঞ্চম সেক্টর কর্মসূচির তুলনামূলক চিত্র এবং প্রস্তাবিত পঞ্চম সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন ও কৌশল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের আগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ভিত্তিক পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। প্রায় ১২৬টি প্রকল্প একীভূত করে ১৯৯৮-২০০৩ মেয়াদে 'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএসপি)' শীর্ষক প্রথম সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩-২০১১ মেয়াদে দ্বিতীয় সেক্টর কর্মসূচি, ২০১১-১৬ মেয়াদে তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি এবং জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৪ মেয়াদে চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন: বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত পঞ্চম সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের কাজ শুরু করে। পরে এই কর্মসূচি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার লক্ষ্যে তিনটি কমিটি যথা: হাই লেভেল কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ জানায়, প্রস্তাবিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাধীন ২৩টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬ হাজার ৪৯১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা, যা কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এছাড়া স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন ১৫টি ওপির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯ হাজার ৬০৮ কোটি টাকা, যা কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ে সরকারের অবদান ৭৬ দশমিক ০৫ শতাংশ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অবদান ২৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ। চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচির প্রণয়ন ব্যয়ের তুলনায় পঞ্চম সেক্টর কর্মসূচিতে উন্নয়ন ব্যয় ৫৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সেবা, সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, প্রশিক্ষণ বা উচ্চশিক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মশালা বা সেমিনার, তথ্য ব্যবস্থাপনা বা মানবসম্পদ উন্নয়ন, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন, গবেষণা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন।

পুঁজিবাজার: মূলধন কমেছে ২৫

পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৫২১.৪৫ পয়েন্ট বা ৩.৩০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৭৭১ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসই-৩০ সূচক ২.৮৫ শতাংশ কমে ১২ হাজার ৪৫৭ পয়েন্টে, সিএসসিএক্স ৩.০৯ শতাংশ কমে ৯ হাজার ২৫৭ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ৩.৪১ শতাংশ কমে ৯৯১ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স (এসএমই ইনডেক্স) ৩.৯৪ শতাংশ কমে ২ হাজার ৫৭৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৮ হাজার ৪৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ২০ হাজার ৩৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। টাকায়। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ১২ হাজার ১০৯ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ৪১ কোটি ১৩ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৭২ কোটি ৬০ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন কমেছে ৩১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩১৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৫২টির, দর কমেছে ২৫২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১০টির শেয়ার ও ইউনিট দর।

সরকারি কর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ

আগামীর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকল্পের কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে প্রকল্পের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। আর জনপ্রশাসন সচিব প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সম্মতি দিয়েছেন। এরপর প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিগত ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২,৩৫৯ সরকারি কর্মকর্তা। তার মধ্যে বিসিএস কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদেশে পিএইচডি করেছেন ১৩ জন, মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছেন ৮৭৪ জন, ডিপ্লোমা করেছেন ১৭৬ জন, রিফ্রেশাস কোর্স করেছেন ৪৪ জন সচিব এবং সংক্ষিপ্ত কোর্স করেছেন এক হাজার ২৫২ জন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব ও উপসচিব। এর মধ্যে বেশির ভাগ কর্মকর্তা যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড, ডিউক, আইটিসি-আইএলও, ম্যাকক্যারি, কার্টিন, সাসেক্স, অক্সফোর্ড ও বার্মিংহাম এবং আমেরিকা, ইতালি, অস্ট্রেলিয়ার নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। এ খাতে ১৫ অর্থবছরে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪৭৫ কোটি ১৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। সূত্র জানায়, বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকার কর্মকর্তাদের জন্য কোনো কর্মপরিকল্পনা ও সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার নেই। যাঁরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের কর্মপরিধি প্রশিক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের কোনো পথরেখাও নেই। ফলে কোনো খাতেই বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা তৈরি হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে গত ১৫ বছরে প্রশিক্ষিত দুই হাজার ৩৫৯ জন কর্মকর্তাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে না লাগিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হলে তার ফল কার্যত শূন্যই থাকার আশঙ্কা থাকে। সরকারকে শক্তিশালী করতে এমন প্রকল্পের জন্য অবশ্যই মহাপরিকল্পনা, জরিপ ও তদারকি প্রয়োজন। এ ছাড়া খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে ক্লাস্টার পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। সেজন্যই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও ট্রেনিং (সিপিটি) অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) শহীদ মোহাম্মদ ছাইদুল হক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অ্যাসেসমেন্ট) ও উপসচিব হুমায়ুন কবির, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পরিচালক মো. মমিন উদ্দিন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের উপসচিব (প্রত্যাবাসন শাখা) মো. তালুত টেকসই জ্বালানি নীতি নিয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। অথচ প্রকৌশলী ওই কর্মকর্তাকে দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। তাছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা) ও উপসচিব তানজিল্লুর রহমান, জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমির পরিচালক ও উপসচিব দেওয়ান মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করেছেন। কিন্তু তাদের কাউকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংক্রান্ত পদে পদায়ন করা হয়নি। অথচ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। প্রকল্প পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বড় বড় কনস্ট্রাকশনের যে পরিবেশগত জটিলতা থাকে, এর মাধ্যমে সেটা নির্ণয় করা যায়। বড় প্রকল্পে এটা ভালোভাবে অ্যাসেস করা হলে পরিবেশগত বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হতো। অথচ দেশে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নেই বললেই চলে। এর পরও এ বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করা কর্মকর্তাদের সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রশাসন একাডেমিতে পদায়ন করা হয়েছে। আরো কয়েকশ কর্মকর্তা জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, তথ্য-প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন। অথচ তাদের সংস্কৃতি, শ্রম, ধর্ম ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। একইভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তারাও কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন।
এ প্রসঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোখলেস উর রহমান জানান, প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে সরকার পজিটিভ। এগুলো নিয়মিত কাজ। সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ নিতেই হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের জন্য ২

(অতিরিক্ত সচিব) মো. হামিদুর রহমান ও মালয়েশিয়ার পক্ষে পারকেসো এর গ্রুপ অব এক্সিকিউটিভ অফিসার দাতো সারি ড. মোহাম্মেদ আজমান বিন আজিজ স্বাক্ষর করেন।

প্রতিদিনই বিপুল টাকা গচ্চা গুনছে

নিরাপত্তা ও জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। অর্থাৎ টানেলে দিনে ২৫ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে। সেতু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের জন্য ২০১৩ সালে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। তখন ২০১৭ সালকে টানেল চালুর বছর ধরে ওই সমীক্ষা করা হয়েছিল। যদিও ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর টানেল চালু হয়। ওই সমীক্ষায় বলা হয়, টানেল চালুর বছরে প্রতিদিন গড়ে ১৭ হাজারের বেশি গাড়ি চলতে পারে। ২০২০ সালে তা প্রায় ২১ হাজার ও ২০২৫ সালের দিকে প্রতিদিন প্রায় ২৮ হাজারের মতো যানচলাচল করার কথা বলা হয়। অথচ বর্তমানে টানেল দিয়ে গাড়ি পার হচ্ছে দৈনিক সাড়ে চার হাজারের মতো। অর্থাৎ বর্তমানে যে পরিমাণ গাড়ি পার হচ্ছে তা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩০ শতাংশ। যে কারণে টোল আদায়ও হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রার ৭০ শতাংশ কম। টানেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে (সিসিসিসি) পাঁচ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। ঠিকাদারকে দিতে হবে বছরে ৬৮৪ কোটি টাকা। ওই হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের দৈনিক ব্যয় দাঁড়ায় সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা।
সূত্র জানায়, টানেল নিয়ে সমীক্ষায় বলা হয়েছিলো, প্রতি পাঁচ বছর পর পর একবার টানেলের বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যাকে বলা হয় রেগুলার মেইনটেনেন্স। একবার এ ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রায় ১৯ লাখ ডলার ব্যয় হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১ কোটি টাকার সমান। টানেল নির্মাণে শুরুতেই ব্যয় ধরা হয় আট হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা। পরে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি টাকা। ব্যয়ের মধ্যে ছয় হাজার ৭০ কোটি টাকাই চীনের এক্সিম ব্যাংক ঋণ দিয়েছে।
এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, টানেল ছিল একটি অপ্রয়োজনীয় উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। কর্ণফুলী নদীতে কালুরঘাট, রাঙ্গুনিয়া চন্দ্রঘোনাসহ বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের জন্য ব্রিজের প্রয়োজন ছিল। টানেল নির্মাণে ব্যয় হওয়া অর্থ দিয়ে দশটি ব্রিজ নির্মাণ করা যেত। বিগত ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করেন। ২৯ অক্টোবর থেকে টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত হয়।

বিশ্বের ১৩০টিরও বেশি দেশে

ঝুঁকিতে রয়েছে সদ্যোজাত শিশু এবং বয়স্ক লোকজন। যেহেতু ডেঙ্গু এখন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, তাই সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমেই একে মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকরী পথ বলে দাবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

১৮ জেলায় ঝড়ের শঙ্কা

তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্ধিত ৫ (পাঁচ) দিনের আবহাওয়ার প্রথমদিকে বলা হয়েছে, বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

পাকিস্তানে ব্যাপক সংঘর্ষ, মোতায়েন

১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এটি ভঙ্গ করে তারা সমবেত হন। তাদের লক্ষ্য ছিল ডি-চকে বিক্ষোভ করবেন। কিন্তু পুলিশের বাধায় তা পণ্ড হয়ে যায়। ওই সময় বিক্ষোভের জন্য জড়ো হওয়া পিটিআই সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। অপরদিকে আজ শনিবার লাহোরের মিনার-ই-পাকিস্তানে জড়ো হওয়ার কথা আছে ইমরানের সমর্থকদের। তারা জড়ো হলে লাহোরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে পাঞ্জাব প্রশাসন সেনাবাহিনীর সহায়তা কামনা করে। সেনাদের বিমানবন্দর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছে দ্য ডন। কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার কর্মী সমর্থকদের লাহোরের সমাবেশ সফল করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি পুলিশি বাধায় লাহোরে পৌঁছাতে না পারেন তাহলে যেন সবাই যার যার শহরেই অবস্থান নেন। অপর সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানিয়েছে, মিনার-ই-পাকিস্তানের দিকে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী।

আদানি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি বড়

স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করা গেলে সংস্কারে অনেকটা পথ এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও ভোটের মাধ্যমে হওয়া কাম্য। সংবিধানকে দ্বিকক্ষীয় কাঠামোতে রূপান্তর করা এবং সংসদের উচ্চকক্ষে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। সংসদ বিষয়ক গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক প্রফেসর নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধান পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করার মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার করা সম্ভব। কারণ নির্বাচনের পর যে দল ক্ষমতায় আসে তাদের মধ্যে পরিবর্তনের করার প্রবণতা থাকে। ফলে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার হলে সকল ব্যবস্থার সংস্কার হওয়া সম্ভব। সিজিএস'র নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান বলেন, ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান না হলেও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। শেষ সময় বর্ষা হতে পারে, তবে এটি সামগ্রিকভাবে জাতির ব্যর্থতা নয়। জনগণকে গণতান্ত্রিক দেশ গঠনে আশাবাদী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি দূর করা এবং সমাজে সংবিধানের সুষ্ঠু প্রতিফলনই হতে পারে নতুন সংবিধানের সার্থকতা। শিক্ষার মান উন্নয়ন, গবেষণার কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী একজন দর্শক পার্বত্যাঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত না হওয়ার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে দায়ী করেন। জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আইনজীবী, রাজনীতিক, শিল্প উদ্যোক্তা, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমকর্মী, অধিকারকর্মী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, নারী সংগঠক, স্বেচ্ছাসেবীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাজীবীরা মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে সংস্কার বিষয়ে তাদের মতামত জানান।

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ ১৭

গফুরের অপসারণ। এ ছাড়া শ্রমিকদের নির্যাতন করা যাবে না, কোনো প্রকার অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, জরুরি শিপমেন্টের জন্য গত শুক্রবার কাজ করলে ডাবল ওভারটাইম দিতে হবে, পুরো মাস কাজ করার পর বেতনের আগে জরুরি কাজে কোনো শ্রমিক অনুপস্থিত থাকলে বেতন আটকে রাখা যাবে না, শ্রমিকদের মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে, ছুটি কাটালে হাজিরা বোনাস কাটা যাবে না, হাজিরা বোনাস সবার সমান করতে হবে, স্থানীয় কোনো স্টাফ কারখানায় রাখা যাবে না, সকল সরকারি ছুটি দিতে হবে, সার্ভিস বেনিফিট চালু করতে হবে, চাকরির বয়স এক বছর হলে একটা বেসিক দিতে হবে, নাইট বিল ১০০ টাকা, টিফিন বিল ৫০ টাকা, হাজিরা বোনাস ৮২৫ টাকা দিতে হবে, শ্রমিক ছাঁটাই করলে করলে ৬ মাস ১৩ দিনের বেতন দিতে হবে, আন্দোলনের পর কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না, আন্দোলনের ইস্যু নিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করলে বড় আকারে আন্দোলনের পদক্ষেপ, বিশেষ কারণে কোনো শ্রমিক এক ঘণ্টা দেরি করে কারখানায় প্রবেশ করলে হাজিরা বোনাস কাটা যাবে না এবং প্রতিদিন ৫ মিনিট দেরি হলে হাজিরা বোনাস কাটা যাবে না, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের (ক্লিনার) ওভারটাইম দিতে হবে। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি মানার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃহস্পতিবার কারখানা ছুটি দিয়ে দেয়। গত শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকার পর গতকাল শনিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি না মানায় ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা সকাল থেকে আবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা-নবীনগর অংশের জিরানী এলাকায় সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। নারী শ্রমিকেরা বলেন, আমাদের কোনো দাবিদাওয়া না মানায় আমরা সড়ক অবরোধ করেছি। উৎপাদন সেকশনের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মাহাবুব আলম শিপমেন্টের দোহাই দিয়ে সারা রাত আমাদের কাজ করিয়ে ১০ টাকার টিফিন দেয়। দশ বছর যাবৎ চাকরি করছি আমাদের সার্ভিস বেনিফিট দেয়া না। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো এবং বড় আন্দোলনের ডাক দেবো। গাজীপুর শিল্পপুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম জানান, গতকাল শনিবার সকাল থেকেই আইরিশ ফেব্রিক্স লিমিটিড এবং আইরিশ নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা ১৬ দফা দাবিতে চন্দ্রা-নবীনগর অংশের জিরানী এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে। কর্তৃপক্ষ কিছু দাবি মেনেও নিয়েছে। আন্দোলনের মুখে বিশৃঙ্খলা ও কারখানায় ভাঙচুর এড়াতে আশপাশের প্রায় ১৭টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এসব বিষয়ে কারাখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

সাত বছরে খেলাপি ঋণ

। রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার বেশি। এর মধ্যে তিনটির ৪০ শতাংশ আর একটি খেলাপির হার ৩০ শতাংশ। সাত বছর আগেও এমন অবস্থা ছিল না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সোনালী ও রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কিছুটা কমেছে গত সাত বছরে। দেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার কম। এসব ব্যাংক নীতি কঠোরভাবে পরিপালন করার কারণে ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

তথ্যে দেখা যায়, বিদেশি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার ৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ। সাত বছর আগে এসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার প্রায় একই ছিল। ব্যাংকেরগুলোর ঋণ বিতরণের পাশাপাশি খেলাপি ঋণের হার একই হারে বৃদ্ধির কারণে পরিমাণ বাড়লেও খেলাপির হার বাড়েনি। বর্তমানে বিদেশি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ তিন হাজার ২৩০ কোটি টাকা। যা সাত বছর আগে ছিল দুই হাজার ৩২১ কোটি। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের বিতরণ করা ঋণের প্রায় পুরোটাই খেলাপি। অন্যদিকে কমার্শিয়াল ব্যাংক সিলনের খেলাপি ঋণের হার এক শতাংশ।

এক সপ্তাহে তেলের দাম বেড়েছে ৯

আন্তর্জাতিক বাজারে ইরানি তেলের চালান আসা বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিছুদিন এই ঘাটতি পূরণ করতে পারলেও দীর্ঘমেয়াদে তা সম্ভব হবে না ওপেকের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পক্ষে।

দেশের প্রায় সব নদীর পানি বাড়ছে,

ভাটিতে নেত্রকোণার কংস নদী এবং জামালপুরের জিঞ্জিরাম নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এর ফলে ভুগাই-কংস নদী সংলগ্ন শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা এবং জিঞ্জিরাম নদী সংলগ্ন জামালপুর জেলার কতিপয় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। পরবর্তী দুই দিনে নদীগুলোর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং বিপদসীমার নিচে প্রবাহিত হতে পারে। এদিকে সিলেট বিভাগের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংসস্থাগুলোর তথ্যানুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সিলেট বিভাগ ও উজানে ভারী বৃষ্টির প্রবণতা আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। পরবর্তী ২ দিনে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি কমতে পারে। সিলেট বিভাগের অন্যান্য প্রধান নদী- সারিগোয়াইন, যাদুকাটা ও মনু নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে খোয়াই ও ধলাই নদীর পানি স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সিলেট বিভাগের এই সকল নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। পরবর্তী ২ দিনে নদীগুলোর পানি কমতে পারে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিভাগের গোমতী নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে সাঙ্গু, মুহুরী, হালদা, ফেনী ও মাতামুহুরী নদীর পানি কমছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের এই সকল নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। পরবর্তী ২ দিনে নদীগুলোর পানি কমতে পারে। এছাড়া রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে। পরবর্তী ২ দিন পর্যন্ত নদীগুলোর পানি কমতে পারে। এ বিভাগের ব্রহ্মপুত্র নদের ও তার ভাটিতে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ৫ দিন পর্যন্ত নদ-নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

রাজশাহী বিভাগের গঙ্গা নদীর ও তার ভাটিতে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পরবর্তী ৪ দিন গঙ্গা-পদ্মা উভয় নদীর পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এদিকে ঢাকা জেলা এবং এর চারপাশের প্রধান নদী- বুড়িগঙ্গা, টঙ্গী খাল, তুরাগ ও বালু নদীর পানি স্থিতিশীল রয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে আগামী ৫ দিন পর্যন্ত ঢাকা জেলা এবং এর চারপাশের নদীর পানি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের মধ্যে শেরপুরের নাকুয়াগাঁও স্টেশনের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে ২৬২ মিলিমিটার। উজানে সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে আসামের তেজপুরে ৬৭ মিলিমিটার।

হজের প্রাথমিক নিবন্ধন

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল- ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ২০২৫ সালে হজে যেতে ইচ্ছুকদের নিবন্ধন। ই-হজ সিস্টেম (www.hajj.gov.bd), e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপ থেকে সরকারি মাধ্যমে হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিরা সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, বায়তুল মোকাররম মসজিদ এবং ঢাকার আশকোনার হজ অফিস হতে প্রাক-নিবন্ধন ও প্রাথমিক নিবন্ধন করতে পারবেন। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদেরকে অনুমোদিত এজেন্সি কর্তৃক প্রাথমিক নিবন্ধন করতে হবে। প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় প্রাক-নিবন্ধন সনদ ও পাসপোর্ট প্রয়োজন হবে। ক্যানসার, অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক, লিভার সিরোসিস, কিডনি রোগ, সংক্রামক যক্ষা, ডিমেনশিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং গর্ভবতী মহিলা ও চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে হজের নিবন্ধন না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ঢাকা থেকে উপকূলের ৬ রুটে

শুক্রবার থেকেই প্রায় সারাদেশে বৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে শনিবার সকাল থেকে ঢাকায়ও টানা বৃষ্টি। সামুদ্রিক আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এজন্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে সতর্কবার্তায়।

আট মাসে বজ্রপাতে মৃত্যু ২৯৭

জুলাই মাসে মোট মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। এর মধ্যে নারী ১ এবং ১৮ জনই পুরুষ। এ মাসে আহত হয়েছে ১০ জন। এর মধ্যে ১ জন নারী এবং ৯ জনই পুরুষ রয়েছে। আগস্টে বজ্রপাতে মোট ১৭ জন মারা গেছে। এর মধ্যে ৩ জন নারী ও ১৪ জন পুরুষ। এর মধ্যে ১ শিশু, ১ কিশোর ও ১ কিশোরী। এছাড়া এ মাসে আহত হয়েছেন ২ জন পুরুষ। এছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে বজ্রপাতে মোট ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ জন পুরুষ ও ৬ নারী রয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে ২ শিশু রয়েছে। পুরুষের মধ্যে ৪ জন কিশোর ও নারীর মধ্যে ২ কিশোরী রয়েছে। এ মাসে আহত হয়েছে ১২ জন। এর মধ্যে ১০ পুরুষ ও ২ জন নারী রয়েছে। বজ্রপাতে কোন জেলায় কত নিহত? এ বছর সবচেয়ে বেশি মারা গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৩ জন, ফেনী ১২, কক্সবাজারে ১০, জয়পুরহাটে ১৩, হবিগঞ্জে ১৩ এবং গাইবান্ধায় ১০ জন। ধান কাটা, ঘাস কাটা, গরু আনা ও নানান ধরনের কৃষি কাজের সময় বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। এ বছরের ৮ মাসে শুধু কৃষি কাজের সময় বজ্রপাতে ১৫২ জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শুধু গরু আনতে গিয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। এছাড়া, মাছ ধরার সময় ৫২ জন জেলের মৃত্যু হয়েছে। আম কুড়ানোর সময় ১১ জন, ফাঁকা রাস্তায় চলাচলের সময় ১৫, ঘরে থাকাকালীন ২৭, পাথর উত্তোলনের সময় ৩, বাড়ির আঙ্গিনায় খেলার সময় ১৪ শিশু-কিশোর ও গাড়িতে থাকাকালীন ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বিচার না করে আ. লীগকে রাজনীতি

বৈষম্যহীন ও পেশাদার সামরিক বাহিনী গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এসময় সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে কমিশন গঠন করে সামরিক আইনের সংস্কারসহ ৩ দফা দাবি পেশ করা হয়।

ন্যায়বিচার নিয়ে সংশয়ে শহীদ

ট্রাইবুনালে মামলা করেছিলেন। কিন্তু এখনো তারা কোনো তৎপরতা দেখতে পাচ্ছেন না। শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা বলেন, আমার ছেলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গিয়েছিল। তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। আমরা খুনিদের কাছে বিচার চাইনি। এখন নতুন সরকারের সময় আমরা মামলা করেছি। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের নাজুক অবস্থা। অনুসন্ধান ঢিমেতালে চলছে। ন্যায়বিচার পাব কি না, আমরা সন্দিহান। শহীদ সাহরিয়া ইসলাম আলভীর বাবা বলেন, এখনো ফ্যাসিবাদের দোসররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সরকার আমাদের ছেলেদের রক্তের বিনিময়ে মসনদে বসেছে। অথচ আজ পর্যন্ত তারা আমাদের পরিবারের কাছে সান্ত্বনা দিতেও যেতে পারেনি। আমাদের আশা ছিল ন্যায়বিচার পাব, কিন্তু আপনারা এখনো শহীদদের তালিকাই করতে পারেননি। শহীদ নাহিদুল ইসলামের ভাই বলেন, ৫ তারিখ বিকেলে মোহাম্মদপুরে আমার ভাইসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারা চেষ্টা করেছিল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে। তার শরীর অর্ধেক জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমরা ন্যায়বিচার চাই। বাংলাদেশের গুমের শিকার পরিবারগুলোর গড়ে তোলা সংগঠন 'মায়ের ডাক'-এর সমন্বয়ক ও নাগরিক কমিটির সদস্য সানজিদা ইসলাম তুলি বলেন, এখনো গণতদন্ত কমিশন গঠন করা হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম, ব্যক্তিকে উল্লেখযোগ্য বিচারের রায় পাব। কিন্তু সেখানে সবকিছু এখনো মন্থর। গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান দাবি করেন তিনি। সমাবেশে নাগরিক কমিটির বক্তারা দেশে চলমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, পাহাড়ে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ, শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন ও আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ, আশুলিয়ায় শ্রমিকদের আন্দোলন সমাধানসহ একাধিক দাবি জানান। নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, ফেনীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এখনো হয়নি। ইতোমধ্যেই উত্তরবঙ্গে বন্যা নেমে এসেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে না। পুলিশ এখনো মাঠে নামেনি। এখনো চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হচ্ছে না। বেকারদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে। তিনি বলেন, শহীদদের নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার নিন্দা জানাই। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করব, তারা যেন ছাত্র-তরুণদের পালস বোঝার চেষ্টা করেন।

দেশের মাটিতেই গণহত্যার

সংবিধান করতে হবে। দ্রব্যমূল্যের লাগাম টানতে হবে। আর কোনো প্রতিহিংসা চাই না। আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ করবো, যেন দ্রুত হত্যাকারীদের বিচার করা হয়। সমাবেশে শহীদ মোমিনুল ইসলামের বাবা সাইফুল ইসলাম বলেন, আমার ছেলে গত ১৯ জুলাই গুলশানে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আমি কখনও ভাবতে পারিনি, আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবো। আমার ছেলে আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমরা ছেলের জন্য আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার ছেলের হত্যাকারীদের এখনও বিচার হয়নি। আমার ছেলে দেশের জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। আমি অন্তর্বর্তী সরকারকে বলতে চাই, আমি যেন হত্যাকারীদের বিচার দেখে মরতে পারি। শহীদ মারুফ হোসেনের বাবা বলেন, আমি খেটে খাওয়া মানুষ। আমার ছেলে গত ১৯ জুলাই বাড্ডায় যখন পুলিশের গুলিতে আহত হয়,তখন তাকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার সময় পুলিশ গতিরোধ করে। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে আমার ছেলে মারা যায়। ডিবি পুলিশ আমার বাসায় যায়। আমাকে জামায়াত-শিবির বলে ট্যাগ দেওয়ার চেষ্টা করে। দেশ স্বাধীনের পর আমি ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবাই পলাতক। আমি তাহলে কাদের কাছে বিচার চাইবো। যেসব সমন্বয়কের ডাকে আমার ছেলে রাস্তায় জীবন দিয়েছে, সরকার পতনের পর তারা একটিবারও আমার খোঁজ নেয়নি। আমি আমার ছেলের হত্যাকারীদের বিচার চাই। জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গত কয়েক বছর ধরে দেশের মানুষের সঙ্গে অন্যায় করেছে। ভারতীয় গোলামীর কারণে এখনও সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। যারা শহীদ হয়েছে, তাদের পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে। আহতদের সুচিকিৎসা দিতে হবে। কিন্তু দুই মাস পার হয়ে গেলেও আমরা কোনো পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। যারা জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তারা এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে বলতে চাই, শত শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই বাংলাদেশ। শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করবেন না। যাদের কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে, সে সব সিন্ডিকেটের কালো হাত ভেঙে দিতে হবে। জাতীয় নাগরিক কমিটির অন্য সদস্যরাও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্রোহের পর এখনো স্থগিত সাড়ে ৮

তদন্ত কমিটির প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। এই আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে আমরা প্রায় ১৩ হাজার ৮০ জন আনসার সদস্যকে সাময়িক স্থগিত করে রেখেছিলাম। স্থগিত করার পর আমরা তাদের কোনো ডিউটি দেইনি। তবে এই ১৩ হাজার ৮০ জনের মধ্যে আরও যাচাই-বাছাই করেছি। যাদের আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বা তেমনভাবে সম্পৃক্ততা ছিল না এমন ৪ হাজার ৬৬৯ জনকে সাময়িক স্থগিত থেকে ক্ষমার আওতায় আমরা পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তিনি বলেন, তবে এখনো ৮ হাজার ৬১১ জন আনসার সদস্যকে সাময়িক স্থগিত করে রাখা হয়েছে। আর আন্দোলনের সময় যারা খুবই অগ্রাসী এবং হিংসাত্মক ভূমিকা পালন করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৪৪৭ জন আনসার সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, বলেও জানান আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক। মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ আরও বলেন, আন্দোলন করেছিলেন যারা, তারা এখন বুঝতে পেরেছেন এটি খারাপ কাজ ছিল। তাদের যে দাবিগুলো ছিল, সেগুলো অ্যাড্রেস করা হয়েছে। আনসারদের রেস্ট প্রথা বাতিল করা হয়েছে। তাদের দাবি ছিল বেতন। বেতন নিয়ে আমরা কাজ করছি। তিনি বলেন, আনসার সদস্যদের রেশন বাড়ানো নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা গিয়েছে মন্ত্রণালয়ে। আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে একটি পজিটিভ নির্দেশনা আসবে। যেহেতু এরা চুক্তিভিত্তিক কাজ করে তাই তাদের কোনো পেনশন নেই। তাদের একটা পেনশন সুবিধার দাবি ছিল। আমরা চেষ্টা করছি আনসার ব্যাংকের কোনো পেনশন স্কিমে তাদের যুক্ত করা যায় কি না।

ইলিশ সম্পদ রক্ষায় আমাদের এগিয়ে

থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সময় দেশব্যাপী ইলিশ পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুদ ও বিনিময়ও নিষিদ্ধ থাকবে। আপনারা দয়া করে এ কদিন ইলিশ ধরা থেকে বিরত থাকবেন। তাহলেই আমাদের ইলিশ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। উপদেষ্টা বলেন, ইলিশের উৎপাদনে আমাদের দেশে কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষ ইলিশ কিনে খেতে পারে না। ইলিশের দাম কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবো। শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) সাদিয়া জেরিনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জিল্লুর রহমান, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র, শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার মো. নজরুল ইসলাম।

ইসরায়েলের সব জ্বালানি স্থাপনা

শোধনাগার ও গ্যাস ক্ষেত্রগুলোতে একযোগে হামলা চালাবো। পার্স টুডের খবর এর আগে ইরানের তেল ক্ষেত্রগুলোতে হামলা চালানোর হুমকি দেয় তেল আবিব। সেই হুমকির প্রেক্ষাপটে জেনারেল ফাদাভি পাল্টা এ হুঁশিয়ারি দিলেন। ফাদাভি সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, ইরানের বহুমুখী অর্থনৈতিক কেন্দ্র রয়েছে, অথচ ইসরায়েলের মাত্র তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও কয়েকটি শোধনাগার রয়েছে। ওইসব কেন্দ্রে একযোগে হামলা চালানোর সমক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

ফিলিস্তিনে ধারাবাহিক হামলা ও সম্প্রতি ইসরায়েল কর্তৃক লেবাননে হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার পর মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) ইসরায়েলে প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান। এর আগেও তাদের শীর্ষ ব্যক্তিদের ওপর হামলার অভিযোগ রয়েছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে।

গাজার পর ধ্বংসস্তূপ লেবানন

অভিযান শুরু করে। হামলায় ব্যাপক হতাহতের পাশাপাশি ১২ লাখের বেশি লেবানিজ ঘরছাড়া হয়েছেন। লেবাননে ইসরায়েলি হামলার কারণে নিজ নিজ নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে বিভিন্ন দেশ। শুক্রবার বৈরুতের বিমানবন্দর ত্যাগ করে বিদেশি নাগরিকদের বহনকারী বেশ কয়েকটি বিমান। এসব বিমানে ইউরোপ, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা ছিলেন বলে জানা গেছে।

নেত্রকোনায় ৩ নদীর পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই, বাড়ছে শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে নেত্রকোনার প্রধান নদ-নদীগুলোর সব পয়েন্টেই পানি বাড়ছে। তবে বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে সোমেশ্বরী, কংস ও উব্ধাখালী নদীর পানি। এ অবস্থা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকলে বন্যার আশঙ্কা করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও জেলাবাসী। জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, জেলার প্রধান নদ-নদীগুলোর মধ্যে সোমেশ্বরী, কংস, উব্ধাখালী ও ধনুর ৫টি পয়েন্টেই পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কোনো পয়েন্টেই এখনও বিপদসীমা অতিক্রম না করলেও সোমেশ্বরী নদীর পানি দুর্গাপুর পয়েন্টে, কংস নদের পানি জারিয়া পয়েন্টে এবং উব্ধাখালী নদীর পানি কলমাকান্দা পয়েন্টে বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নেত্রকোনা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গতকাল শনিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত নেত্রকোনার সোমেশ্বরী নদীর পানি বিজয়পুর পয়েন্টে ও দুর্গাপুর পয়েন্টে, কংস নদের পানি জারিয়া পয়েন্টে, উব্ধাখালী নদীর পানি কলমাকান্দা পয়েন্টে এবং ধনু নদের পানি খালিয়াজুরী পয়েন্টে বাড়ছিল। এর মধ্যে সোমেশ্বরীর পানি বিজয়পুর পয়েন্টে বিপদসীমার ৩.২৬ সেন্টিমিটার, দুর্গাপুর পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৮০ সেন্টিমিটার; উব্ধাখালী নদীর পানি কলমাকান্দা পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৪১ সেন্টিমিটার; কংস নদের পানি জারিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৮০ সেন্টিমিটার এবং ধনু নদের পানি বিপদসীমার ২.০৭ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তবে কোনো পয়েন্টেই বিপদসীমা অতিক্রম না করলেও সোমেশ্বরীর দুর্গাপুর পয়েন্টে, কংস নদের জারিয়া পয়েন্টে এবং উব্ধাখালী নদীর কলমাকান্দা পয়েন্টে পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান আরও বলেন, এখনও বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় এসব নদ-নদীর পানি সব কটি পয়েন্টেই বিপদসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ময়মনসিংহে ৮০ গ্রাম প্লাবিত পানিবন্দি দেড় লাখ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এবং ধোবাউড়া উপজেলায় ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ৮০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন দেড় লাখ মানুষ। তলিয়ে গেছে মাছের খামার, কয়েক হাজার একর জমির ফসল। ধোবাউড়ায় নেতাই নদীর বাঁধ ভেঙে রাস্তাঘাট ডুবে গিয়ে বাড়িঘরে পানি ঢুকেছে। বড় বন্যার আশঙ্কায় আতঙ্কে সাধারণ মানুষ। হঠাৎ বাড়িঘরে পানি উঠে যাওয়ায় রান্নাবান্না বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ বন্যায় সাধারণ মানুষ রয়েছেন চরম বিপাকে। ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির জানান, নেতাই নদীর বাঁধ ভেঙ্গে রাস্তাঘাট তলিয়ে গিয়ে মানুষের ঘরবাড়িতে পানি উঠে গেছে। সাধারণ মানুষ কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো সহায়তা পাওয়া যায়নি। ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত শারমিন জানান, ধোবাউড়া উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের ৪০টি গ্রাম এখন বন্যাকবলিত। বাড়িঘরে পানি ওঠে যাওয়ায় স্কুলসহ বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিচ্ছেন মানুষ। পানিবন্দি অবস্থায় আছেন ৮০ হাজার মানুষ। এদিকে হালুয়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এরশাদ আলী জানান, উপজেলার বারোটি ইউনিয়নের প্রায় ৪০টি গ্রাম বন্যাকবলিত। বন্যায় ৭০ হাজার মানুষ পানিপন্দি হয়ে পড়েছেন। তারা এখন বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিচ্ছেন। বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে প্রশাসনসহ স্থানীয় নেতারা দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানান তিনি। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন জানান, হঠাৎ ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও ধোবাইড়া উপজেলার বেশ কিছু গ্রাম প্লাবিত হয়ে সাধারণ মানুষ কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। দুই উপজেলার বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য সরকারিভাবে ১০ মেট্রিক টন করে ২০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শনিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হবে। পরে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করে সরকারি ত্রাণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

আবারও তেলবাহী জাহাজে আগুন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) মালিকানাধীন তেলবাহী 'এমটি বাংলার সৌরভ' নামের জাহাজে আগুন লাগার ঘটনায় একজন ক্রু মারা গেছেন। তার নাম সাদেক মিয়া (৬০)। তিনি কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট এলাকায় মৃত ইউনুস মিয়ার ছেলে। আগুন লাগার পর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে উদ্ধার করা যায়নি তাকে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে 'বাংলার সৌরভ' জাহাজে বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও বন্দর কর্তৃপক্ষ মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পতেঙ্গা থানার এসআই নিদর্শন বড়ুয়া বলেন, বাংলার সৌরভ জাহাজে আগুন লাগার ঘটনায় একজন মারা গেছেন। জাহাজটিতে বিস্ফোরণে আগুন লাগার পর ওই জাহাজে থাকা ৫০ জন নাবিক-ক্রুদের মধ্যে ১২ জন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর মধ্যে ১১ জনকে উদ্ধার করা গেলেও সাদেক মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে তিনি পানিতে ডুবে মারা যান। বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম কার্যালয়ের মোবিলাইজিং অফিসার কফিল উদ্দিন বলেন, জরুরি সেবা ৯৯৯-এর কল পেয়ে আমরা তেলের ট্যাংকারে আগুনের বিষয়টি নিশ্চিত হই। উদ্ধারকারী দল পৌঁছানোর আগেই আতঙ্কিত নাবিকদের বেশ কয়েকজন সাগরে লাফিয়ে পড়েন। তাদের মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত ফিশিং ট্রলার, কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার করেন। জাহাজটিতে আগুনে দগ্ধ সাদেক নামে একজন ক্রু মারা গেছেন। জানা গেছে, জাহাজটিতে অপরিশোধিত ১১ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন তেল ছিল। যা পরিশোধন করার জন্য মাদার ভ্যাসেল জাহাজ থেকে খালাস করা হচ্ছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের মালিকানায় 'বাংলার জ্যোতি' ও 'বাংলার সৌরভ' নামে তেলবাহী দুটি জাহাজ রয়েছে। এগুলো সাগরে অপেক্ষমাণ বড় জাহাজ থেকে তেল নিয়ে বন্দরে পৌঁছানোর কাজ করে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল পৌনে ১১টার দিকে বন্দরের ডলফিন জেটিতে 'বাংলার জ্যোতি'-তে বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে। এ ঘটনায় তিন জন মারা যান। এদিকে চার দিনের ব্যবধানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের আরেকটি তেলবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গতকাল শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় জানায়, প্রায় ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় নৌ-বাহিনী, কোস্টগার্ড ও বন্দর কর্তৃপক্ষ মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। উপদেষ্টা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে আটকে পড়া নাবিকদের উদ্ধার ও আগুন নেভানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং রাতভর দুর্ঘটনা পরবর্তী কার্যক্রম মনিটর করেন। জাহাজটি বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) তেল পরিবহনের ট্যাংকার। এ সময় ৪৭ জন ক্রু-কে জীবিত উদ্ধার করেছে নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের উদ্ধারকারী দল। তবে আতঙ্কে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া আহত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এক শোকবার্তায় উপদেষ্টা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানান। শোকাহত পরিবারের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন তিনি। উপদেষ্টা আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বন্যার পানিতে মৃত মায়ের সঙ্গে ভেসে এলো শিশুসন্তান

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েকদিনের টানা ভারী বর্ষণ ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের তিন উপজেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে নালিতাবাড়ী উপজেলায় এক নারীর মরদেহের সঙ্গে ভেসে এসেছে তার শিশুসন্তান। তবে মায়ের পরিচয় জানাতে পারেনি শিশুটি। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বাঘবেড়েতে মায়ের মরদেহের সঙ্গে ভেসে আসে শিশুটি। এদিন সকাল থেকে পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের চারটি নদীর পানি বাড়তে থাকে। যা পরে বন্যার সৃষ্টি করে। অনেকেই নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ঝিনাইগাতী এবং নালিতাবাড়ী উপজেলার অনেক মানুষ এখনও নিরাপদ স্থানে যেতে পারেনি। বন্যায় নালিতাবাড়ীতে এখন পর্যন্ত চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একজন হলেন নয়াবিল ইউনিয়নের খলিশাকুড়া গ্রামের ইদ্রিস আলী নামের এক বৃদ্ধ। অপর তিন জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ওসি ছানোয়ার হোসেন বলেন, আমরা একজনের পরিচয় শনাক্ত করতে পেরেছি। বাকি তিন জনের কোনো পরিচয় এখনও জানা যায়নি। লাশ উদ্ধারের কাজ চলছে। জানা গেছে, বৃষ্টিতে সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার কয়েকটি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একইসঙ্গে মহারশি, চেল্লাখালী ও ভোগাই নদীর বাঁধের অন্তত সাত স্থান ভেঙে ঝিনাইগাতী উপজেলা সদর ও নালিতাবাড়ী পৌর এলাকাসহ শ্রীবরদীর শতাধিক গ্রাম ডুবে গেছে। গত শুক্রবার ভোর থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে এবং নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে প্রবাহিত হচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঝিনাইগাতী উপজেলায় ৩২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। চলমান পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে জেলার আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। মহারশি নদীর খৈলকূড়ায় তিনটি স্থানে বাঁধ ভেঙে ও বাঁধ উপচে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঝিনাইগাতী উপজেলায় নদীর পানি অনেকাংশেই কমে গিয়েছে, বর্তমানে ঝিনাইগাতী সদর, গৌরিপুর, ধানশাইল, মালিঝিকান্দা ও হাতিবান্দা ইউনিয়নের নিচু এলাকার ২৫টি গ্রামে পানিতে থৈ থৈ, আমান আবাদ পানির নিচে তলিয়ে গেছে, পুকুরের মাছ ভেসে গেছে। এছাড়া নালিতাবাড়ীর শিমুলতলা, ঘাকপাড়া, মণ্ডলিয়াপাড়া, ভজপাড়া ও সন্নাসীভিটায় ভোগাই ও চেল্লাখালীর বাঁধ ভেঙেছে। এতে উপজেলার সবকটি ইউনিয়নে বন্যার পানি ঢুকেছে, নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে শেরপুর-নালিতাবাড়ী ভায়া গাজিরখামার সড়ক, নালিতাবাড়ী-ধারা সড়ক, এ ছাড়া জেলার প্রতিটি শহরে জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। পাহাড়ি ঢলের পানিতে আকস্মিক প্লাবিত হয়েছে নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতীর অন্তত ২১টি ইউনিয়ন। তলিয়ে গেছে হাজার হাজার একর জমির উঠতি আমন ফসল। শ্রীবরদীর প্রায় ছয়টি ইউনিয়ন পানিতে ডুবে আছে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন স্থানী-য়রা। বাড়িঘরে পানি ওঠায় রান্না করতে পারছেন না এসব এলাকার লোকজন। ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ঝিনাইগাতী বাজারের ব্যবসায়ী জাফর মিয়া বলেন, আমাদের দোকানপাটে পানি উঠেছিল, আজকে পানি নেমে গেছে। এতে অনেক ব্যবসায়ীরই ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবছরই নদীর বাঁধ ভাঙে আর আমাদের ক্ষতি হয়। কিন্তু কেউ এদিকে নজর দেয় না। এর জন্য নদীর স্থায়ী বাঁধ চাই আমরা। কৃষক জালাল উদ্দীন বলেন, আমাদের সব ফসল পানির নিচে। ফসল নষ্ট হলে আমরা বাঁচবো কেমনে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'অক্সিজেন'র সমন্বায়ক আহনাফ নাকিব বলেন, পানির নিচে তলিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ী উপজেলার কয়েকশত গ্রামের মানুষ। ঝিনাইগাতী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ুন দিলদার জানান, এ বছর ঝিনাইগাতীতে সাড়ে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে চার হাজার হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ও সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমির আমন ধানের আবাদ আংশিক নিমজ্জিত রয়েছে। দ্রুত পানি নেমে না গেলে ব্যাপক ক্ষতি হবে কৃষকের। নালিতাবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুল ওয়াদুদ বলেন, নালিতাবাড়ী উপজেলায় এ বছর ২৩ হাজার ২০০ হেক্টর আমন আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় আট হাজার হেক্টর আমন আবাদ তলিয়ে গেছে। কিছু এলাকায় পানি নেমে গেলেও নিচু এলাকায় নতুন করে বন্যার পানি ঢুকে আমন আবাদ তলিয়ে গেছে, ভেসে গেছে কৃষকের পুকুরের মাছ। জেলা প্রশাসক (ডিসি) তরফদার মাহমুদুর রহমান বলেন, শেরপুরের বন্যা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে বন্যার্তদের শুকনো খাবার ও গো খাদ্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এজন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

চট্টগ্রামে পাহাড় ধসের শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের পাঁচ বিভাগে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ভারী বর্ষণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল শনিবার আবহাওয়াবিদ খোঃ হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত আবহাওয়া অফিসের এক সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী (৪৮-৮৮ মিমি/২৪ ঘণ্টা) থেকে অতি ভারী (৮৯ মিমি/২৪ ঘণ্টা) বর্ষণ হতে পারে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এছাড়া উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

খুলনায় সমাবেশে সামনে বসা নিয়ে বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষ, বহিষ্কার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনার খালিশপুর পিপলস গোল চত্বর এলাকায় বিএনপির সুধী সমাবেশে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। সবাইকে খুলনার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক শফিকুল আলম মনা ও সদস্য সচিব শফিকুল আলম তুহিনের উপস্থিতিতেই দুই গ্রুপের এ সংঘর্ষ হয়। এদিকে এ ঘটনায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে চার জনকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। গতকাল শনিবার বিএনপি মিডিয়া সেল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম মনা ও সদস্য সচিব শফিকুল আলম তুহিনের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বহিষ্কৃতরা হলেন ১১নং ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুর রহমান আরিফ, ১৫নং ওয়ার্ড যুবদল নেতা তারেক রহমান রানা, ১১নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা রেজাউল করিম স্বপন, ৮নং ওয়ার্ড যুবদল নেতা আসলাম সোহেল রনি। খবর বিজ্ঞপ্তিতে ওই চারজনকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১১নং ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার হোসেন (৫৩), ৮নং ওয়ার্ড ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নুরুজ্জামান (৩০), বিএনপি সদস্য শহিদ, ১১নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক তুহিন (২৭), ১১নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ইয়াসিন মোল্লা (৩৩), ১১নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম (৪২), ১১নং ওয়ার্ড যুব দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম (২৯), যুবদলের সদস্য দিদার বিশ্বাস (৩৫) ও সোহেলকে (৩০) খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, খালিশপুর পিপলস গোল চত্বরে বিএনপি সুধী সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশস্থলে সামনের চেয়ারে বসা ও মঞ্চে ওঠা নিয়ে স্থানীয় বিএনপির দুই গ্রুপ তর্কে জড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে একপর্যায়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় গ্রুপের কমপক্ষে ১৫ জন আহত হন। মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবসহ অন্য নেতারা পরিস্থিতি শান্ত করেন। খালিশপুর থানা বিএনপির সদস্য সচিব হাবিব বিশ্বাস বলেন, মঞ্চে ওঠা নিয়ে কিছুটা হাতাহাতি হয়েছে।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় দহগ্রাম সীমান্ত দালালসহ আটক ৬

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের দহগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় দালালসহ ছয়জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে (বিজিবি)। গত শুক্রবার রাতে আটকদের নামে মামলা দিয়ে পাটগ্রাম থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি। এর আগে ওই দিন বিকেলে পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের আঙ্গোরপোতার সীমান্তের মেইন পিলার ডিএমপি ১০/৫ এস এর গোল্লারটারী এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- সিরাজগঞ্জ সদরের মৃত রতন ঘোষের ছেলে শ্রী মানিক ঘোষ (৩৭), মানিক ঘোষের স্ত্রী পূজা সাহা (৩০), মেয়ে নমতা ঘোষ (১২) ও পূজাতা ঘোষ (৩) এবং একই এলাকার বাদল চন্দ্রের স্ত্রী কণিকা ঘোষ (৫০) এবং পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের পাঙ্গেরটারী এলাকার রহিদুল ইসলামের ছেলে স্থানীয় পাচারকারী দালাল বেলাল হোসেন(২৫)।

সম্পাদকীয়

সীমান্ত পথে চোরাচালান
নজরদারি বাড়াতে হবে

আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাতের পর রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তার মুখবদল হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীর সবল উপস্থিতি না থাকা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ায় সম্প্রতি সীমান্তে চোরাচালান ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, দেশের সীমান্তগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে উঠেছে। জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ভারত সীমান্তঘেঁষা এলাকা প্রায় ৪৪ কিলোমিটার। জেলার পুরো সীমান্তেই চোরাকারবারিরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরো বেড়ে গেছে চোরাচালান। এ অবস্থায় কঠোর অবস্থানে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। পুলিশও তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে চোরাকারবারিরাও যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বিজিবি গত ১০ দিনে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে মাদক, শাড়ি, থ্রি-পিস, মোবাইল ফোনসেট, ফোনের ডিসপ্লে, কসমেটিকস, মহিষ ইত্যাদি। সিলেটের সীমান্তবর্তী উপজেলা জৈন্তাপুরে কেউ প্রথমবার গেলে অবাক হবেন। উপজেলাটিতে পশুপালনের আয়োজন না থাকলেও হাটবাজারগুলো গরু-মহিষে পূর্ণ। চিনিকল না থাকলেও প্রতিদিন এখান থেকে শত শত ট্রাক চিনি সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় নানা ব্র্যান্ডের মাদক। সব কিছু প্রকাশ্যে চললেও প্রশাসন প্রায় নির্বিকার। প্রতিনিয়ত ভারত থেকে অবৈধপথে প্রবেশ করছে গরু, মহিষ, চিনিসহ অন্তত ৩০ ধরনের চোরাই পণ্য। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির কালাচাইন্দা এলাকায় রাত যত বাড়ে, ততই বাড়ে গরু পরিবহন। বেড়ে যায় ট্রাকের চলাচল। এ রকম চিত্র সারা দেশের সব সীমান্তেই কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়, যা দেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির জন্য বড় শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরো বাড়াতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম সীমান্ত এলাকায় সড়কের অভাবে যানবাহন নিয়ে টহল দেওয়া সম্ভব হয় না। কাঁটাতারের বেড়াও নেই অনেক স্থানে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন সীমান্তে রয়েছে বহু সিন্ডিকেট। এসব সিন্ডিকেটে চোরাকারবারিদের পাশাপাশি রাজনীতিবিদ, প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা, এমনকি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিছু অসাধু সদস্য জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সিন্ডিকেটগুলোও কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির কালাচাইন্দা এলাকায় রাত যত বাড়ে, ততই বাড়ে গরু পরিবহন। বেড়ে যায় ট্রাকের চলাচল। এ রকম চিত্র সারা দেশের সব সীমান্তেই কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়, যা দেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির জন্য বড় শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরো বাড়াতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম সীমান্ত এলাকায় সড়কের অভাবে যানবাহন নিয়ে টহল দেওয়া সম্ভব হয় না। কাঁটাতারের বেড়াও নেই অনেক স্থানে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন সীমান্তে রয়েছে বহু সিন্ডিকেট। এসব সিন্ডিকেটে চোরাকারবারিদের পাশাপাশি রাজনীতিবিদ, প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা, এমনকি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিছু অসাধু সদস্য জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে

ডেঙ্গুরোগী শনাক্তের রেকর্ড
প্রয়োজন বিকল্প প্রস্তুতি নেওয়া

আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রাণই গুরুত্বপূর্ণ। অকালে মৃত্যু হোক তা আমরা কেউই প্রত্যাশা করি না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সাথেই আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। এমন অপ্রত্যাশিত মৃত্যু বিভিন্ন দুর্ঘটনায় হয়ে থাকলেও ডেঙ্গু রোগ এর মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে প্রতিবছরই হাজার হাজার মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতিবছর শত শত মানুষ মারা যাচ্ছে এই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবে। এখন প্রশ্ন থাকতেই পারে প্রতিবছর এমন মানুষদের অকাল মৃত্যু হওয়া স্বত্বেও এর কোনো কাঙ্ক্ষিত সমাধান মিলছে না কেনো? তবে কী এভাবেই চলবে প্রতিটি বছর? চলতি বছরের প্রথম দিকে ডেঙ্গু রোগের শঙ্কা কিছুটা কম থাকলেও সাম্প্রতিক সময় তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক দিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১ হাজার ২২১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই দিন ডেঙ্গুর থাবায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮জন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৭৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৩ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৬৭, ঢাকা উত্তর সিটিতে ২০৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২২৮, খুলনা বিভাগে ১৩৪ জন রয়েছেন। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগে ৫৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৮ জন এবং রংপুর বিভাগে ২৮ নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন। এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সবমিলিয়ে ২৯ হাজার ৭৮৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বছরের এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৫৮ জনের। হঠাৎ ডেঙ্গুর এমন উৎপাতে জনগণের মাঝে শঙ্কা কাজ করছে। বর্তমানে সারাদেশে কম বেশি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টি এবং জমে থাকা পানির কারণে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে। এছাড়াও ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা না থাকায় দিনদিন এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সুতরাং এর থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতার সাথে সরকারি উদ্যোগ। তবে আমরা আগের নিয়মেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ চাই না। আমরা এমন একটি সমাধান চাই যেই সমাধানে থাকবে না ডেঙ্গুতে কোনো মৃত্যু। আমরা আশা করব, অন্তর্বর্তী সরকার ওই বিষয়ে দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করে জনগণের মাঝে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবেন।

বর্তমানে সারাদেশে কম বেশি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টি এবং জমে থাকা পানির কারণে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে। এছাড়াও ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা না থাকায় দিনদিন এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সুতরাং এর থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতার সাথে সরকারি উদ্যোগ। তবে আমরা আগের নিয়মেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ চাই না। আমরা এমন একটি সমাধান চাই যেই সমাধানে থাকবে না ডেঙ্গুতে কোনো মৃত্যু। আমরা আশা করব, অন্তর্বর্তী সরকার ওই বিষয়ে দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করে জনগণের মাঝে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবেন

ইসলামে শিক্ষকের মর্যাদা

শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড, আর সেই মেরুদন্ড পরিপক্ব করার কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক। একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে ওঠার পেছনে বাবা-মা'র যেমন অবদান থাকে, তেমন শিক্ষকেরও থাকে বৃহৎ ভূমিকা। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা তাই অনন্য উচ্চতায়। ইসলামেও শিক্ষকদের আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অনন্য সম্মানে ভূষিত করেছে ইসলাম। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষক মাত্রই বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের ব্যক্তি। শিক্ষাকে যাবতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলে, শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে এর বিকল্প নেই। পবিত্র কোরআনে নাজিলকৃত প্রথম আয়াতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাসংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়! আর তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। বিদায় হজের ভাষণে মহানবী (স.) জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে সাহাবাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এসব জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিও"। মহনবী (স.) এর এ আদেশ পালনার্থে মক্কা ও মদীনার পবিত্র জমিন থেকে হাজার হাজার সাহাবী শিক্ষকতার মহান পেশাকে ব্রত করে দেশ ও দেশান্তরে বেড়িয়ে পড়েন। যারা আর মক্কা-মদীনায় ফিরে আসেন নি। রাসূলের প্রখ্যাত সাহাবী ও অন্যতম ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) একদা এক জানাজা নামাজে গমন করে নামাজঅন্তে প্রস্থানকালে উঠের পিঠে চড়ে বসার সময় রেকাবের (উঠের পিঠে উঠার বাহন) উপর পা দিয়ে উঠতে ছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এসে তার পায়ের নিচে দু'হাতের তালু বিছিয়ে দেন। যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেন, এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি নবী (সা.) এর চাচাতো ভাই ও আহলে বাইতের লোক। জবাবে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, শিক্ষকদের এভাবে সম্মান করার জন্য আমাদের আদেশ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) তার জীবদ্দশায় শিক্ষকের বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে দেননি, যদিও শিক্ষকের বাড়ি তার বাড়ি থেকে অনেক দূরত্বের ব্যবধান ছিলো। ইতিহাসে দেখা যায়, আব্বাসীয়দের উল্লেখ্যযোগ্য খলিফা হারুন-অর-রশিদের দুই ছেলে আল-আমিন ও আল-মামুন তাদের শিক্ষকের পায়ে জুতা পড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েন। পরে দুই ভাই সমোঝতা করে দু'পায়ে দু'জন জুতা পড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থা দেখে তাঁদের পিতা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যক্তির মর্যাদা বেশি? শিক্ষক ভীতস্বরে বললেন, এ যুগের খলিফা হারুন-অর-রশিদের মর্যাদা বেশি। এ কথা শুনে খলিফা বললেন, আপনার জবাব সঠিক নয়। যাঁর পায়ে জুতা পড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে খলিফার সন্তানেরা প্রতিযোগিতা করে, নিশ্চয়ই তাঁর মর্যাদা ই বেশি। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উদ্দেশ্য করে কবি কাজী নেওয়াজের বিখ্যাত কবিতার ছন্দ কে না জানে! সম্রাটের পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিয়েছিলো, সম্রাট তা স্বচোখে দেখে শিক্ষককে ডেকে বললেন, শিষ্যকে কি শিখালেন? তার তো শুধু পায়ে পানি ঢেলে দেয়ার কথা নয়, স্বহস্তে পা ধুয়ে দেয়ার কথা। একথা শুনে শিক্ষক উৎফুল্লচিত্তে বলে উঠলেন, "আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির, সত্যই তুমি মহান, উদার বাদশা আলমগীর"। এভাবে কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার "আমার পণ" নামক বিখ্যাত কবিতা "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি" আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে"। খেলাফতের যুগেই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে তখন শিক্ষকের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা হয়েছিল। যদিও দ্বীনি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষকরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান বিতরণ করতেন। আর তাঁরা যেহেতু নিজেদের জীবিকার পেছনে ব্যতিব্যস্ত সময় পার না করে, শান্ত-সৌম্য মস্তিষ্কে জ্ঞান বিতরণের পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাই তৎকালীন খেলাফত ব্যবস্থা বা সরকার তাদের সম্মানে অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁদের জ্ঞান বিতরণের এ মহৎ কাজকে সম্মান জানিয়ে তাদের পরিবার-পরিজনের যাবতীয় আর্থিক খরচ বহন করেছিলেন। যেন জীবনের তাগিদে শিক্ষকদের ভিন্ন কোনো পথে পা বাড়াতে না হয়। হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) তাদের শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'সিরাতুল উমরাইন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর যুগে মুয়াজ্জিন, ইমাম ও শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়া হতো। উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-ও তাঁর যুগে ইয়াজিদ ইবনে আবি মালেক ও হারেছ ইবনে ইউমজিদ আশারি (রহ.)-কে ওই অঞ্চলে দ্বীন শেখানোর কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। বিনিময়ে তাঁদের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করা হয়েছিল। অবশ্য ইয়াজিদ (রহ.) তা গ্রহণ করলেও হারেছ (রহ.) তা গ্রহণ করেননি। ১৯৯৪ সাল থেকে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৫ অক্টোবর দিনটিকে " বিশ্ব শিক্ষক দিবস " হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য দিবসটি নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত দেশীয় প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবস এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সাম্প্রতিককালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট ২০২৪ সবকার পতনের পর কতিপয় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক হেনস্তা ও শিক্ষক অপমানের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে, এতে করে গোটা জাতিকে স্তম্ভিত করে তোলে। এহেন পরিস্থিতি হতে শিক্ষকদের সম্মানের আসনে আসীন করতে হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা কারিকুলামে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভাব ও মর্যাদা কেন্দ্রিক জীবন গঠনমূলক কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা অতীব প্রয়োজন। শিক্ষক বাঁচলে শিক্ষা বাঁচবে; শিক্ষা বাঁচলে দেশ বাঁচবে। এ নীতিকথার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার সব স্তরে শিক্ষকের ন্যায্য অধিকারগুলো সুরক্ষা করা ও জীবন যাত্রার মান উন্নত করণে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। সরকারি ও বেসরকারিভাবে গৃহীত সক্রিয় উদ্যোগ জাতির এ প্রত্যাশা পূরণে কাজ করবে বলে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। মহান রাব্বুল আলামীন শিক্ষকদের উপযুক্ত মার্যাদার আসীনে রেখে প্রকৃত শিক্ষিত জাতি গঠনে আমাদের সহায় হউন (আমিন)।

এসকে এম হেলাল উদ্দিন, কবি ও সাহিত্য সংগঠক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ক্যাথারসিস এবং ব্যঙ্গাত্মক ফেসবুক রিল

ড. মতিউর রহমান

ক্যাথারসিস একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ পরিশুদ্ধি বা বিশুদ্ধীকরণ। এরিস্টটল, তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স'-এ এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ট্র্যাজেডির প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য। তার মতে, ট্র্যাজেডি দর্শকদের মনে করুণা ও ভয়ের মতো শক্তিশালী আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং এই আবেগগুলো পরিশুদ্ধ করে, মানসিক একধরনের বিশুদ্ধি ঘটায়। ট্র্যাজেডি, বিশেষ করে নায়কের দুর্দশা দেখে দর্শকরা করুণা অনুভব করে। একইসঙ্গে নায়কের পতন দেখে ভয়ও অনুভব করে। এই দুই আবেগই মানুষের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এরিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডি এই আবেগগুলো শুধু জাগিয়ে তোলে না, বরং এগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। দর্শকরা ট্র্যাজেডির মাধ্যমে নিজেদের আবেগগুলো বুঝতে পারে এবং পরিশুদ্ধ করতে পারে। ক্যাথারসিসকে একটি নির্দিষ্ট ধরনের আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবেও দেখা হয়। যখন আমরা কোনো ট্র্যাজেডি দেখি এবং নায়কের দুর্দশায় কাঁদি, তখন আমরা একইসঙ্গে একটি আনন্দও অনুভব করি। এই আনন্দ আসে আবেগের পরিশুদ্ধীকরণ থেকে। আমরা যখন ট্র্যাজেডি দেখার পরে থিয়েটার থেকে বের হই, তখন হালকা অনুভব করি, যেন একটি বোঝা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে। এরিস্টটলের ক্যাথারসিসের ধারণা শুধু ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অন্য ধরনের কলাকর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত সব ক্ষেত্রেই কলাকর্ম আমাদের মনে আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং সেই আবেগগুলো পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, ক্যাথারসিস হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আবেগগুলো বুঝতে এবং পরিশুদ্ধ করতে পারি। এরিস্টটলের ক্যাথারসিসের ধারণা কলাকর্মের মানসিক প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এরিস্টটল, 'পোয়েটিক্স'-এ ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তার মতে, ট্র্যাজেডি দর্শকদের মনে করুণা ও ভয়ের মতো শক্তিশালী আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং এই আবেগগুলো পরিশুদ্ধ করে, মানসিক একধরনের বিশুদ্ধি ঘটায়। এই বিশুদ্ধীকরণকেই তিনি ক্যাথারসিস বলেছিলেন। আধুনিক সময়ে এই ধারণাটি ফেসবুকের ব্যঙ্গাত্মক রিলের সাথে জুড়ে দেখতে প্রথমে অদ্ভুত মনে হলেও, আসলে দুইয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ট্র্যাজেডি যেমন দর্শকদের মনে করুণা ও ভয় জাগিয়ে তোলে, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক রিলও দর্শকদের মনে বিভিন্ন ধরনের আবেগ জাগিয়ে তোলে। হাসি, রাগ, বিস্ময়, চিন্তা, এমনকি কখনও কখনও দুঃখও। এই আবেগগুলো হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, কোনো রাজনীতিবিদকে ব্যঙ্গ করে একটি রিল দেখে আমরা একইসঙ্গে হাসি এবং রাগ অনুভব করতে পারি। এই আবেগগুলো মুক্ত করে আমরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানসিক শান্তি অনুভব করি, যা ক্যাথারসিসের অনুরূপ। ট্র্যাজেডি যেমন মানব জীবনের গভীর সত্য তুলে ধরে, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক রিলও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অসঙ্গতি এবং অবিচারকে তুলে ধরে। এই রিলগুলো আমাদের নিজেদের জীবন এবং সমাজের সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। এই চিন্তাভাবনা আমাদের মধ্যে একটি পরিবর্তন আনতে পারে। ব্যঙ্গাত্মক রিলগুলো আমাদের পরিচিত জগৎকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ দেয়। একটি রাজনীতিবিদের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র আমাদের সেই রাজনীতিবিদকে একটি ভিন্নভাবে দেখতে সাহায্য করে। এই নতুন দৃষ্টিকোণ আমাদের সচেতনতা বাড়াতে পারে এবং আমাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যঙ্গাত্মক ফেসবুক রিলগুলো শুধু একটি মজার ভিডিও নয়। এগুলো একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা আমাদের চিন্তা করতে, বুঝতে এবং পরিবর্তন হতে সাহায্য করে। ক্যাথারসিসের ধারণা আমাদের এই প্রক্রিয়াকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। ক্যাথারসিস শুধু আবেগের পরিশুদ্ধীকরণ নয়। এটি আমাদের মনের একটি নির্দিষ্ট অবস্থা, যেখানে আমরা নিজেদের এবং পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে পাই। ট্র্যাজেডি দেখার পরে আমরা যেমন বিশ্বাস, আশা এবং ভালোবাসার মতো মানবিক মূল্যবোধগুলোর গুরুত্ব আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি, তেমনি ব্যঙ্গাত্মক রিল দেখার পরে আমরা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অসঙ্গতি এবং অবিচার সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারি। ব্যঙ্গাত্মক রিলগুলো শুধু আমাদের হাসায় না, এগুলো আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে। একটি ভালো ব্যঙ্গাত্মক রিল, সমাজের কোনো একটি বিষয়কে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে আমরা সেই বিষয়টি একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, একটি রিল কোনো রাজনীতিবিদের কথা বা কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারে যে আমরা সেই রাজনীতিবিদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ি। ব্যঙ্গাত্মক রিলগুলো আমাদের মধ্যে যে আবেগ জাগিয়ে তোলে, সেগুলো শুধু হাস্যরসই নয়। এগুলো আমাদের মধ্যে রাগ, বিস্ময়, এবং চিন্তাও জাগিয়ে তুলতে পারে। এই আবেগগুলো হাস্যরসের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে, আমরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানসিক শান্তি অনুভব করতে পারি। এটাই ক্যাথারসিস। ব্যঙ্গাত্মক ফেসবুক রিলগুলো শুধু একটি মজার ভিডিও নয়। এগুলো একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা আমাদের চিন্তা করতে, বুঝতে এবং পরিবর্তন হতে সাহায্য করে। ক্যাথারসিসের ধারণা আমাদের এই প্রক্রিয়াকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের ডিজিটাল জগতে ফেসবুক রিল এক নতুন ধরনের জনপ্রিয় ভিডিও প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। এই ছোট ছোট ভিডিওগুলোতে হাস্যরস, সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা থাকে। বিশেষ করে, ব্যঙ্গাত্মক রিলগুলো দর্শকদের মনকে শান্ত করে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাপ থেকে মুক্তি দেয়। ক্যাথারসিস হলো এক ধরনের মানসিক পরিশোধন, যেখানে মানুষ তীব্র আবেগ বাইরে বের করে দেয়। ব্যঙ্গাত্মক ফেসবুক রিলগুলোতে এই পরিশোধনটা হাস্যরসের মাধ্যমে ঘটে। আমরা যখন কোনো সমস্যা দেখি, তখন অনেক সময় আমরা সেটা নিয়ে হাসিঠাট্টা করি। এই হাসির মধ্যে আমরা আমাদের হতাশা, রাগ বা অন্য কোনো নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে একটু হলেও কমিয়ে ফেলতে পারি। এভাবে ব্যঙ্গাত্মক রিলগুলো আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোকে মজার উপায়ে তুলে ধরে এবং আমাদের মনকে কিছুটা হলেও শান্ত করে। ব্যঙ্গাত্মক রিলগুলো হাস্যরসের মাধ্যমে গুরুতর সমস্যাগুলোকে হালকা করে তুলে, যা দর্শকদের জন্য অনেক সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই রিলগুলো সামাজিক নিয়ম, রাজনীতি, এবং সাংস্কৃতিক অযৌক্তিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে হাস্যরসের ছোঁয়া দিয়ে তুলে ধরে। এভাবে দর্শকরা তাদের চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিন্তু একই সাথে হাস্যরসের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের অস্বস্তিকরতা থেকেও মুক্তি পায়। এটি এক ধরনের মানসিক শান্তি বা ক্যাথারসিসের মতো কাজ করে। বাংলাদেশে ফেসবুক রিলের ব্যঙ্গাত্মক ভিডিওগুলো এখন জনপ্রিয় সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। রাজনীতি থেকে শুরু করে সামাজিক সমস্যা পর্যন্ত, এই রিলগুলোতে হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের নানা দিককে তুলে ধরা হয়।

পে-স্কেলের ঘোষণা দিলে বহু সমস্যার সমাধান হবে!

রাজু আহমেদ

চাকুরিতে গ্রেড পরিবর্তন নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, অডিটরসহ কয়েক শ্রেণির সরকারি চাকুরিজীবীদের আন্দোলন চলছে। কেউ সরকারের উচ্চপর্যায়ে প্রস্তাব জানাচ্ছে, কেউ দাবি আদায়ে মামলা করছে। উপরমহল থেকে কেউ আশ্বাস পাচ্ছে আবার কারো দাবি পূরণ হচ্ছে। রাষ্ট্র যেটা যৌক্তিক মনে করছে না সেটাকে কৌশলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন আন্দোলন নিয়ে বা দাবি শুনে খোদ সরকার অস্বস্তি অনুভব করছে। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের ১৩তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে বেতনস্কেল উন্নীত করার যে দাবি তা প্রাথমিকে কর্মরতদের কাছে সর্বোচ্চ যৌক্তিক চাওয়া! অডিটরদের মধ্যে যারা ১১তম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেড চায় তাদের যুক্তি হচ্ছে- ১০ম গ্রেডে কর্মরত এবং ১১তম গ্রেডে কর্মরতরা একই কাজ করে! কাজেই সম্মান ও বেতনের তফাত হবে কেন? বর্তমানে যারা যে দাবি তুলছে তাদের পক্ষ থেকে যে ভাবনা ও যুক্তি তাতে তাদের প্রত্যেকের দাবি পৃথিবীর সবচেয়ে যৌক্তিক চাওয়া- অন্তত তারা মনে করে। বরং তাদেরকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত করা হয়েছে- এই ক্ষোভে তারা অনেককিছু বলতেও চায়। আমরা জাতি হিসেবে যত সহজের পরের বিচার করতে পারি তত সহজে নিজেদের ভুল দেখি না! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরতদের ১৩তম গ্রেড থেকে দাবি মেনে ১০ম গ্রেডে আনলে গোটা গ্রেড চেইন যে ভেঙ্গে পড়বে, শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন স্তর, অন্যান্য চাকুরিজীবীদের সাথে নতুন ঝামেলার সৃষ্টি- এসব দাবি আদায়ের জন্য দফতরে দফতরে ঘোরা, মাঠে স্লোগান তোলা- তাদের কেউ ভাবছে না। ভাববেও না- সেটাই স্বাভাবিক। অন্তত আমাদের জাতীয় চরিত্র এটাই নির্দেশ করে! তবে যারা নীতি নির্ধারক তাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনায় পদক্ষেপ নিতে হবে। কেউ কারো বিরোধিতার জন্য নয় বরং অন্যান্য যে সমস্যা সৃষ্টি হবে সেসবের সমাধান কী হবে সেটাও নিশ্চয়ই রাষ্ট্র বিবেচনায় রাখবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় ১ম থেকে ২০তম গ্রেড চালু আছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন গ্রেডের বেতনের পার্থক্য বিশাল। যোগ্যতা ও দায়িত্বের পার্থক্য ও পরিধিও নিঃসন্দেহে বিস্তৃত। উপজেলা পর্যায়ে এন্ট্রি লেভেলের একজন অফিস সহায়ক সর্ব সাকুল্যে ১৬ হাজার টাকার মত বেতন পায়। এই বেতন দিয়ে নিজ ও সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা শুধু কঠিন নয় বরং প্রায় অসম্ভব। চড়া মুল্যস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, চিকিৎসা ব্যয় কিংবা শিক্ষা খরচ নির্বাহ করে মাস শেষে হিমশিম খায় না- এমন চাকুরিজীবীর সংখ্যা কম। ধার-দেনা, ঋণ লেগেই থাকে। যারা উচ্চ গ্রেডের বেতনভুক্ত তাদের বৈধ আয়েও সম্মান নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকা মুশকিল। সামাজিকতা টিকিয়ে রেখে, আত্নীয় স্বজনের দাবি মিটিয়ে বর্তমান বেতনে টিকে থাকা ভয়ানকভাবে চ্যালেঞ্জের। বাজারমূল্যের সাথে বেতন যখন অসামঞ্জস্য হয় তখন ঘুষ নৈতিকতার বাধা ভেঙ্গে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা করে নবম পে স্কেল ঘোষণা সরকারের অগ্রাধিকারমূলক সংস্কারের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যে অস্থিরতা-অসন্তোষ বিরাজিত, যে সংকট উদ্ভূত তা দূরীকরণের সবচেয়ে সহজ তরিকা হতে পারে নতুন বেতন কাঠামো নির্ধারণের সিদ্ধান্ত। বিদ্যমান বেতনে গ্রেডের সংখ্যা ২০টি। এর কোন কোনটির সাথে উপর-নিচের ব্যবধান অনেক বেশি। যা বৈষম্যকে প্রকট আকারে নিয়েছে। ক্ষোভে ফুয়েল দিয়েছে। বেতন গ্রেডের সংখ্যারও সংস্কার করা জরুরি। বড়জোড় ১০টি টায়ারে কিংবা আরও কমিয়ে সমন্বয় করলে বিদ্যমান বৈষম্য অনেকখানি লাঘব হবে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো ঘোষণা করা যায় কিনা- সেটা নিয়েও ভাবা যেতে পারে। সমাজে শিক্ষকের মূল্যায়ন কেবল বেতন দিয়ে নয় বরং সম্মান দিয়েও হয়। সেখানে শিক্ষককে যদি মাসের শেষে হাত পাততে হয়, ঋণের সুদের ফাঁদে পড়তে হয় তবে সে শিক্ষকের নৈতিক মনোবল ভেঙে যায়। শিক্ষকদের বেতনের চেয়ে সম্মানের প্রশ্নটি বেশি প্রাসঙ্গিক। শিক্ষকদের মধ্যে তৃতীয়-দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণির বিভাজন করলে এটাও আত্নসম্মানের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। বেতন যাই হোক- শিক্ষকের মর্যাদা ফাস্ট ক্লাসের হওয়া বৌদ্ধিক! বিদ্যমান ৮ম পে স্কেল ২০১৫ সালে প্রণীত হয়েছিল। তৎকালীন বাস্তবতায় বেতনের পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিল। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করে কিছু কিছু সঞ্চয় করার পরেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করা যেত। সেই বেতন স্কেলের পরে দীর্ঘ ৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের দাম তিনগুণ-পাঁচগুণ বেড়েছে। ব্যয়ের খাত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেতনের যে একটি মাত্র খাত সেটি ব্যয়ের শাখা-প্রশাখার তুলনায় চারার পর্যায়ে রয়ে গেছে। যাদের সঞ্চয় ছিল তারা সেটা ভাঙতে বাধ্য হচ্ছে। যাদের ভরসা শুধু বেতনে তার ঋণের জালে বন্দী হতে বাধ্য হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের সরকারের সময়েও বেতন বৃদ্ধি করার দাবিটি গুঞ্জনের পর্যায়ে ছিল। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে, ভয়-দমনীতির প্রয়োগে এই দাবিটি তেমনভাবে প্রকাশ্যে আলোচিত হয়নি। যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কারের ইশতেহারে রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যায় দৃষ্টি দিয়েছে, সুতরাং বিশেষ কোন শ্রেণীকে বাড়তি সুবিধা না দিয়ে বরং সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে নবম পে স্কেল ঘোষণা করতে পারে। এতে বহুবিধ সমস্যা ও সংকটের সমাধান হবে। এবং সে উদ্যোগটি নেওয়ার এটাই সর্বোত্তম সময়। কোন বিশেষ গ্রুপের দাবি কিংবা চাপের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা করে দাবি পূরণ নয় বরং সার্বিক প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতা বিবেচনায় সবার মঙ্গল হয়, সম্মানজনক জীবিকার উৎস পায়- এমন কোন স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটা দরকার। রাষ্ট্র কোন অস্থায়ী সমাধান দিয়ে সার্বিক শৃঙ্খলা টিকিয়ে রাখতে পারে না। বরং অরাজকতা বৃদ্ধির আশঙ্কা জন্মাবে। যারা যা দাবি তুলছে তা শুনে আংশিক অংশ কিংবা সম্পূর্ণও যদি মেনে নেওয়া হয় তবে ঐ টায়ারের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট অংশীজন তাদের নতুন দাবি, উন্নতির দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হবে। কোন একটি গ্রেডে বিদ্যমান যদি তার পূর্ববর্তী গ্রেড কিংবা লম্ফ দিয়ে আরও একাধিক পূর্বের গ্রেডে চলে আসে তবে যারা মধ্যখানে থাকে তাদের দাবি/চাওয়া নতুন করে যৌক্তিক হবে। সুতরাং যদি সংস্কারের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে এবং বাস্তবতা মেনে সেটা করতে হয় তবে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে আবার নতুন করে যুগোপযোগী হিসেবে গোটা সিস্টেমকে গড়ে তুলতে হবে। আংশিকভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। বৃহত্তর স্টেকহোল্ডারের কোন দাবি চাপে কিংবা যৌক্তিক কারণে মেনে যাওয়া হলে যারা সংখ্যায় অল্প, দাবির স্বর নিম্ন তাদেরকে বঞ্চিত করে, বৈষম্যে ফেলে সিদ্ধান্ত নেওয়া নৈতিকভাবে ঠিক নয়। নতুন নতুন দাবি উঠবে- যার যা ন্যায্যতা, যার যা যোগ্যতা তাকে সেটুকু দিতে হবে। সবকিছুর পরেও মাথায় রাখতে হবে- একজন চাকুরিজীবী মানেই একটি সংসার আর অনেকগুলো স্বপ্ন। রাষ্ট্র যাতে তার অংশীজনকে স্বাচ্ছন্দ্য উপহার দিতে এবং মানসিক ও আর্থিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য রাখার পরেও দাবি পূরণে কার্পণ্য না করে। চাকুরিজীবীরা ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে- প্রচলিত সত্য অভিযোগ। যাদেরকে ঘুষের নেশায় ধরেছে শাস্তি দেওয়া ছাড়া, কর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া তাদেরকে এই পাপ থেকে ফেরানো যাবে। তবে বেতনে কুলাচ্ছে না বলে যারা দু'পয়সা এদিক-সেদিক করে তাদেরকে এই গুরুপাপের দণ্ড দেওয়ার আগে যুগের সাথে যুতসই বেতনাঙ্ক নিশ্চিত করা জরুরি। শুধু সরকারি চাকুরিজীবীদেরকে নতুন পে স্কেলের আওতায় আনলে বেসরকারি খাতের আয় ও শ্রমিকের বেতন অটোমেটিক বদলে যেতে বাধ্য হবে। রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সক্ষমতার ক্রাইসিস চলছে। তবে সে ক্রাইসিস মূলত ডলার কেন্দ্রিক। চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি করলে সেই টাকা দেশের বাজারে নতুন অর্থের সৃষ্টি করবে। মানুষ আসলে শান্তিতে থাকার আশায় চাকুরি করতে বাধ্য হয়। শখের বসে চাকরি করে এমন সংখ্যা সামান্য। কিন্তু বেতন এবং পণ্যের দাম তুলনা করে মাস বিশ দিনে নির্ধারণ করে দিলে ভালো হত! মোটকথা আয়ে কুলাচ্ছে না। রাষ্ট্রের নজর ও সহানুভূতি প্রয়োজন। নয়া সরকারের কাছে জোর দাবি থাকবে নতুন পে স্কেল ঘোষণার। আমি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী, তারা এটা করবে। যারা গ্রেড ও বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করছে- মূল কথা আন্দোলনের ফ্লোর পাচ্ছে তাদের কাছে পে স্কেল ঘোষণার সংবাদ পৌঁছালে যাপিত জীবনে স্বস্তি নেমে আসবে। চলমান বেতন কাঠামোতে কোথাও অসমতা থাকলেও তা নতুন পে স্কেলে সমন্বয় করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে কাউকে আলাদা আলাদা কিছু দিলে অন্যরাও লাইন ধরবে। কারণ সবাই সবার অংশীজন। প্রচলিত শৃঙ্খলা ভাঙলে পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হতে পারে। কাজেই গ্রেডসমূহের মধ্যে বেতনের বৈষম্য যৌক্তিক করে, যোগ্যতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করে তবেই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা হোক। চাকুরির সার্কুলারে যে পদের জন্য যা বেতন তা দেখেই প্রার্থী আবেদন করে। কাজেই চাকুরিতে প্রবেশ করেই বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন, অফিস অচল করে দেওয়া- এই ব্যাপারেও নীতিমালা থাকা উচিত। অনেকের চাহিদাই নিজের যোগ্যতা ও রাষ্ট্রের সামর্থ্যরে অধিক। এটাকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়বে।

লেখক : কলামিস্ট

চলমান বেতন কাঠামোতে কোথাও অসমতা থাকলেও তা নতুন পে স্কেলে সমন্বয় করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে কাউকে আলাদা আলাদা কিছু দিলে অন্যরাও লাইন ধরবে। কারণ সবাই সবার অংশীজন। প্রচলিত শৃঙ্খলা ভাঙলে পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হতে পারে। কাজেই গ্রেডসমূহের মধ্যে বেতনের বৈষম্য যৌক্তিক করে, যোগ্যতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করে তবেই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা হোক। চাকুরির সার্কুলারে যে পদের জন্য যা বেতন তা দেখেই প্রার্থী আবেদন করে। কাজেই চাকুরিতে প্রবেশ করেই বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন, অফিস অচল করে দেওয়া- এই ব্যাপারেও নীতিমালা থাকা উচিত। অনেকের চাহিদাই নিজের যোগ্যতা ও রাষ্ট্রের সামর্থ্যরে অধিক। এটাকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়বে

হিজবুল্লাহর আরেক নেতাকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর হামলা অব্যাহত রয়েছে। হিজবুল্লাহ প্রধানের মৃত্যুর পর বৈরুতে বিমান হামলায় বাহিনীটির আরেক শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। শনিবার এক বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের উপপ্রধান নাবিল কাউক মারা গেছেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। তবে গত রোববার এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি হিজবুল্লাহ। সম্প্রতি ইসরায়েলি হামলায় ইরানের মদতপুষ্ট বাহিনীটির বেশ কয়েকজন শীর্ষ কমান্ডার মারা গেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে দলটির নেতৃত্বে থাকা হাসান নাসরাল্লাহ শুক্রবার মারা যান। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং বিভিন্ন দেশ হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

চীনের নিন্দা ও বিরোধিতা

হিজবুল্লাহ প্রধানের মৃত্যুর পর চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রতিক্রিয়ায় 'লেবাননের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের বিমান হামলার বিরুদ্ধে' তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে সব পক্ষকে বিশেষ করে ইসরায়েলকে সংঘাত বৃদ্ধি করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে তারা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'চীন পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং অঞ্চলটিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' বিবৃতিতে 'সব পক্ষ, বিশেষ করে ইসরায়েলকে পরিস্থিতি শান্ত করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে' আহ্বান জানিয়েছে চীন।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলকে বৈঠকের আহ্বান ইরানের : নাসরাল্লাহর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে ইরান। ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাইদ ইরাভানি নিরাপত্তা কাউন্সিলকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, ইসরায়েল 'যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত হাজার পাউন্ডের বাঙ্কার বাস্টার ব্যবহার করে বৈরুতের আবাসিক এলাকায় সন্ত্রাসী আগ্রাসন চালানোর মতো স্পষ্ট কর্মকাণ্ড চালিয়েছে।' নিরাপত্তা কাউন্সিল যাতে 'ইসরায়েলের হামলা বন্ধে দ্রুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়' সেই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। যদিও ১৫ সদস্যের কাউন্সিলের এ ধরনের বৈঠকের কখন হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

এক হাজারের বেশি প্রাণহানি

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ জানিয়েছে তারা 'অল্প কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কয়েক ডজন সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে'। আইডিএফ দাবি করেছে হিজবুল্লাহর অস্ত্র ও সামরিক স্থাপনা রয়েছে এমন ভবনগুলোতে তারা হামলা চালিয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যে অনুযায়ী, দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে ইসরায়েলের চালানো হামলায় দেশটিতে এক হাজার ত্রিশ জনেরও বেশি প্রাণ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ১৫৬ নারী ও ৮৭ শিশু রয়েছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, হামলার কারণে দুই লাখ মানুষ লেবাননের ভেতরে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ পার্শ্ববর্তী সিরিয়ায় পালিয়ে গেছেন।

থাইল্যান্ডে বাস দুর্ঘটনায় ২২ শিশু নিহতের শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের বাইরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের বহনকারী একটি বাস দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ অন্তত ২৫ জন নিহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার বাসটির চাকা বিস্ফোরিত হয়ে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তবে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আহত বা মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল সাংবাদিকদের বলেছেন, ১৬ শিশু ও ৩ শিক্ষক বাস থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখনও নিখোঁজ রয়েছে ২২ শিশু ও ৩ শিক্ষক। তারা নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী পেতোংটার্ন সিনাওয়াত্রা। তিনি বলেছেন, শিক্ষার্থীরা রাজধানী থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উত্তরে উথাই থানি প্রদেশ থেকে এক সফর শেষে ফিরছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বাসে থাকা শিক্ষার্থীদের বয়স ৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। বাস থেকে ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আগুন নেভার পরও বাসটিতে প্রচণ্ড তাপ থাকায় উদ্ধারকর্মীরা ভেতরে যেওতে পারেনি। ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোষ্ট করা ছবিতে দেখা গেছে, বাসটি আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। পরিবহনমন্ত্রী সুরিয়াহে জুয়াংরুংরুয়াংকিট জানিয়েছেন, বাসটি সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা চালিত ছিল।

সুদানে আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বোমা হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সংযুক্ত আরব আমিরাত অভিযোগ করেছে, সুদানের রাজধানীতে তাদের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বোমা মারা হয়েছে। এর ফলে বাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে রাষ্ট্রদূত সুরক্ষিত আছেন। আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই ঘটনার পেছনে সুদানের সেনা বাহিনীর হাত আছে। তাদের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে আমিরাত। কিন্তু দেশটির সেনাবাহিনীর বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিদ্রোহী আরএসএফ। দীর্ঘদিন ধরে এই আরএসএফ-কে আমিরাত মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে সেনাবাহিনী। গত ১৭ মাস ধরে সুদানে গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানে সেনাবাহিনীরই একটি অংশ আরএসএফ সরকার এবং সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই লক্ষাধিক মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন। আশপাশের দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা। পরিস্থিতি এমনই যে, যেকোনো মুহূর্তে সুদানে বড়সড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। গত জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘ জানায়, আমিরাত যে আরএসএফ-কে সাহায্য করছে এমন প্রমাণ তাদের হাতে আছে। জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, চাঁদ সীমান্ত দিয়ে আরএসএফ-এর কাছে অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে আমিরাত। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এদিন সুদানের সেনা একটি বিবৃতি দিয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, আরএসএফ-কে মদত দিয়েছে আমিরাত। আজ সেই আরএসএফ-ই তাদের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সেনা কখনোই একাজ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

থাইল্যান্ডের ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : থাইল্যান্ডের ডিজিটাল অবকাঠামোয় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে টেক জায়ান্ট গুগল। এই বিনিয়োগের আওতায় একটি নতুন ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হবে, যা থাইল্যান্ডসহ পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্লাউড কম্পিউটিং সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবে। গুগলের এই উদ্যোগে ২০২৫ থেকে ২০২৯ সালের মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। নতুন এই বিনিয়োগ হবে ব্যাংকক ও চনবুরি কেন্দ্রিক। ব্যাংককে থাকবে ক্লাউড অবকাঠামো এবং চনবুরিতে গড়ে তোলা হবে ডেটা সেন্টার। চনবুরি থাইল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। গুগলের প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার রুথ পোরাট জানান, এই বিনিয়োগ থাই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবক এবং সমাজকে ক্লাউড ও এআই প্রযুক্তির শক্তি কাজে লাগাতে সক্ষম করবে। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পায়েতংতার্ন শিনাওয়াত্রার সঙ্গে গুগল কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর বিপুল এই বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হলো। এই ঘটনাকে থাইল্যান্ডের একটি বড় ডিজিটাল হাব হিসেবে আবির্ভাবের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন থাই প্রধানমন্ত্রী। গুগলের এই উদ্যোগের ফলে ২০২৯ সালের মধ্যে থাইল্যান্ডের জিডিপিতে প্রায় ৪০০ কোটি ডলার যোগ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগেও

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শিনাওয়াত্রার পূর্বসূরি স্রেত্থা থাভিসিন মার্কিন টেক জায়ান্টগুলোর কাছ থেকে বিনিয়োগ আনার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক সফরে গুগল, মাইক্রোসফট ও টেসলার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি খাত এখনো সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। দেশটি কৃষি, উৎপাদন এবং পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতিকে আরও বৈচিত্র্যময় ও আধুনিক করার লক্ষ্যে এ ধরনের বিনিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছে। থাইল্যান্ডের ন্যাশনাল ডিজিটাল ইকোনমি ও সোসাইটি কমিশন জানিয়েছে, ২০২৭ সালের মধ্যে ডিজিটাল অর্থনীতি দেশটির মোট জিডিপিতে ৩০ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। গুগলের পাশাপাশি মাইক্রোসফটও থাইল্যান্ডে প্রথম ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে।

বন্যায় নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০৯

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নেপালে ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে নেপালের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির কারণে বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা এখন ২০৯-এ পৌঁছেছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ১৪২ জন এবং নিখোঁজ অনেকে। স্থানীয় সময় গত সোমবার সন্ধ্যায় এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এই বিপর্যয় গত রোববার পর্যন্ত একাধিক প্রদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। ফলে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মতে, অন্তত ২৯ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলো দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে চার হাজার ২২২ জনকে সরিয়ে নিতে পেরেছে। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চলমান উদ্ধার অভিযানে নেপাল পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং নেপালি সেনাবাহিনী একসঙ্গে কাজ করছে।

শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করলো দক্ষিণ কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়ার দিকে টার্গেট করা শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র প্রদর্শন করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। গতকাল মঙ্গলবার সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে অস্ত্র প্রদর্শন করার পাশাপাশি দেশটির প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার শাসকগোষ্ঠী পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। সিউলের নিকটবর্তী সামরিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হাজারো সেনাসদস্যদের উদ্দেশে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়েওল বলেছেন, 'উত্তর কোরিয়া যদি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টা করে, তাহলে তারা আমাদের বাহিনীর পূর্ণ শক্তির জবাব পাবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে (দক্ষিণ কোরিয়া ও) যুক্তরাষ্ট্র জোটের সামরিক সমর্থন। সেদিন উত্তর কোরিয়ার শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হবে।' দুই দেশের চলমান বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালতেই যেন নিজেদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ অবকাঠামোর তথ্য প্রকাশ করে পিয়ং ইয়ং। আসন্ন মার্কিন নির্বাচনের আগে পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের মতো আগ্রাসী পদক্ষেপও নিয়েছে কিম জং উনের দেশ। এর জবাবেই অস্ত্র প্রদর্শন করে সতর্কবার্তা দিলো সিউল। তিনি আরও বলেছেন, 'পিয়ং ইয়ং-এর এই ভ্রম থেকে বেরিয়ে আসা উচিত যে পারমাণবিক অস্ত্র তাদের রক্ষা করবে।'

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী প্রায় ৩শ' ৪০টি সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শন করেছে। এরমধ্যে ছিল তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হিউনমুউ ফাইভ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই ক্ষেপণাস্ত্র ভূমির অত্যন্ত গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ উত্তর কোরিয়ার ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারগুলোও আর নিরাপদ নয়।

সিউল প্রথমবারের মতো এই অস্ত্রের অস্তিত্বের জানান দিলো। অনুষ্ঠানের সময় মার্কিন বাহিনী দূরপাল্লার বি-ওয়ান বি বোমারু বিমান উড়িয়েছে। এরমধ্যে দিয়ে তাদের এশীয় মিত্রের নিরাপত্তায় নিজেদের অঙ্গীকারের দৃঢ়তা প্রদর্শন করলো ওয়াশিংটন।

বিনোদন

মুগ্ধতা ছড়ালেন সন্দীপ্তা সেন

বিনোদন ডেস্ক : ওপার বাংলার বেশ পরিচিত মুখ অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন। টেলি সিরিয়াল থেকে ক্যারিয়ার শুরু করলেও বর্তমান সময়ে ওটিটিতে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। তার মিষ্টি হাসি ও অভিনয়ে খুব অল্প সময়েই পান দর্শকপ্রিয়তা। সন্দীপ্তার সামাজিক মাধ্যমে রয়েছে ব্যাপক অনুরাগীর সংখ্যা। মাঝে মাঝেই নিজেকে ধরা দেন ইনস্টাগ্রামে। সেখানে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নেন অনুরাগীদের মাঝে। গত বছরেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের উচ্চপদস্থ মুখ সৌম্য মুখার্জীর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেছেন সন্দীপ্তা। এখন সময় পেলেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন এই জুটি। সেখান থেকেই ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। এবার সন্দীপ্তাকে দেখা গেল সুইমিং পুলে। যা দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসায় ভাসান তার অনুরাগীরা। দেখা যায়, কালো রঙের মনোকিনি, খোলা চুলে পুলে নেমেছেন অভিনেত্রী। চারদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহ। সন্দীপ্তা যে পুলে নেমে দারুণ খুশি, তাতে অভিনেত্রীর মুখের হাসিই বলে দেয়। কিছুদিন আগেই বর সৌম্যকে নিয়ে কেরালায় বেড়াতে যান সন্দীপ্তা। সেখানেই তিনি পুলের পানিতে নেমে এই ছবিগুলো তুলেছিলেন। তবে সেটা পোস্ট করেন দেরি করে। আগস্টেই জন্মদিন ছিল অভিনেত্রীর। বিয়ের পর এটা তার প্রথম জন্মদিন। তাই দিনটিও এবার খুবই স্পেশাল ছিল নায়িকার জন্য। স্ত্রী সন্দীপ্তার জন্মদিনে আদুরে শুভেচ্ছা জানান বর সৌম্য। কেক কাটা থেকে উপহার সবটাই হয়েছে সন্দীপ্তার জন্মদিনের দিন। তবে বার্থডে ট্রিপটা বাকি ছিল। এবার কেরালার ওয়ানাড় থেকে ধরা দিলেন সন্দীপ্তা। তবে ক্যামেরায় পেছনে যে সৌম্য ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। এই মুহূর্তে আর ছোট পর্দায় দেখা যায় না সন্দীপ্তাকে। একের পর এক ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে চলেছেন অভিনেত্রী। কিছু দিন আগে মুক্তি পেয়েছে 'নষ্টনীড়'-এর দ্বিতীয় সিজন। সেখানে তার অভিনয়ও যথেষ্ট প্রশংসিত হয়।

হাসপাতালে গোবিন্দ

বিনোদন ডেস্ক : গতকাল মঙ্গলবার কলকাতায় আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন গোবিন্দ তার আগে মুম্বাইয়ের বাড়িতে অস্ত্র পরিষ্কার করছিলেন বলে জানা যায়। সেই সময় ভুলবশত গুলিটি এসে লাগে তার গায়ে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজের লাইসেন্স রিভলভার থেকেই গুলিবিদ্ধ হন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ গোবিন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। সেই থেকে অভিনেতার ভক্তদের ঘুম উড়েছিল চিন্তায়। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন গোবিন্দ নিজেই। অভিনেতা নিজের বার্তা সকলকে পৌঁছে দিয়ে জানালেন, আপনাদের সকলের আশীর্বাদ আর মা-বাবার আশীর্বাদে আর গুরুজির কৃপাতে আমার গায়ে যে গুলি লেগেছিল তা বের করে নেওয়া হয়েছে। আমি এখানের (হাসপাতাল) ডাক্তারদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের সকলের প্রার্থনা কাজে এসেছে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সকালে ভুলবশত নিজের রিভলভার থেকে গুলি বের করে ফেলেন তিনি। ভারতীয় সংবাদসংস্থা এএনআই- এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গুলিটি তার পায়ে এসে লেগেছে। গোবিন্দ তার মুম্বাইয়ের বাড়িতে অস্ত্র পরিষ্কার করছিলেন বলে জানা গেছে।

সিনেমার জন্য বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন মাধুরী

বিনোদন ডেস্ক : অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কাজ করেছেন, এমন অভিনেত্রীর অভাব নেই। অন্তঃসত্ত্বা মানেই ছুটি এমনটাও নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত শারীরিক কোনও পরিবর্তন আসছে, ততক্ষণ তারা ক্যামেরার সামনে কাজ করেছেন। এ তালিকায় রয়েছেন রানি মুখার্জি, কাজল, ঐশ্বরিয়াসহ অনেকেই। আর সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। দেবদাস ছবির শুটের সময় তিনি ছিলেন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

সিনেমার বেশিরভাগ শুটই তখন শেষ। তিনি মোটেও কাজ থামাননি। তবে ডোলা রে গানের মতো নাচ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে সেই সময়ও বাকি থেকে গিয়েছিল দেবদাস-এর মেহফিলের গান। হামপে ইয়ে কিসনে এই গানে মাধুরী দীক্ষিতের পারফর্ম আজও চর্চিত। তবে জানেন কি সেই গানে তিনি নেচেছিলেন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই। সেই কারণেই পোশাকে বিশেষ বদল এনেছিলেন পরিচালক সঞ্জয়লীলা ভনসালি। তিনি কুন্দনের কাজের বদলে নির্দেশ দিয়েছিলেন শোলা দিয়ে পোশাকে কাজ করতে। যাতে পোশাকের ওজন এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যায়। আর মাধুরী নাচতে পারেন। তাতে বেশ সুবিধেই হয়েছিল অভিনেত্রী। যে গানের আইকনিক দৃশ্যও বা হুক স্টেপ আজও চর্চিত। তা জেনে বুঝেই বসে বসে করা হয়েছিল। অধিকাংশ অংশেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাধুরী দীক্ষিতকে। শুটিং-এর জন্য কোনও সমস্যা হয়নি তেমন। আজও এই ছবি চর্চিত। সঞ্জয়লীলা ভনসালির অন্যতম প্রযোজনা। যেখানে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন থেকে শুরু করে শাহরুখ খান, প্রত্যেকের চরিত্রের উপস্থাপনাই প্রশংসনীয়।

রণবীরের নগ্ন ছবিতে আপত্তি নেই দীপিকার!

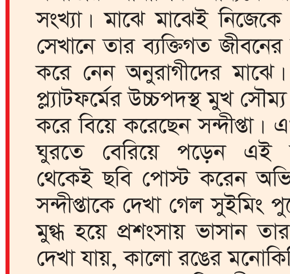

বিনোদন ডেস্ক : এক সময়ে ছোট পর্দার আকর্ষণ ছিল ধারাবাহিক 'শক্তিমান'। সেই ধারাবাহিক ছবির আকারে তৈরি হচ্ছে। 'শক্তিমান'-এর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন রণবীর সিংহ। কয়েক বছর আগে এই খবরই ছড়ায়। কিন্তু, কাল হল রণবীরের উন্মুক্ত ফটোশুট? সেই ফটোশুট দেখে চটে গিয়েছিলেন স্বয়ং 'শক্তিমান' তথা মুকেশ খন্না। তার আপত্তিতেই কি রণবীরের শেষ পর্যন্ত 'শক্তিমান' সাজা হল না? সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে মুকেশ সেই নগ্ন ফটোশুট নিয়ে বলেন, রণবীর আসলে নগ্ন হয়ে ফটোশুট করেনি। ও আমাকে বলেছিল, ফটোশুটের সময় ও অন্তর্বাস পরেছিল। কিন্তু আমার মনে আছে, সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে ও জানিয়েছিল, নগ্ন ফটোশুটে ও যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিল। রণবীর স্বচ্ছন্দ হতে পারে। কিন্তু এই ছবি দেখে আমরা স্বচ্ছন্দ নই। এমন উন্মুক্ত ফটোশুট করায় স্ত্রী হিসেবে দীপিকা পাড়ুকোন কেন কোনো আপত্তি জানাননি? প্রশ্ন তোলেন মুকেশ। তিনি বলেন, 'রণবীরের স্ত্রীও বিষয়টি নিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। সংবাদমাধ্যমের কাছে এমনই মন্তব্যে করেছিলেন ওঁরা। দীপিকা কোনো আপত্তিই জানাননি। যে কোনো মহিলার স্ত্রী হিসাবে আপত্তি জানানোর কথা এমন পরিস্থিতিতে। এত আধুনিক হওয়ার তো দরকার নেই।' রণবীর নাকি 'শক্তিমান'-এর চরিত্রে অভিনয় করতে আগ্রহী ছিলেন। এই ইচ্ছে তিনি মুকেশ খন্নার কাছেও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাজি হননি মুকেশ। কারণ স্বরূপ বর্ষীয়ান অভিনেতা বলেন, 'এই চরিত্রের মুখে যে বিষয়টি প্রয়োজন সেটা রণবীরের মধ্যে নেই।

হৃদরোগ সমস্যায় হাসপাতালে রজনীকান্ত

বিনোদন ডেস্ক : হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার রজনীকান্ত। গত সোমবার রাতে বর্ষীয়ান এ অভিনেতাকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এখন অবস্থা স্থিতিশীল। হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

৭৬ বছর বয়সী অভিনেতা দুটি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন- পরিচালক জ্ঞানভেল রাজার ভেট্টিয়ান, যা ১০ অক্টোবর মুক্তি পাবে এবং লোকেশ কানারাজের কুলি। প্রায় এক দশক আগে সিঙ্গাপুরে কিডনি প্রতিস্থাপন করেন এই সুপারস্টার। সম্প্রতি, তিনি স্বাস্থ্যের অবনতিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে রাজনীতি থেকেও বেরিয়ে এসেছেন। রজনীকান্ত, যাকে ভালোবেসে সকলে 'থালাইভা' নামে ডাকে, ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী অভিনেতা। শিবাজি, বাশা, এনথিরান (রোবট), আনাত্তে, পেট্টা, কালা, দরবার এবং কাবালিসহ বহু সফল সিনেমা রয়েছে তার ঝুলিতে।

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অসাধারণ অভিনয় দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে আসছেন। তার শেষ রিলিজ ছিল জেলার, যা ২০২৩ সালে ৯ অগস্ট মুক্তি পেয়েছিল। এবং বক্স অফিসে পাওয়ার হাউজ প্রমাণিত হয়। সেই বছরের অন্যতম বড় হিট ছিল জেলার।

টাঙ্গাইল : জনপ্রিয় সুমিষ্ট ফল আনারসের দেশের ঠিকানা হচ্ছে মধুপুরে আর এর কেন্দ্রবিন্দু জলছত্রে। মুধুপুরের জলছত্র বাজারে প্রতিদিনের আনারসের হাটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের বেচাকেনা।

উন্নয়নে ১১শ’ কোটি বরাদ্দ

ভোমরা স্থলবন্দর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দরের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ১১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ স্থলবন্দরটিকে পূর্ণাঙ্গ বন্দরে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ১১০০কোটি টাকা। বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে ভোমরা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ শুরু হয়েছে। বন্দরের ওয়ার হাউজ, শেড, ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, পর্কিং ইয়ার্ড, আর্ন্তজাতিকমানের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষে সকল ধরনের পণ্য আমদানির কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করলে এই বন্দর থেকে বছরে সরকারের কয়েক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হবে বলে জানিয়েছে কাস্টম কর্তৃপক্ষ। ভোমরা স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬ সালের ১৫ এপ্রিল ১৬টি পণ্য নিয়ে এলসি স্টেশন হিসেবে যাত্রা শুরু করে ভোমরা স্থলবন্দর। ২০১৩ সালে ওয়্যারহাউস নির্মাণের পর ভোমরাকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর করা হয়। কিন্তু মাত্র ১৫ একর জমির উপর নির্মিত অপ্রতুল অবকাঠোমো দিয়ে চলছিল বন্দরের কার্যক্রম। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিন দাবির মুখে চলতি বছরের ২৯ আগস্ট ভোমরা বন্দর দিয়ে গুড়ো দুধ ব্যতিত সকল পণ্য আমদানির অনুমতি দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। কিন্তু প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দেয়া সুযোগ ঠিকমত কাজে লাগতে পারছিলা না বন্দর ব্যবহারকারি ব্যবসায়িরা।

সার্বিক দিক বিবেচনায় ভোমরা স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১১০০কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। “ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক” এই প্রকল্পের আওতায় বন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৯ দশমিক ৮৩৫০ একর অধিগ্রহণ করে সেখালে বালু ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে। বাকি ৫৭ দশমিক ৪৭৩৭ একর জমি শীঘ্রেই অধিগ্রহণ করা হবে। এদিকে ভোমরার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভোমরা স্থল বন্দরের বিপরীতে ভারতের ঘোজাডাঙ্গা বন্দরের উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে ভারতীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। এলক্ষ্যে ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আদিত্য মিত্র সম্প্রতি ঘোজাডাঙ্গা স্থলবন্দর এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে সেখানেও জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। ভোমরা স্থলবন্দর সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ খান বলেন, ভোমরা বন্দরের বিপরীতে ভারতে ঘোজাডাঙ্গা কাস্টমস থেকে কলকতার দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটারেরও কম থাকায় আমদানি-রপ্তানিকারকরা এই বন্দরের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখান। দূরত্ব কম, পণ্য পরিবহনে ফুয়েল সাশ্রয় ও সময় বাঁচার কারণে ব্যবসায়ীরা অতি কম সময়ের মধ্যে ভোমরা বন্দর থেকে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পণ্য সরবরাহ করতে পারেন। এজন্য ব্যবসায়িরা ক্রমশঃ ভোমরা বন্দও ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ভোমরা স্থলবন্দর সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, ভোমরা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার পর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমা লের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাগ্য খুলেছে। কলকাতা থেকে ভোমরা বন্দরটি সব থেকে কাছে হওয়ায় আমদানি-রপ্তানিতে ভোমরা বন্দর ব্যবসায়িদের কাছে খুবই গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দিন দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই বন্দরের প্রতি আমদানি-রপ্তানিকারকরা ঝুঁকছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষে দেশের অন্য সকল বন্দর থেকে রাজস্ব আদায়ে অনেক এগিয়ে যাবে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর। ভোমরা স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক মোঃ রুহুল আমিন (ট্রাফিক) বলেন, বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১শ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ১০ একর জমি অধিগ্রহণ শেষে সেখানে বালু ভরাটের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাকি ৫৭ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য সরেজমিনে যৌথ তালিকা (ফিল্ডবুক) প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। শীঘ্রেই অধিগ্রহণেরে কাজ শুরু হবে। তিনি আরো বলেন, জমি অধিগ্রহণ শেষ হলে সেখানে উন্নতমানের ওয়ার হাউজ, শেড, ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, পর্কিং ইয়ার্ড, আর্ন্তজাতিক মানের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে এগুলো সম্পন্ন করা হলে ভোমরা স্থলবন্দরে আমূল পরিবর্তন আসবে।

সিংড়ায় গোডাউনের তালা ভেঙ্গে ধান চুরি

সিংড়া প্রতিনিধি : নাটোরের সিংড়া পৌর শহরের গরু হাটি এলাকার একটি ভাড়া গোডাউন থেকে ১৯০ বস্তা ধান চুরির বার দিন পেরিয়ে গেলেও চুরি হওয়া ধানের কোন সন্ধান করতে পারেনি পুলিশ। এতে স্থানীয় ধান ব্যবসায়ীদের মাঝে চুরি আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে পুলিশের দাবি চুরি সহ সকল অপকর্ম রোধে পুলিশ সচেতন রয়েছে এবং এই ধান চুরির সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করতে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত কাজ করছেন। ক্ষতিগ্রস্থ ধান ব্যবসায়ী সোহেল রানা ও জহুরুল ইসলাম জানান, প্রায় ৪ বছর ধরে শহরের গরু হাটি এলাকায় গোডাউন ভাড়া নিয়ে ধান কেনা-বেচা করে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে গোডাউনের তালা ভেঙ্গে ১৯০ বস্তা ধান চুরি করে নিয়ে যায় সংঘবদ্ধ চোর চক্র। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ছয় লাখ টাকা। পরে থানা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগের পর থেকে ওই এলাকায় রাতে ঘুরাঘুরি করতো এমন কিছু লোকজন গা ঢাকা দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত চুরির ধান উদ্ধার ও চোরচক্রের কোন সন্ধান না পাওয়ায় আশে পাশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে চুরি আতঙ্কে বিরাজ করছে বলে জানান তারা। স্থানীয় লেবার সরদার মামুন ও বাবু মিয়া বলেন, রাতে গোডাউনের তালাবন্ধ করে সবাই বাড়িতে যান। সকালে এসে দেখতে পান একটি গোডাউনের তালাভাঙ্গা। পরে ভেতরে ঢুকে দেখেন সাজানো একটি লাট থেকে অনেক বস্তা ধান নেই। সিংড়ার বণিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান সবুজ বলেন, রাত-দিন ২৪ ঘন্টা অনেক ব্যবসায়ী ধান ফেলে রাখার পরও অত্র এলাকার কোন ব্যবসায়ীর ধান চুরির ঘটনা ঘটেনি। দেশে পরিবর্তনের পর কিছু দুষ্কৃতিকারী এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদেরকে আইনের আওতায় না আনা গেলে ব্যবসায়ীদের আরো বড় ধরণের ক্ষতির আশঙ্কা করেন তিনি। ধান চুরি অভিযোগের তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক রাজু আহমেদ বলেন, চুরি সংঘটিত হওয়ার সময় সেখানে কারা উপস্থিত ছিল। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সিডিআর এর আবেদন করেছেন। সেটি হাতে পেলেই তদন্ত কাজ সহজ হবে। সিংড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আকবর আলী বলেন, চুরি-ডাকাতি সহ সকল অপকর্ম রোধে তারা সচেতন রয়েছেন।

বন্দরে গার্মেন্টস পণ্য আটক

বেনাপোল প্রতিনিধি : বেনাপোল বন্দরের কাগজপত্র বিহীন উন্নতমানের গার্মেন্টস পণ্য আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে বন্দরেরে ১৭ নং শেড থেকে ট্রাকে লোড করার সময় এ পণ্য চালান জব্দ করা হয়। আটককৃত পণ্য চালানটির মূল্য তিন কোটি টাকা। চালানটিতে সরকারের প্রায় কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল বলে কাস্টমস সূত্রে জানা যায়।

সূত্রে জানা যায়, ভারত থেকে আসা পণ্য চালানটি বন্দরের ১৭ নং শেড ইনচার্জ আবদুল মতিনের সহযোগিতায় ভারতীয় ট্রাক থেকে আনলোড করা হয়। এরপর আজ সকাল ১০ টার দিকে কাগজপত্র বিহীন পণ্যচালানটি খুলনা মেট্রো-ট ১১-২১৬৭ নং কাভার্ডভ্যানে লোড করার সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আটক করে। সরেজমিনে বন্দরের ১৭ নং শেডে গিয়ে দেখা যায়, উন্নত মানের গার্মেন্টস পণ্য শাড়ি থ্রি-পিস, প্যান্টের পিস,বোরখার কাপড়, সোফার কভার এসব পণ্য কাভার্ডভ্যানে লোড করা হচ্ছে। এ সময় গোপন সংবাদে কাস্টমসের একটি দল ওই শেডে অভিযান পরিচালনা করে পণ্যচালানটি আটক করে। তবে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এসব পণ্যের স্বপক্ষে কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এ বিষয়ে ১৭ নং শেড ইনচার্জ মতিন বলেন, এই পণ্য কার আমি জানি না। কীভাবে শেডে নামল তাও আমি বলতে পারি না। শেডের চাবি থাকে শেড ইনচার্জের কাছে তাহলে এই অবৈধ পণ্যচালানটি আনুষ্ঠানিকতা শেষে কীভাবে বন্দরে প্রবেশ করল। গণমাধ্যমকর্মীদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার এখানে প্রান্ত নামে একজন এনজিও কর্মী থাকে তিনি মিয়ান নামে একটি সিএন্ডএফ এজেন্সির বর্ডারম্যান আব্দুল্লাহর সহযোগিতায় শেডে পণ্য আনলোড করে আমার অনুপস্থিতিতে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থলবন্দরের কার্গো শাখা থেকে জানা যায়, বেনাপোল সিএন্ডএফ এবং অ্যাসোসিয়েশনের বইয়ের তালিকায় ওই সিএন্ডএফ এজেন্সির নাম নেই বা তাদের কোন অফিসও নেই এবং আব্দুল্লাহ নামে কোন বর্ডারম্যানও নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বেনাপোলের একটি চক্র সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। চক্রটি জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে স্থলবন্দর ও কাস্টমসের কিছু অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে ভারত থেকে পণ্য আমদানি করে সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন কিছু অসাধু আমদানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্ট মালিক। পণ্য চালানটি পরীক্ষণের সময় কাস্টমস কর্মকর্তারা বলেন, কি পরিমান পণ্য আছে তা ওজন করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানা যাবে। তারা জানায়, আমদানিকৃত এসব পণ্যর কোন বৈধ কাগজপত্র বা পণ্যের কোন মালিক পাওয়া যায়নি। বেনাপোল বন্দরের উপ-পরিচালক রাশেদুল সজিব নাজির জানান, আটককৃত অবৈধ পণ্য চালানটির বিষয়ে কাস্টমস তদন্ত করছেন। তবে বন্দরের কারো দায়িত্ব পালনের অবহেলা থাকলে তার বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বরগুনায় সাতাঁর প্রশিক্ষন দিচ্ছেন জেল সুপার

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনা উপকূলীয় জেলা ও দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হওয়া স্বত্তেও এখানে নেই কোন সুইমিং পুল। যার ফলে এ এলাকার শিশু, কিশোররা সাতাঁর শিখতে পারছেনা।

এ কারণে নদীবেষ্টিত এ এলাকায় শিশু কিশোরদের জীবনের ঝুকি নিয়েই চলাচল করতে হয়, প্রতি বছর বেশ কিছু শিশু, কিশোর সাতাঁর না জানার কারণে অকালেই পুকুরে পরে প্রাণ হারায়। নিজ উদ্যোগে ও বিনা পারিশ্রমিকে বরগুনা শহরের এল,জিইডি ভবনের একটি পুকুরে প্রায় ২৫ জন শিশু ও কিশোর কে সাতাঁর প্রশিক্ষন দিচ্ছেন, বরগুনা কারাগারের জেল সুপার আমজাদ হোসেন ডন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে ১৯৮৩ সালে শ্রেস্ঠ সাতাঁরুর পুরস্কার অর্জন করেন,১৯৮৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে রৌপ্য পদক পান, জাতীয় সাইক্লিং এ ২০০৫ সালে স্বর্ন পদক পান। তিনি ২০২২ সা?লে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন। তার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জেল ক্রীড়া ক্ষেত্রে ৭ টি ইভেন্টে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মান বয়ে এনেছে।এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাতাঁর শিখতে আসা শিশু সালমান, নাহিয়ান,মইউক, মনিষা,আদিত্য,অর্ক, মুয়াজ,প্রিন্স,পবন, আদি, রাজিন। এরা প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে সাতাঁর প্রশিক্ষন নিচ্ছে। মনিসা জানান,আমি আগে সাতাঁর জানতামনা স্যার আমাকে সাতাঁর শিখিয়েছেন।

মইউক জানান, কয়েকদিন হয় সাতাঁর শিখতে এসেছি এখন আমি সাতাঁর কাটতে জানি। এবিষয়ে, অভিভাবক হাফিজা নুপুর বলেন বরগুনায় শিশুদের সাতাঁর শে খার জন্য কোন সুইমিং পুল নেই। এখানে সাতাঁর শেখানো হচ্ছে জেনে আমি আমার সন্তান সালমান (৮) কে নিয়ে এসেছি। এ বিষয়ে বরগুনা জেলা কারাগারের জেল সুপার আমজাদ হোসেন বলেন,ছোট বেলা থেকেই আমি সাতাঁরের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। সাতাঁর শিখুন জীবন বাঁচান এই শ্লোগানকে আমি কাজে লাগাতে চাই। তিনি আরো বলেন, বরগুনায় কোন সুইমিং পুল নেই, সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে, জেলা ক্রীড়া সংস্হার মাধ্যমে এই জেলা শহরে একটি সুইমিং পুল জরুরি প্রয়োজন।

কলমাকান্দায় ভারতীয় মালামাল জ'ব্দ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি : কলমাকান্দায় অবৈধ পথে আনা ভারতীয় চিনিসহ বিজিবি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ১৮ লাখ ১৫ হাজার টাকার মালামাল জ'ব্দ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে লেংগুরা ইউনিয়নের ক্যাপাসিটি মোড় নামক এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ বস্তা চিনি জব্দ করা হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

এ ছাড়া ওই এলাকার একটি গুদাম ঘরে নোংরা পরিবেশে ভারতীয় চিনি থেকে প্রস্তুত করা ৬ হাজার ৮৫৮ কেজি মিশ্রি জ'ব্দ করা হয়। যার বাজার মূল্য ১০ লাখ ২৮ হাজার ৭০০ টাকা।

তাছাড়াও ওই গুদাম ঘর থেকে আরো ৪ লাখ ৯ হাজার ৩২০ টাকা মূল্যের ৩ হাজার ৪১১ কেজি গুড় জ'ব্দ করা হয়।

এই যৌথ অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. শহিদুল ইসলাম। এ ব্যাপারে বিজিবি কর্তৃক নিয়মিত মা'ম'লা রুজুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চাটমোহরে দু’দিনে ৫টি গরু চুরি

চাটমোহর প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে দু’দিনে ৫টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোর গরু চুরি করে পিকআপ ভ্যানে তুলে চম্পট দেয়। গত সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার দোলং মধ্যপাড়া গ্রামে ও গত শুক্রবার দিবাগত রাতে জাবরকোল গ্রামে এ দু’টি চুরির ঘটনা ঘটে। গত সোমবার দিবাগত রাতে বিলচলন ইউনিয়ন দোলং মধ্যপাড়া গ্রামে ইসমাইলের খামার থেকে চোর দু’টি ষাঁড় গরু চুরি করে নিয়ে যায়। বাড়ির লোকজন চোরের উপস্থিতি টের পেলেও ঘরেই বাইরে থেকে চোর দরজা আটকে দেওয়ায়া কেউ বের হতে পারেননি।

চুরি যাওয়া ষাঁড় দু’টির আনুমানিক দাম আড়াই লাখ টাকা। এদিকে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নের জাবরকোল গ্রামের আজমত আলীর খামার থেকে তিনটি গাভী গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের লোকজন চোরের উপস্থিতি টের পেলেও পিকআপ ভ্যান গাড়িতে গরু তিনটি উঠিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। আজমত হোসেন জানান, গত শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে খামার থেকে তিনটি গাভী গরু খুলে নিয়ে যায়। এ সময় পরিবারের লোকজন টের পেয়ে ঘরের বাইরে বের হলে চোরের দল গাড়িতে করে গরু উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। চুরি যাওয়া গরু ৩টির আনুমানিক মূল্য ৯ লাখ টাকা। ভুক্তভোগী দুই খামারী চাটমোহর থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল আলম জানান,এ বিষয়ে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। গরু চোর প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

বীরগঞ্জে শিশু ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার ১

বীরগঞ্জ প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ১১ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ওমর ফারুক (২২) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ওমর ফারুক পৌরসভার মাকড়াই এলাকার আলিম উদ্দিন ইসলামের ছেলে। গত সোমবার বিকেল ৫টায় তাকে বীরগঞ্জ থানার এস আই মাহফুজসহ সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স ঘোড়াবান্দ কাজল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার দুপুর ১১টার দিকে তাল কুড়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীশিশুকে (১১) জৈনক মুখির এর বাঁশ বাগানে নিয়ে ওমর ফারুক জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রক্তাক্ত অবস্থায় সাইফুল ইসলামের স্ত্রী নাজমা বেগম ও বিষু হেমরমের স্ত্রী শান্তি হেমরমসহ স্থানীয়রা পরিবারের লোকজনদের সংবাদ দেন। ভিকটিমকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। রাতে ভিকটিমের পিতা ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানায়। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে বীরগঞ্জ থানায় নারী শিশু আইনে একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছে। যাহার মামলা নং -২৫, তারিখ ৩০/০৯/২০২৪। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানার ওসি মজিবুর রহমান স্বীকার করে জানান,ধর্ষণ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত আসামি ওমর ফারুক কে আটক করে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জেলা আদালত সোর্পদ করা হয়েছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে বেনাপোলে আটক ২

বেনাপোল প্রতিনিধি : বেনাপোলের ৪ নম্বর ঘিবা সীমান্তের শাখারীপোতা এলাকা থেকে দুইজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গত সোমবার বিকালে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন, কুসুম লাক্সম্যান গাওয়ান্ড (২৫) ও তার মেয়ে গৌরী লাক্সম্যান গাওয়ান্ড (৫)। তারা ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের বাসিন্দা। বিজিবি জানায়, ঘিবা বিওপির বিজিবির একটি নিয়মিত টহল দল শাখারীপোতা বাজার এলাকায় সড়কের উপর অবস্থান করছিল। এমন সময় ওই সড়ক দিয়ে একটি ইজিবাইক দুইজন যাত্রী নিয়ে ঘিবা সীমান্তের দিকে যাওয়ার যাচ্ছিলেন। এ সময় বিজিরি সন্দেহ হলে ইজিবাইকটি থামিয়ে দুই যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একপর্যায়ে তারা ভারতীয় নাগরিক বলে স্বীকার করেন। তারা গত ১৭ জুলাই ভারত থেকে অবৈধপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। একইভাবে আজ তারা ভারতে ফিরে যাচ্ছিলেন। যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নে কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, আটককৃত ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোর্পদ করা হয়েছে।

বরিশালে ১৬২ মন্ডপে হবে দুর্গা পূজা

বরিশাল প্রতিনিধি : অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বরিশাল বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পূজা মন্ডব আগৈলঝাড়া উপজেলার ১৬২টি মন্ডপে শেষ সময়ে চলছে শারদীয় দুর্গা পূজার আয়োজন। সরকারি হিসেব মতে, এ বছর উপজেলায় মোট ১৬২টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। বাকি ছয়টি মন্ডপে পরে বাসন্তি পূজা এবং তিনটি মন্ডপে জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) মোঃ মোশারফ হোসেন জানান, প্রতি পূজা মন্ডপের জন্য সরকার পাঁচশ’ কেজি করে চাল সহায়তা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত চাল পাওয়া গেছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বরাদ্দকৃত চাল মন্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের অনুকূলে ডিও লেটার প্রদান করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিমা নির্মানের কাজ শেষ করেছেন মৃৎশিল্পীরা। উপজেলার শিহিপাশা গ্রামের পাল পাড়ার বাসিন্দা শিব শংকর পাল, সুদেব পাল, জয়দেব পাল, সঞ্জয় পালসহ অন্যান্য মৃৎ শিল্পীরা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও প্রতিমার আকার ও আয়তন ঠিক রেখেই প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়েছে। দো-মাটির কাজও শেষ করা হয়েছে। এখন রং তুলির আঁচরে তারা ফুঁটিয়ে তুলবেন প্রতিমার সৌন্দর্য্য। সাথে চলছে প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জার কাজ। বরিশাল রেঞ্জ পুলিশের ডিআইজি মঞ্জুর মোরশেদ আলম বলেছেন, এবার বিভাগে পূজা মন্ডপের সংখ্যা ১৫শ’ ৯৫টি। এরমধ্যে স্থায়ী পূজা মন্ডপ ১৩শ’ ৪২ ও অস্থায়ী পূজা মন্ডপ ২৫৩, বিরোধপূর্ন পূজা মন্ডপ ছয়টি, অধিক গুরুত্বপূর্ন ৪৯২, গুরুত্বপূর্ন ৬১২টি এবং সাধারণ পূজা মন্ডপ ৪৯১টি। ডিআইজি বলেন, সনাতন ধর্মাবোলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার সময় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা দিতে ইতোমধ্যে সবধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্জিকা মতে, বুধবার মহালয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্তলোকে বেঁজে উঠবে দেবীর আগমনী বার্তা। আগামী ৮ অক্টোবর দেবীর বোধন, ৯ অক্টোবর ষষ্ঠী পুজার মধ্যদিয়ে দেবীর দুর্গার নবপত্র কল্পারম্ভ, ওইদিন মন্ডপে মন্ডপে বেঁজে উঠবে ঢাক-ঢোল আর কাঁসরের বাজনার শব্দ।

কালীগঞ্জে শিক্ষকদের মানববন্ধন

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : স্কুল খোলা রেখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত সহকারি শিক্ষকদের দশম গ্রেড বাস্তবায়ন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার বিকেল ৪ টার দিকে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কালীগঞ্জ উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ সহকারী শিক্ষকরা দুপুরের পর পাঠদান না করিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে এ মানববন্ধনে অংশ নিতে অনেক আগে ভাগেই স্কুল থেকে পাঠদান বন্ধ রেখে আসেন।স্কুলের পাঠদানের সময়ে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটোকে মানববন্ধন করায় অভিভাবকসহ সকল মহলে চলছে আলোচনা সমালোচনা। গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মতিউর রহমান মানিক জানান,সময়ের ব্যাপারে সকলকে বলা হয়েছিল।আমি স্কুল থেকে ছুটি নিয়েই আগে মানববন্ধনে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। সানবান্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বশির আহমেদ জানান, আমি ও আমার শিক্ষকরা সময়মত স্কুল ছুটি দিয়ে মানবন্ধনে গিয়েছিলাম শেষের দিকে। একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, ৫ আগষ্টের পর থেকে প্রায় দুই মাস বিদ্যালয়ে অনিয়মিত পাঠদান হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অথচ শিক্ষকরা এখন আবার দাবি আদায়ের জন্য পাঠদান বন্ধ রেখে প্রতিনিয়ত মিটিং ও মানববন্ধন করছেন। এতে শিক্ষার মান নিয়ে শংশয় প্রকাশ করেছেন তারা।কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটোকে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রেখে দূর দুরন্ত থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করলে স্কুলের সময়সীমার ব্যাপারটি নিয়েকর্তৃপক্ষের কেউ প্রশ্ন তোলেননি।

আবার মানববন্ধন শেষে তাদের দাবির জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেদারুল ইসলামের কাছে স্বারকলিপি প্রদান করেন শিক্ষকরা। সে সময় মানববন্ধনে শিক্ষক নেতারা আরো কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে জানিয়ে ছিলেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মাহামুদ হাসানের নিকট শ্রেনি কক্ষে পাঠদান বন্ধরেখে বিকাল ৪ টার সময় মানববন্ধন করার কোনো বিধি-বিধান আছে কিনা এবং যারা মানববন্ধনের জন্য স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন তাদের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব তিনি বলেন, ব্যাপারটি আমি খোঁজ খবর নিয়েদেখছি। নিয়মের ব্যাতায় ঘটলে অবশ্যই আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে অবগত করবো।

রাণীনগরের মানববন্ধন

রাণীনগর প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগরে ছাত্রীর সাথে অনৈতিক কর্মকান্ডের ভিডিও ভাইরাল হওয়া সেই শিক্ষক সাদেকুল ইসলাম পিটুকে অপসারন ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলা চত্বরে নিরাপদ সমাজ চাই (নিসচা)র ব্যানারে এই মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারক লিপি দেয়া হয়েছে। এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় নিরাপদ সমাজ চাই (নিসচা)র ব্যানারে উপজেলা পরিষদ চত্বরে রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নিসচার উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক মেজবাউল হক লিটন সভাপতিত্ব করেন।

এতে কমিটির যুগ্ন আহ্বায়ক মোস্তাক হোসেন,পাভেল রহমান,সদস্য জিল্লুর রহমান,সচেতন সমাজের পক্ষে রকি আহম্মেদ,মোস্তফা হোসেন,এমদাদ ইসলাম,প্রভাষক জাকির হোসেনসহ এলাকার লোকজন মানববন্ধনে অংশ নেয়। প্রায় ঘন্টাব্যাপী চলা মানববন্ধন শেষে সহকারী শিক্ষক সাদেকুল ইসলাম পিটুকে অপসারনসহ তার বিচারের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর একটি স্মারক লিপি দেয়া হয়েছে। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,শিক্ষক পিটুর অনৈতিক ভিডিও ছড়িয়ে পরার পর থেকে ইজ্জত সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে শংকিত হয়ে পরেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তাই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিরাপদ পরিবেশে ফিরে দিতে শিক্ষক পিটুকে অপসারন ও বিচারের দাবি জানান।

বক্তারা আরো বলেন,আগামী ৭দিনের মধ্যে অপসারন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থে আরো কঠিন সিন্ধান্ত নেয়া হবে বলে হুশিয়ারী দেয়া হয়।

এর আগে গত এক মাস আগে ওই শিক্ষককে অপসারন পূর্বক বিচারের দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য,গত ২০২১সালের মে মাসে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও একই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগারীক) সাদেকুল ইসলাম পিটুর অনৈতিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পরে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকের অপসারন ও বিচার দাবিতে অভিভাবকরা ফুসে ওঠেন।

নতুন করে শিক্ষক পিটুকে অপসারন ও বিচারের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার মানববন্ধন ও নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারক লিপি দেয়া হয়। শিক্ষক সাদেকুল ইসলাম পিটু বলেন,অনৈতিক কর্মকান্ডের ভিডিওটিতে কে বা কাহারা আমার ছবি আর ওই ছাত্রীর ছবি ব্যবহার করে ফেক আইডির মাধ্যমে প্রচার করেছিল।

তার পরেও এ ঘটনায় ২০২১ সালেই তদন্তে কোন প্রমান পায়নি। এর পরেও আমাকে হয়রানী করতেই একের পর এক এসব মানববন্ধন বা অভিযোগ করা হচ্ছে। রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাইমেনা শারমীন বলেন, একটি স্মারক লিপি পেয়েছি। এ ছাড়া আগের দায়েরকৃত অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সৈয়দপুরে র‍্যালী আলাচনা সভা

সৈয়দপুর প্রতিনিধি : সৈয়দপুরে লায়ন্স অক্টোবর সেবা পক্ষ ও সেবা মেলা উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সৈয়দপুর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে শহরে বের করা হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ১ অক্টোবর লায়ন্স স্কুল এণ্ড কলেজ থেকে র‍্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। উড়ে প্রতিষ্ঠানের অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লায়ন্স জেলা ৩১৫ এ-২,বাংলাদেশ ও লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে আয়োজিত ওই কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা লায়ন্স এর প্রেসিডেন্ট লায়ন মোঃ হানিফ (এমজেএস)।

বিশেষ অতিথি প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ মহসিন ইমাম চৌধুরী (পিএমজেএস) ও প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন্স শঙ্কর কুমার রায় মনা (এমজেএসপি),ডিজি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল ওয়াহাব।

আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব ও জোন চেয়ারপার্সন লায়ন মোস্তাফিজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কেবিনেট সেক্রেটারী লায়ন এজাজ আহমেদ, ট্রেজার ইফতেখার আহমেদ পুলক প্রমুখ।

সেবা কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা,ছাগল বিতরণ,ভ্যান বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৫দিন ব্যাপী এসব বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

লাঠিবাড়ি খেলা দেখতে মানুষের ভিড়

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : মাদক থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে এবং গ্রামীণ খেলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিন্যাউড়ী যুব সমাজের উদ্যোগে বিশাল লাঠিবাড়ি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সহদেবপুর ইউনিয়নের বিন্যাউড়ী গ্রামে লাঠিবাড়ি খেলার উদ্বোধন করেন, সোনালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শেখ মো: লুৎফর রহমান। আফরোজ হোসেন খানের সভাপতিত্বে লাঠিবাড়ি খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ফায়াজ গ্রুপের ডিজিএম মনজুর হোসেন খাঁন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নাছরিন ডালিম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিহাতী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান বালা ও জসীম খান, এলেঙ্গা পৌরসভার সাবেক কাউন্সিল আবদুল বারেক প্রমূখ।

লাঠিবাড়ি খেলায় বাদ্যের তালে তালে দলের নেতৃত্ব দেন সহদেবপুর ইউনিয়নের গুপিনাথপুর গ্রামের আবদুল মজিদ। ২০ জনের দল লাঠিবাড়ি, রামদা, সরকি, বুকের ওপর ইটভাঙা, টিউব লাইট খাওয়া, শূন্যের ওপর লাঠি, রামদা ঘোরানো ও মাথার চুলের সাথে ঢেঁকি ঘোরানোসহ নানা ধরনের অঙ্গ-ভঙ্গি দেখানো হয় করেন।এ সময় খেলা দেখতে আশপাশের ২০ গ্রামের প্রায় ২-৩ হাজার দর্শকের উপস্থিতি ঘটে। খেলায় সার্বিক সহযোগিতা করেন বিন্যাউড়ী গ্রামবাসী।

টাঙ্গাইল : মাদক থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে এবং গ্রামীণ খেলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিন্যাউড়ী যুব সমাজের উদ্যোগে লাঠিবাড়ি খেলা অনুষ্ঠিত।

প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় তুলে নিলো বাঘিনীরা

স্পোর্টস ডেস্ক : স্বর্ণা আকতারের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয় দিয়ে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো বাংলাদেশ। গত সোমবার বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ও শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশ ২৩ রানে হারিয়েছে পাকিস্তানকে। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলংকার কাছে ৩৩ রানে হেরেছিলো বাঘিনীরা। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ৩৩ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। ভালো শুরু করেও ২ রানের ব্যবধানে সাজঘরে ফিরেন দুই ওপেনার সাথী রানী ও দিলারা আকতার। ৫টি চারে সাথী ১৬ বলে ২৩ এবং ২টি বাউন্ডারিতে দিলারা ১০ রান করেন। এরপর সোবহানা মোস্তারি ১৫, নিগার সুলতানা ১৮ ও তাজ নেহার ১৭ রানে ফিরলে, বাংলাদেশের বড় সংগ্রহের আশা শেষ হয়ে যায়। ১৬.১ ওভারে ৯৪ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

শেষ দিকে স্বর্ণা ও রিতু মনির ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪০ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। রিতু ২টি চারে ১৪ রানে আউট হলেও ৩টি চারে ২৮ রানে অপরাজিত থাকেন স্বর্ণা। শুরু থেকেই লাইন-লেন্থ বজায় রেখে বোলিং করে বাংলাদেশ। এতে ৬৫ রানে ৫ উইকেট হারায় পাকিস্তান। পরের দিকেও বাংলাদেশের বোলারদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারায় ৮ বল বাকী থাকতে ১১৭ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন ওমাইমা সোহেল। বাংলাদেশের পাঁচ বোলারই উইকেটের দেখা পেয়েছেন। স্বর্ণা-মারুফা আকতার-ফাহিমা খাতুন ও রাবেয়া খান ২টি করে উইকেট নেন। নাহিদা আকতার নেন ১ উইকেট। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। 'বি' গ্রুপে স্কটল্যান্ড ছাড়াও বাংলাদেশের অন্য তিন প্রতিপক্ষ-ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। 'এ' গ্রুপে আছে-ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা।

ব্যাটিং নিয়ে হতাশ টাইগার অধিনায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভারতের কাছে বড় ব্যাবধানে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ। ২ উইকেটে ২৬ রানে চতুর্থ দিন শুরু করলেও বাকি ১২০ রান সংগ্রহ করতে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৮ টি উইকেট। ব্যাটারদের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংকেই হারের কারণ হিসাবে কাঠগড়ায় তুললেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ম্যাচ শেষে দলের ব্যাটিংয়ে সন্তুষ্ট নন জানিয়ে শান্ত বলেন, 'দুই টেস্টেই আমরা ভালো ব্যাট করতে পারি-নি। এই কন্ডিশনে আমাদের ভালো ব্যাট করতে হবে। যদি আমাদের ব্যাটসম্যানদের দেখেন-৩০/৪০ বল খেলেই আউট হয়ে গেছে। ব্যাটসম্যান নামার পর বড় স্কোরের জন্য খেলাটা টেস্ট ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ।' প্রথম টেস্টে ১৪৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর আশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার ১৯৯ রানের উদাহরণ হিসাবে টেনে শান্ত বলেন, 'অশ্বিন-জাদেজা তখন যেভাবে ব্যাট করেছে-তারা সত্যিই দারুণ ব্যাট করেছে। বোলিং ইউনিট হিসেবে আমাদের এসব মুহূর্তে দেখতে হবে, কীভাবে উইকেট নিতে পারি। ওই জুটির কাছেই আমরা ম্যাচ হেরেছি।' একমাত্র মুমিনুল হক ছাড়া কোনো ব্যাটার ই সুবিধা করতে পারেননি কানপুর টেস্টে। প্রথম ইনিংসে মুমিনুল খেলেন ১০৭ রানের ইনিংস। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ হন। প্রথম ইনিংসে মিরাজ ও পান ৪ উইকেট। হারের মাঝে এগুলোই কিছুটা শান্তনা। মুমিনুল ও মিরাজের প্রসংশা করে শান্ত বলেন, 'মুমিনুল এই ইনিংসে যেভাবে ব্যাট করেছে সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। মিরাজ দুই ইনিংসেই ভালো বোলিং করেছে।'

ইনজুরিতে থাকা এমবাপ্পেকে নিয়েই মাদ্রিদের দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক : উরুর ইনজুরির কারনে একটি ম্যাচে খেলতে না পারা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে দলে রেখেই লিলির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্কোয়াড ঘোষনা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। আসন্ন আন্তর্জাতিক বিরতি পর্যন্ত ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের বিশ্রামে থাকার কথা ছিল। কিন্তু কিছুটা আগেভাগেই সুস্থ হয়ে ওঠায় আগামীকালের ম্যাচের দলে এমবাপ্পেকে রাখা হয়েছে। লা লিগায় আলাভেসের বিপক্ষে জয়ী ম্যাচে এমবাপ্পে ইনজুরিতে পড়েন। যে কারনে গত রোববার এ্যাথলেটিকোর বিরুদ্ধে মাদ্রিদ ডার্বিতে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি ফরাসি লিগ ওয়ান ক্লাব লিলির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে এমবাপ্পেকে দলে রেখেছেন।

সাকিবকে নিজের ব্যাট উপহার দিলেন কোহলি

স্পোর্টস ডেস্ক : কানপুরের গ্রিন পার্কে বাংলাদেশকে হেসেখেলে হারাল ভারত। আর তাতেই রোহিত শর্মার দল ২-০ ব্যবধানে জিতে নিল টেস্ট সিরিজ। এটিই সম্ভবত সাকিব আল হাসানের খেলা শেষ টেস্ট ম্যাচ, যদি না তিনি বাংলাদেশে আসেন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ খেলতে।

সাদা পোশাকে সাকিবের শেষটা স্মরণীয় করে তুলতে ভিরাট কোহলি উপহার দিলেন তার নিজের ব্যাট। মিরপুরে শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছা পূরণ না হলে কানপুর টেস্টই সাকিব আল হাসানের শেষ টেস্ট। বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট সিরিজ শেষে ক্রিকেটের এ সময়ের বড় তারকা ভিরাট কোহলির কাছ থেকে সাকিব আল হাসান পেয়ে গেলেন ব্যাট উপহার! কোহলির ব্যাট পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত দেখা যায় সাকিবকে।

গোল দিয়ে বাবাকে উৎসর্গ করলেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : আল নাসরের হয়ে চলতি মৌসুমে প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল করে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন এএফসি 'এলিট' চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও। কাতারের ক্লাব আল রাইয়ানকে ২-১ গোলে হারানোর ম্যাচে একটি গোল করেছেন পর্তুগিজ তারকা। সেটি উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত বাবাকে। গতকাল মঙ্গলবার রিয়াদের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে আল নাসরের হয়ে গোলের খাতা খোলেন সাদিও মানে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন রোনালদো। ম্যাচের একদম শেষ সময়ে সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন প্রতিপক্ষের রজার গেদেজ। রোনালদোর নিজের গোলটি পান ৭৬তম মিনিটে। আবদুলরহমান গারিবের পাস থেকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে গোলটি করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এই গোলটি রোনালদোর ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে ক্যারিয়ারের ৯০৪তম গোলে। গোলের পর দুহাত আকাশের দিকে তুলে বাবাকে স্মরণ করেন রোনালদো। এলিট চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম গোলটি রোনালদোর কাছে বিশেষ। এই গোলটি তারা বাবা দেখতে পারলে খুশি হতো জানিয়ে রোনালদো ম্যাচ শেষে বলেন, 'আজকের গোলটার অন্যরকম মানে আছে। বাবা বেঁচে থাকলে কী দারুণ ব্যাপারই না হতো, আজ তাঁর জন্মদিন।'

ছয় মাস নিষিদ্ধ স্যামুয়েল ইতো

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফার আচরণ বিধি ভঙ্গ করায় ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি স্যামুয়েল ইতোকে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রন সংস্থা। অনুর্ধ্ব ২০ নারী বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে ফেয়ার প্লে আইনের নীতি ভঙ্গ এবং খেলোয়াড় ও অফিসিয়ালদের সাথে অশোভন আচরেনর দায়ে বার্সেলোনার সাবেক তারকা ইতোকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ক্যামেরুনের শেষ ষোলর ম্যাচে ইতোর বিপক্ষে এই আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। ম্যাচটিতে অতিরিক্ত সময়ে ব্রাজিল ৩-১ গোলে জয়ী হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে বোগোটায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে একটি পেনাল্টি থেকে ব্রাজিল সমতায় ফিরে। ঐ সময় পেনাল্টির বিরোধিতা করে ইতো ও ক্যামেরুনের আরো কয়েকজন কর্মকর্তা রেফারির এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিত করে লাল কার্ড দেখেন। আগামী ছয়মাস নারী ও পুরুষদের যেকোন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ক্যামেরুনের ম্যাচে ইতো স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তার এই নিষেধাজ্ঞা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির ভূমিকায় কোন প্রভাব ফেলবে না। এর আগে গত জুলাইয়ে শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য ইতোকে দুই লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা করেছিল আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেন। ২০২১ সাল থেকে ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন ৪৩ বছর বয়সী ইতো।

সাহিত্য

পুরনো বাড়ি

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

এ ও কিন্তু সত্যি ঘটনা। আমার জ্যাঠামণির মুখ থেকে শুনেছিলাম। তিনি ঠিক যেভাবে গল্পটা আমাকে বলেছিলেন, আমিও সেইভাবেই তোমাদের বলছি:

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। সবে একটা ভারী অসুখ থেকে উঠেছি। ডাক্তার বললেন চেঞ্জে যেতে। একে অসুখে ভুগে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার ওপর শরীর সারানোর জন্য বাইরেও যেতে হবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে কাছেপিঠে দেওঘরেই যাওয়া ঠিক করলাম। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে এক চায়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে বিলাসী টাউনে একটা বাড়ির সন্ধান পেলাম। বাঙালির বাড়ি। পাওয়ামাত্রই টাঙ্গা ভাড়া করে এসে হাজির হলাম সেই বাড়িতে। বাড়িটা পুরনো। তা হোক। চারদিক বেশ ফাঁকা। টাঙ্গাওলা বাড়ির কাছে টাঙ্গা থামিয়ে বলল, ''আপনি এখানে প্রথম আসছেন নাকি বাবু?'' ''হ্যাঁ।'' ''এরকম জায়গায় আপনি থাকতে পারবেন? এ খুব খারাপ জায়গা কিন্তু।'' বিলাসী টাউন নামে টাউন হলেও তখন একেবারে ফাঁকা ও বুনো জায়গা ছিল। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করত।

বললাম, ''খুব পারব। তা ছাড়া বাইরে বেরোলে অত ভয় করলে চলে?'' টাঙ্গাওলা বলল, ''আমার সন্ধানে একটা ভাল ঘর ছিল। একেবারে মন্দিরের পাশে। যাবেন বাবু সেখানে?'' আমি মালপত্তর নামাতে নামাতে বললাম, ''না, থাক। এখানটা বেশ নির্জন। আমার পক্ষে এই জায়গাই ভাল।'' এই বলে টাঙ্গাওলাকে বিদায় দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, কী জানি, টাঙ্গাওলার কথা শুনে আর কোথাও গিয়ে যদি কোনও পাণ্ডা গুণ্ডার হাতে পড়ি? মালপত্তর বাড়ির রোয়াকে রেখে দরজায় কড়া নাড়তেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, ''কাকে চাই?'' ''আপনার এখানে কোনও ঘর খালি আছে? এক মাস থাকব।'' ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, ''পুরো বাড়িটাই খালি আছে। আমি ওপরে থাকি, আপনি নীচে থাকবেন। এক মাসের জন্য কিন্তু দশ টাকা ভাড়া দিতে হবে। পারবেন তো?'' আমি কোনও কথা না বলে দশটা টাকাই বের করে দিলাম। বাড়িটা ছোট। নীচে দুটি ঘর। রান্নাঘর। ওপরে একটি ঘর। ছাদ ও বারান্দা। বাড়ির বাইরে পাতকো, পায়খানা। চারদিকে গাছপালা, বন। মাঝেমধ্যে দু-একটা ঘরবাড়ি। দূরে পাহাড়ের রেখা। যাই হোক, ভদ্রলোক টাকা দশটি অগ্রিম নিয়ে ঘর পরিষ্কার করে একটি ক্যাম্পখাট পেতে দিয়ে গেলেন। আমি তাইতেই বিছানা পেতে ফেললাম। তারপর ঘরে তালা দিয়ে দোকান-বাজার করে আনলাম। সঙ্গে স্টোভ ছিল। রান্না করে খেয়েদেয়ে দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটালাম। বিকেলে মন্দির ঘুরে কিছুটা ভাল ঘি, প্যাঁড়া ও চমচম কিনে ঘরে ফিরে এলাম। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। কার্তিকের শেষ, অল্প অল্প শীতও পড়েছে তখন। ঘরে এসে তালা খুলেই অবাক! দেখলাম ঘরের ভেতর হারিকেনটা কে যেন জ্বেলে রেখে গেছে। পেরেকে দড়ি বেঁধে তাইতে আমার জামাকাপড় সব সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে। আমি তো ভেবেই পেলাম না এরকমটা কী করে হল? কেননা, চাবি রইল আমার কাছে অথচ ঘরের কাজ করল কে? বাড়ির মালিকের নাম গজেনবাবু। আমি তাঁকে ডাকলাম। দু-তিনবার ডেকেও যখন কোনও সাড়া পেলাম না, তখন টর্চ জ্বেলে ওপরে উঠেই দেখি, ঘরে তালা দিয়ে একজন মধ্যবয়সী মহিলা নেমে আসছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ''গজেনবাবু আছেন?'' মহিলা আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে কিছু না বলেই নেমে গেলেন। আচ্ছা অভদ্র তো! মেজাজটাও খিঁচড়ে গেল। কেননা, এ ঘরে যখন আর কোনও দরজা নেই, তখন নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট চাবি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে অবশ্য আমার উপকারই হয়েছে। তবুও এ জিনিস কখনওই বরদাস্ত করা যায় না। আমি সে-রাতে দু-চারটে পরোটা তৈরি করে প্যাঁড়া, চমচম খেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে ঘুমোতে গেলাম। মনে মনে খুব রাগ হল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই গজেনবাবুকে বাইরে কুয়োতলায় দাঁতন করতে দেখলাম। আমিও তাড়াতাড়ি দাঁত মাজার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গজেনবাবু একগাল হেসে বললেন, ''কী ভায়া, রাতে ঘুম হয়েছিল তো?'' আমি হেসে বললাম, ''আজ্ঞে হ্যাঁ।'' তারপর গতকালের কথাটা বললাম। শুনে গজেনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন,

''টাকাকড়ি সবসময় নিজের কাছে রাখবেন। সন্ধের পর জানলা দরজা বন্ধ করে দেবেন। কেউ দরজা নাড়লে দরজা খুলবেন না। এসব জায়গা ভাল জায়গা নয়। তা ছাড়া রাত্রে আমি এখানে থাকি না। ওধারে আমার আর একটা বাড়ি আছে, সেইখানে থাকি।'' ''তা না হয় হল, কিন্তু আমার ঘরে আলোটা জ্বালল কে? আপনার স্ত্রী?'' ''আমার স্ত্রী? তিনি তো অনেকদিন গত হয়েছেন।'' ''তা হলে ওই মহিলা কে?'' গজেনবাবু হেসে বললেন, ''আপনি ভুল দেখেছেন। এখানে কোনও মহিলা থাকেন না। এমন সময় হঠাৎ একটা ছাগলকে হ্যাট হ্যাট করে তাড়া দিতে দিতে আমার প্রশ্নটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে কেটে পড়লেন গজেনবাবু।'' এর পর সারাদিনে যতবারই গজেনবাবুর সঙ্গে দেখা হল, ততবারই তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। আজ তাই ঠিক করলাম, বেলাবেলি, মানে সন্ধের আগেই এখানে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দেখব কে কীভাবে ঘরে ঢোকে? তাই করলাম। সন্ধের আগেই ফিরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সন্ধেটি যেই উত্তীর্ণ হল, অমনই দেখলাম আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর।

ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। আমি টর্চের আলোয় পথ দেখে ঘরে যেতে গিয়ে তালা খুলেই যা দেখলাম, তাইতে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। দেখলাম আমার এঁটো বাসনপত্তর কে যেন মেজে ঝকঝকে করে রেখেছে। এলোমেলো বিছানা পরিপাটি করে, আমার রাতের খাবারটি পর্যন্ত তৈরি করে রেখেছে। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ কোথায় এসে উঠেছি আমি? কাউকে যে ডাকব, ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। গজেনবাবুও সন্ধের পর থাকেন না এখানে। কেন যে থাকেন না, তা এবার বুঝতে পারলাম। শুধু বুঝতে পারলাম না ওই মহিলাটি কে? তবে কি-হতাশভাবে ধপ করে বসে পড়লাম বিছানায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবে সাড়ে ছ'টা। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। এ রাতে কোথায় বা যাব? বসে বসেই মনস্থির করে ফেললাম। আজকের রাত্রিটা যেমন করেই হোক এখানে কাটিয়ে কাল সকাল হলেই পালাব এখান থেকে। কিন্তু সারাটা রাত এখানে যে কী করে কাটাব তা ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ বসে থেকে কোনওরকমে রাত ন'টা করলাম। তারপর সঙ্গে আনা প্যাঁড়া চমচমগুলো খেয়ে নিলাম। যে রান্না তৈরি করা ছিল তাতে হাতই দিলাম না। এবার জল খেতে হবে। কিন্তু কলসি গড়াতে গিয়েই অবাক! এ কী! জল কই? বাইরে যাওয়ার আগে জলপূর্ণ কলসি যে আমি নিজে হাতে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। আমার সর্বাঙ্গ তখন নীল হয়ে উঠেছে। তার ওপর ভয়ে এবং প্যাঁড়া চমচম খাওয়ার ফলে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কী আর করি, বাইরে কুয়োতলায় গিয়ে জল আনতে ভয় করছিল যদিও, তবুও যেতেই হবে। যেতে গিয়েই বাধা পেলাম। দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক টানাটানি করেও সেই বন্ধ দরজা কিছুতেই খুলতে পার-লাম না। এমন সময় হঠাৎ দপদপিয়ে হারিকেনটাও নিভে গেল। আমার গা দিয়ে কলকল করে ঘাম বেরোচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমি জোরেই কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, ''কে তুমি? কে আমাকে এইভাবে ভয় দেখাচ্ছ? আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তা ছাড়া তুমি আমার অনেক কাজ এমনিই তো করে দিচ্ছ। তবে কেন এমন করছ আমার সঙ্গে? আমায় তুমি রক্ষা করো।'' হঠাৎ বাইরে কুয়োতলায় ঢিপ করে একটা শব্দ হল। নিশ্চয়ই কেউ জল তুলতে এসেছে। অনেকে এই কুয়ো থেকে দিনের বেলায় জল নিতে আসে দেখেছি। কিন্তু রাতে কেউ আসে কিনা জানি না। কী করেই বা জানব? সবে তো একটা দিন এসেছি। তাড়াতাড়ি জানলা খুলে কুয়োতলায় তাকাতেই দেখলাম, কুয়োর পাড়ে একটা হারিকেন জ্বলছে। আর তারপরেই যা দেখলাম সে এক বীভৎস ব্যাপার।

কুয়োতলায় ভাঙা পায়খানার ধারে বড় একটা গাছের ডালে সেই মহিলা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। কী ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! জিভটা এক হাত বেরিয়ে এসেছে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে। আর ঠেলে বেরিয়ে আসা বড় বড় চোখ দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। পরদিন সকালে যখন চোখ মেললাম তখন দেখলাম ঘর ভরতি লোক। গজেনবাবু আমার মাথার কাছে বসে হাওয়া করছেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম।

তারপর সব কিছু খুলে বললাম সকলকে। আমার বৃত্তান্ত শুনে প্রত্যেকেই বকাবকি করলেন গজেনবাবুকে। আমি তখনই মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে স্টেশনে চলে এলাম। আবার থাকে এখানে? লোকমুখে শুনলাম, যে মহিলাকে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখেছি, উনিই গজেনবাবুর স্ত্রী। তাঁর বর্তমানে গজেনবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় ভদ্রমহিলা ওই গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

ফারজানা অনন্যা

ছড়া আবহমান বাংলার লোক অনুষঙ্গের প্রত্নশিল্প। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের মধ্যে ছড়া অন্যতম বলে কোনো কোনো ফোকলোরবিদ মনে করেন। লোকজ জীবনের নানা প্রসঙ্গ, আচার-অনাচার, অভ্যাস, অসংগতি, স্বপ্ন বা কল্পনা ছড়ার ছোট্ট জমিনে বাঙময় হয়ে ওঠে। ছড়ায় সব সময় সমাজসত্য গভীরভাবে প্রকাশ পেয়ে এসেছে। বিশেষত স্বপ্নময় শিশু-কিশোরের জীবন আমাদের ছড়াসাহিত্যে অসাধারণভাবে প্রতিফলিত। তবে আধুনিককালে ছড়া আর শুধু শিশু-কিশোর জীবন পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেও ছড়ার বিষয় বিস্তৃতি ঘটেছে। আমাদের জাতীয় জীবনের নানা আন্দোলন, সংগ্রাম এবং লড়াকু বজ্রব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের নিয়েও আমাদের ছড়াকাররা সাজিয়েছেন শিল্পনিপুণ শাণিত শব্দগুচ্ছের বুননে চমৎকার সব ছড়ার ডালি। বাঙালি বিপ্লব পাগল জাতি। এই জাতিকে কখনো দমননীতি, অন্যায় আর শোষণের জাঁতাকলে আবদ্ধ রাখা যায়নি। যুগে যুগে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে তাঁরা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে যতগুলো আন্দোলন ও অভ্যুদয় হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে সংগঠিত এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীর কাছ থেকে বহুল কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনেছে এই বীর জাতি। স্বাধীনতা সূর্যের দিকে উন্মুখ সেই বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে সার্বভৌম জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এই গৌরবময় অধ্যায়ের কথা চিত্রিত হয়। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছড়াসহ সাহিত্যের প্রতিটি শাখা সমৃদ্ধ হয় এই গৌরবময় অর্জনের দ্বারা।

অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ নিয়ে ছড়া লিখেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ছড়ার বই সম্পাদনা করেছেন। তাদের একক ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলো শৈশব থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ রূপায়িত হয়েছে বহুবর্ণিল বহুমাত্রিক চেতনায়। কখনো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও নেতৃবর্গদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে, কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যা-লুণ্ঠন-নির্যাতন; বিশেষত নারী নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে, কখনো গেরিলা বাহিনীর দুর্বিনীত সাহসিক আক্রমণের জীবন্ত বর্ণনায়, আবার কখনোবা যুদ্ধ শেষে ফিরে না আসা বাবা কিংবা ভাই হারানোর বেদনায় অশ্রুসিক্ত মা-বোনের আহাজারির করুণ চিত্রকে সাজিয়ে আমাদের ছড়াকাররা রচনা করছেন বাস্তব শিল্পসফল পঙ্‌ক্তিমালা।

বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলনকে মোটাদাগে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. হানাদার বাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন ও নির্মমতার চালচিত্র।
খ. পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বীরোচিত প্রতিরোধ।
গ. সমগ্র দেশবাসীর সামষ্টিক প্রতিরোধ ও দেশপ্রেম।
ঘ. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি আলবদর, আল শামস, রাজাকারদের বিশ্বাসঘাতকতা।
ঙ. যুদ্ধ থেকে না ফেরা বাবা, ভাইদের জন্য স্বজনদের সজল আহাজারি।
চ. মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান এবং
ছ. যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নৈরাজ্য, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে স্বপ্নভঙ্গ প্রভৃতি রূপায়িত হয়েছে সচেতন শিল্পপ্রয়াসে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ঢাকায় যে পাশবিক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল; তার চালচিত্র আছে লুৎফুর মুকুলের ছড়ায়, 'একাত্তরের পঁচিশে মার্চ/ নিকষ কালো রাতে/ পাকহানারা হত্যা চালায়
রাজাকারের সাথে।/ অপারেশন সার্চে তারা/ হত্যা চালায় শুরু/ ঢাবি মারে বুদ্ধিজীবী/ দেশ জাগানি গুরু।' কিংবা পাকিস্তানি হানাদারদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ। যাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই বাঙালির প্রতিবাদী সত্তা মিয়মাণ হবে বলে তাদের ধারণা ছিল। কিন্তু বাঙালি ছাত্রসমাজ যে ফিনিক্স পাখির মতো বারবার ছাইভস্মের ভেতর দিয়ে জেগে ওঠে, এটা তারা বুঝতে পারেনি। ইকবাল হল, রোকেয়া হলের ছাত্রসহ ঢাকার সব স্তরের নিরীহ মানুষকে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছিল, তারই চিত্র আছে ছড়াটির পঙ্‌ক্তিমালায়। পাকিস্তানি বাহিনী শহরের পাশাপাশি গ্রামের পর গ্রামের পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। তাদের নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পায়নি গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। তারই একটি খণ্ডচিত্র আমীরুল ইসলামের ছড়ায়, 'এমন দিনে শত্রু সেনা আসল সেই গ্রামে/ ভয়াল রাতের অন্ধকারে গভীর হয়ে নামে/ মেঘনা তীরে জ্বলল আগুন পুড়ল বাড়িঘর/ শত্রুসেনা বধ করতে অস্ত্র তুলে ধর।'

হানাদারদের নৃশংসতাকে রুখে দিতে অস্ত্র ধরে বীর বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, গেরিলাযুদ্ধ প্রভৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে শব্দকারিগরদের কলমের ছন্দময় পদচারণায়। ওবায়দুল গণি চন্দনের ছড়ায়, 'শত্রু দেশে হানা দিলো একাত্তরের মার্চে/ বীর বাঙালি দুঃসাহসে যুদ্ধে মাতে/ বন্দী হয়ে থাকতে কে চায়?/ মরাও ভালো তার'চে।' কিংবা ফারুক নেওয়াজের ছড়ায় সম্মুখ সমরের বর্ণনা, 'বিনোদপুরের যুদ্ধে মুকুল শত্রুর মুখোমুখি/ লড়াই করতে নিয়েছে জীবনের বড় রকম ঝুঁকি/ একাই মেরেছে বহু রাজাকার, অসংখ্য পাক সেনা/ শেষকালে সেও শহীদ হয়েছে আর কভু জাগবে না।' কিংবা যুদ্ধপাগল তরুণদের যুদ্ধে যাওয়ার অদম্য প্রেরণার শব্দগুচ্ছ পাওয়া যায় সুজন বড়ুয়ার ছড়ায়, 'কোথায় আমার ঢাল তলোয়ার কোথায় ধনুক তীর/ মাগো আমি যুদ্ধে যাব সাজব তিতুমীর।' আমরা যে স্বপ্ন, আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তির মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো কাঙ্ক্ষিত সেই মুক্তি বা স্বাধীনতা এখনো আসেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি আমাদের তখনো মেলেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়েও বাংলাদেশের ছড়াকাররা চমৎকার সব পঙ্‌ক্তিমালা বারুদের তেজের মতো ছড়িয়ে গিয়েছেন। ফুটিয়ে তুলেছেন প্রকৃত সত্যকে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়েও যারা সত্য উচ্চারণে ভয় পাননি। আসাদ চৌধুরীর কলমে, 'আগুন ছিলো মুক্তিসেনার/ স্বপ্ন ঢালের বন্যায়/ প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে/ কাঁপছিলো সব অন্যায়/ এখন এসব স্বপ্ন কথা/ দূরের শোনা গল্প/ তখন সত্যি মানুষ ছিলাম/ এখন আছি অল্প।' বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ রূপায়িত হয়েছে বহুবর্ণিলতায়। আবহমান বাংলার লোকজ উৎস থেকে ছড়ার জন্ম হলেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় ও প্রসঙ্গকে শিল্পমাত্রা দিয়ে ছড়াসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন সাহসী ছড়াকাররা।